রাঁচি, শুক্রবার
03:11:2023
web : www.rashtriyakhabar.com

বাংলা দৈনিক
জাতীয় খবর
JATIO KHOBOR
BANGLA DAINIK

Page >> 8 Rate >> 3 Rupee >> Year >> 04 Vol >>030 >>16 Kartik 1430 >> epaper.rashtriyakhabar.com পৃষ্ঠা >> ০৮ মূল্য >> ৩ টাকা বর্ষ >> ০৪ অংক >> ০৩০ >> << ১৬ই, কার্ত্তিক ১৪৩০>>

মিয়ানমার জান্তা দ্বিতীয় দিনের মতো চীনের সাথে সীমান্ত শহরে বোমা বর্ষণ করেছে

নেপিদো ঃ বিদ্রোহীদের মুখপাত্র এএফপিকে বলেছেন, মিয়ানমারের সেনাবাহিনী বুধবার দ্বিতীয় দিনের বিমান হামলা শুরু করেছে। তারা চীনের সাথে সীমান্তে একটি জাতিগত সশস্ত্র গোষ্ঠী নিয়ন্ত্রিত অঞ্চলে বোমাবর্ষণ করেছে। সেনাবাহিনী সশস্ত্র গোষ্ঠীগুলোর একটি জোটের সাথে যুদ্ধের সময় এই হামলাগুলো হয়। যে অঞ্চলে যুদ্ধ হচ্ছে সেটি চীনের বিনিয়োগের আবাস স্থল এবং জান্তা বলেছে, সেখানে তারা পরাজিত হয়েছে। মঙ্গলবার জান্তা নিয়ন্ত্রিত সংবাদপত্র গ্লোবাল লাইট অফ নিউ মিয়ানমারে জানানো হয়, কেআইএ কাচিন রাজ্যের একটি প্রধান রাস্তা দখল করার চেষ্টা করলে সেনা এবং কর্মকর্তারা নিহত হয়। গত শুক্রবার প্রতিবেশী উত্তরাঞ্চলীয় শান রাজ্যে আরও তিনটি জাতিগত সশস্ত্র গোষ্ঠী সমন্বিত আক্রমণ শুরু করার পর হাজার হাজার মানুষ বাস্তুচ্যুত হয়েছে বলে জানা গেছে। শান হলো তেল এবং গ্যাসের পাইপলাইনগুলোর এবং বিলিয়ন ডলারের একটি পরিকল্পিত রেল সংযোগের আধার।পাইপলাইনগুলো দিয়ে চীনে তেল এবং গ্যাস সরবরাহ করা হয়। রেল সংযোগটি হলো বেইজিং এর বৈশ্বিক অবকাঠামো বেল্ট এন্ড রোড প্রকল্পের অংশ।

বাজার দর
SENSEX : 64080.90 +489.57
NIFTY : 19133.25 +144.10

রাঁচি PARA UPDATE

সর্বোচ্চ	সর্বনিম্ন
27.00 °c	18.00 °c

সূর্যাস্ত (আজ) ›› 17 .09 টা
সূর্যোদয় (কাল) ›› 05 .54 টা

গহনার বাজার
সোনা (বিক্রী) 58,760 টাকা./10 গ্রাম
সোনা (ক্রয়) 55,420 টাকা./10 গ্রাম
রুপা ›› 73,100 টাকা./কিলো

রাষ্ট্রীয় খবর সংক্ষিপ্ত খবর

ইউক্রেনে শেষকৃত্য অনুষ্ঠানে মারাত্মক হামলার দায় নিতে রাশিয়াকে জাতিসংঘের আহবান

ইউক্রেন ঃ ৫ অক্টোবর এক ইউক্রেনীয় গ্রামে আয়োজিত শেষকৃত্য অনুষ্ঠানে ভয়াবহ হামলার দায় নিতে রাশিয়াকে অনুরোধ করেছে জাতিসংঘ। এই হামলায় ৫৯ বেসামরিক নাগরিক নিহত হন। ইউক্রেনের মানবাধিকার পরিস্থিতি পর্যবেক্ষণে নিয়োজিত জাতিসংঘের সংস্থা (এইচআরএমএমইউ) এক প্রতিবেদনে বলছে, খুব সম্ভবত ইউক্রেনের গ্রাম রোজার বিস্ফোরণের জন্য নিখুঁত ভাবে লক্ষ্যবস্তুতে আঘাত হানতে সক্ষম রুশ স্বল্প পাল্লার ব্যালিসটিক ক্ষেপণাস্ত্র ইসকান্দার মিসাইল দায়ী। এই প্রতিবেদনে ঘটনাস্থলের ভেঙে পড়া পাথর ও অন্যান্য ক্ষয়ক্ষতির বরাত দিয়ে বলা হয়েছে, রাশিয়া এই হামলার জন্য দায়ী। রাশিয়া ২০২২ এর ফেব্রুয়ারিতে ইউক্রেনের বিরুদ্ধে পূর্ণ মাত্রার আগ্রাসন শুরুর পর রোজার ঘটনাটি ছিল সবচেয়ে বড় হামলার অন্যতম। এতে ৩৬ নারী, ২২ পুরুষ ও এক ৮ বছর বয়সী ছেলে প্রাণ হারায়। এক বিবৃতিতে জাতিসংঘের মানবাধিকার বিষয়ক কার্যালয়ের হাই কমিশনার বলেন, রুশ ফেডারেশনের প্রতি এই হামলায় বেসামরিক ব্যক্তিদের হতাহতের দায় স্বীকার করে নেওয়ার এবং হামলার বিষয়ে একটি পূর্ণাঙ্গ ও স্বচ্ছ তদন্ত প্রক্রিয়া চালিয়ে দায়ী ব্যক্তিদের জবাবদিহিতার আওতায় এনে ভবিষ্যতে এ ধরনের হামলা প্রতিহত করার ব্যবস্থা নেওয়ার অনুরোধ জানানো হচ্ছে। এ ছাড়াও, এই হামলার প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ ভুক্তভোগীদের ক্ষতিপূরণ ও প্রতিকারের উদ্যোগ নেওয়ারও অনুরোধ জানানো হচ্ছে। জাতিসংঘের প্রতিবেদনে আরও বলা হয়, রাশিয়া লক্ষ্যবস্তু সামরিক অবকাঠামো না বেসামরিক ব্যক্তি বা অবকাঠামো, সে বিষয়টি যাচাই করার সকল সম্ভাব্য প্রক্রিয়া অবলম্বন করতে ব্যর্থ হয়েছে অথবা স্বেচ্ছায় বেসামরিক ব্যক্তি বা বস্তুকে লক্ষ্য করে হামলা চালিয়েছে। প্রতিবেদনে বলা হয়, উভয় ব্যাখ্যাই আন্তর্জাতিক মানবিক আইনের লঙ্ঘন। রাশিয়া এই হামলার বিষয়ে সরাসরি কোনো মন্তব্য করেনি। তবে জাতিসংঘে রাশিয়ার রাষ্ট্রদূত নিরাপত্তা পরিষদে মন্তব্য করেন, জনৈক উচ্চপদস্থ ইউক্রেনীয় জাতীয়তাবাদী ও তার অনেক নব্যনাৎসি সহযোগী সেখানে ছিলেন। রাশিয়া বারবার দাবি করেছে তারা বেসামরিক ব্যক্তি বা অবস্থানকে লক্ষ্য করে হামলা চালায় না।

কেনিয়ার স্বাধীনতা সংগ্রামকে নির্মম ভাবে দমন করার জন্য অনুশোচনা প্রকাশ করলেন ব্রিটেনের রাজা

লন্ডনঃ ব্রিটেনের রাজা চার্লস মঙ্গলবার বলেন, ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক শাসনের বিরুদ্ধে কেনিয়ার স্বাধীনতা সংগ্রামের সময় পূর্ব আফ্রিকার এই দেশের জনগণের বিরুদ্ধে যেসব নিন্দনীয় ও অন্যায্য সহিংসতা দেখানো হয়েছে, সেগুলোর পক্ষে সাফাই গাওয়ার কোনো অজুহাত নেই। চার্লস ও রানী ক্যামিলা ৪ দিনের সফরে কেনিয়া গেছেন। সফরের শুরুতে নাইরোবিতে আয়োজিত এক ভোজসভায় যোগ দিয়ে এ বিষয়টি স্বীকার করে নেন ব্রিটেনের রাজা। ১২ ডিসেম্বর কেনিয়ার স্বাধীনতা অর্জনের ৬০তম বার্ষিকীকে সামনে রেখে এই সফরের আয়োজন করা হয়েছে। ১৯৫২ থেকে ১৯৬০ সালের মাঝে মাউ মাউ আঃদালনের সময় ব্রিটিশ কর্তৃপক্ষের হাতে ১০ হাজারেরও বেশি কেনীয় নাগরিক নিহত হন। অন্যান্যদের গ্রেপ্তার, আটক ও নির্যাতনের মাধ্যমে সার্বিকভাবে এই আন্দোলনকে নির্মমভাবে দমিয়ে রাখা হয়। চার্লস এই অনুষ্ঠানে আগতদের বলেন,অতীতের অন্যায়গুলো সবচেয়ে বড় দুঃখ ও গভীর অনুশোচনার কারণ। তিনি বলেন,সততা ও খোলা মনে অতীতকে স্বীকার করে নিয়ে দুই দেশ আগামী বছরগুলোতে আরও ঘনিষ্ঠ বন্ধন গড়ে তুলতে পারে। তবে কিছু কেনীয় অধিকারকর্মীর দাবি অনুযায়ী নৃশংসতার জন্য পূর্ণাঙ্গ ক্ষমা চাননি রাজা। এ ভোজসভায় আতিথেয়তা প্রদানকারী কেনিয়ার প্রেসিডেন্ট উইলিয়াম রুতো জানান, আফ্রিকার স্বাধীনতা সংগ্রামের প্রতিক্রিয়া ছিল দানবীয় ভাবে নিষ্ঠুর। রুতো স্বীকার করেন, ব্রিটেন কেনীয়দের হত্যা ও আহত করা এবং তাদের দুর্ভোগের কারণ হওয়ার জন্য অনুশোচনা দেখালেও সম্পূর্ণ ক্ষতিপূরণ দিতে (তাদের) এখনো অনেক কিছু করতে হবে। ২০১৩ সালে আন্দোলনের সময় ক্ষতির শিকার হওয়া ৫ হাজার কেনিয়াবাসীকে ব্রিটেন ২ কোটি ৪০ লাখ ডলার ক্ষতিপূরণ দিতে সম্মত হয়। গত বছর রাণী এলিজাবেথের মৃত্যুর পর ব্রিটেনের রাজা হন চার্লস। কেনিয়া সফর হচ্ছে ৫৬ সদস্যের কমনওয়েলথ জোটের দেশে চার্লসের প্রথম সফর। এই জোটের বেশিরভাগ সদস্য রাষ্ট্রই ব্রিটেনের সাবেক উপনিবেশ। ১৯৫২ সালে রাজা পঞ্চম জর্জ মারা গেলে তার মেয়ে রাণী এলিজাবেথের ঐতিহাসিক ৭০ বছরের শাসনামল শুরু হয়। তৎকালীন রাজকন্যা এলিজাবেথ সেসময় তার স্বামী বর্তমানে প্রয়াত প্রিন্স ফিলিপের সঙ্গে কেনিয়া সফর করছিলেন।

যুক্তরাষ্ট্রের কংগ্রেসে শুনানির সময় যুদ্ধ বিরোধী বিক্ষোভ

নিউ ইয়র্ক ঃ প্রেসিডেন্ট জো বাইডেনের দু'জন শীর্ষ উপদেষ্টা কংগ্রেসে শুনানির সময় যখন ইসরাইলের জন্য কোটি কোটি ডলার বরাদ্দ করতে বলছিলেন, তখন বিক্ষোভকারীরা বার বার এই শুনানিতে হস্তক্ষেপ করেন। তারা আমেরিকান কর্মকর্তাদের বিরুদ্ধে গাজায় ফিলিস্তিনদের বিরুদ্ধে গণহত্যাকে সমর্থন দানের অভিযোগ করেন। পররাষ্ট্রমন্ত্রী অ্যান্টনি ব্লিংকেন এবং প্রতিরক্ষা মন্ত্রী লয়েড অস্টিন সেনেট অ্যাপ্রোপ্রিয়াশন কমিটিতে সাক্ষ্য দেন। ইউক্রেন, ইসরাইল ও সীমান্ত সুরক্ষার উচ্চাকাঙ্খী পরিকল্পনার জন্য বাইডেন ১০,৬০০ কোটি ডলার অর্থায়নের অনুরোধ করেছেন। যুক্তরাষ্ট্রের অংশীদারদের সমর্থন দেয়া জাতীয় সুরক্ষার জন্য গুরুত্বপূর্ণ এই যুক্তিতে বাইডেন ইউক্রেনের জন্য ৬,১৪০ কোটি ডলার বরাদ্দ চাইছেন যার অর্ধেকই ব্যয় করা হবে , কিয়েভকে সমর্থন দেয়ার সময় যে সব অস্ত্রশস্ত্র দেয়া হয়েছিল তার পরিবর্তে যুক্তরাষ্ট্রের স্টক পূরণের জন্য। বাইডেন ইসরাইলের জন্যও ১,৪৩০ কোটি ডলার চেয়েছেন, ইসরাইল ও গাজাসহ মানবিক ত্রাণের জন্য ৯০০ কোটি ডলার, ১,৩৬০ কোটি ডলার সীমান্ত সুরক্ষার জন্য এবং ৪০০ কোটি ডলার সামরিক সহযোগিতা ও এশিয়ায় চীনের আঞ্চলিক প্রচেষ্টাকে প্রতিহত করার জন্য। ক্যাপিটল হিলে সেনেট অ্যাপ্রোপ্রিয়াশন কমিটির শুনানির সময়, যুক্তরাষ্ট্রের পররাষ্ট্রমন্ত্রী অ্যান্টনি ব্লিংকেনের পেছনে যুদ্ধ বিরোধী বিক্ষোভকারীরা তাদের রক্তমাখা হাত উত্তোলন করছে। শুনানি শুরু হবার সঙ্গে সঙ্গে যুদ্ধ বিরোধী প্রতিবাদের অংশ হিসেবে একদল বিক্ষোভকারী রক্ত মাখা হাতের প্রতীক হিসেবে লাল রং'এ আঁকা হাত তোলেন। তারা যখন চিৎকার করছিলেন, এখনই অস্ত্রবিরতি ও গাজার শিশুদের রক্ষা করুন তার পর ক্যাপিটল পুলিশ তাদেরকে শুনানি কক্ষ থেকে সরিয়ে দেয়। বাইডেনের এই সর্বসাম্প্রতিক অর্থায়নের পরিকল্পনা অনিশ্চিত বলে মনে হচ্ছে ।ডেমক্র্যাটরা ইসরাইলের প্রতি সহায়তা প্রদানের সঙ্গে ইউক্রেনকে সাহায্য দেয়ার বাইডেনের এই কৌশলকে সমর্থন করেন এবং সেনেট ও প্রতিনিধ পরিষদে অনেক রিপাবলিকানও এটিকে সমর্থন করেন।

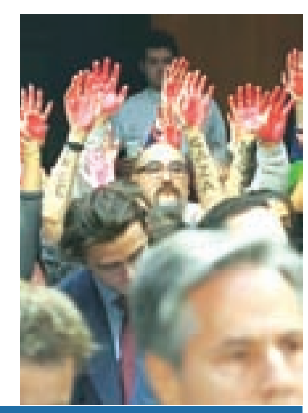

ইসরাইলহামাস যুদ্ধ শুরুর পর প্রথমবারের মতো গাজার রাফাহ সীমান্ত খোলা হয়েছে

গাজা (এজেন্সী) ঃ ইসরাইল ও ফিলিস্তিনি সশস্ত্র সংগঠন হামাসের মধ্যে যুদ্ধ শুরুর পর থেকে গাজায় আটকে পড়ে থাকা বিদেশী নাগরিকদের প্রথম দলটি আজ বুধবার যুদ্ধবিধ্বস্ত গাজা ছেড়ে মিশরের উদ্দেশে রওনা হয়েছেন। কাতারের উদ্যোগে ইসরাইল, মিশর ও হামাসের মধ্যে একটি চুক্তি হয়েছে, যার ফলশ্রুতিতে বিদেশী পাসপোর্টধারীদের বের হয়ে আসার জন্য রাফাহ সীমান্ত আবার খুলে দেওয়া হয়েছে। অন্তত ৪০০ বিদেশী নাগরিককে মিশরে যাওয়ার অনুমতি দেওয়া হবে। বিদেশী নাগরিকদের পাশাপাশি প্রায় ৮১ জন আহত ফিলিস্তিনিকেও অ্যাম্বুলেন্সে করে গাজা থেকে মিশরের হাসপাতালে চিকিৎসার জন্য নেওয়া হয়েছে। এর মাধ্যমে ৭ অক্টোবরের যুদ্ধ শুরুর পর প্রথমবারের মতো আহত ফিলিস্তিনিদের আনুষ্ঠানিকভাবে গাজা ছেড়ে বের হওয়ার অনুমতি দেওয়া হল। বিদেশী নাগরিক ও আহত ফিলিস্তিনিরা এমন সময় গাজা ছেড়ে গেলেন যখন আবারও অঞ্চলটির সঙ্গে বহির্বিশ্বের যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন রয়েছে। গাজার টেলিকম সেবাদাতা প্রতিষ্ঠান প্যালটেল (প্যালেস্টাইন টেলিকমিউনিকেশন কোম্পানি) মঙ্গলবার দিনের শেষে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম এক্সে (সাবেক টুইটার) পোস্ট করে জানায়, অঞ্চলটির সব ধরনের টেলিফোন ও ইঃটারনেট সেবা বিচ্ছিন্ন রয়েছে। কারণ হিসেবে প্রতিষ্ঠানটি জানায়, যেসব আন্তর্জাতিক রুট ব্যবহার করে যোগাযোগ পুনঃস্থাপন করা হয়েছিল, সেগুলো আবারও বিচ্ছিন্ন করা হয়েছে। গত শুক্রবার থেকে শুরু করে ২ দিন গাজা পুরোপুরি যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন অবস্থায় ছিল। যার ফলে এ যুদ্ধবিধ্বস্ত অঞ্চলটির ২৩ লাখ মানুষের সঙ্গে বহির্বিশ্বের যোগাযোগ ও গুরুত্বপূর্ণ আন্তর্জাতিক ত্রাণসামগ্রী বিতরণ প্রক্রিয়া বন্ধ হয়ে পড়ে। ফোন ও ইন্টারনেট সেবা বিচ্ছিন্ন হওয়ার কয়েক ঘণ্টা আগে উত্তর গাজার শহর জাবালিয়ায় অবস্থিত ফিলিস্তিনি শরণার্থীশিবিরে ইসরাইল বিমানহামলা চালায়। ফিলিস্তিনি স্বাস্থ্য কর্তৃপক্ষের দেওয়া তথ্য অনুযায়ী, এ ঘটনায় ৫০ জন নিহত ও আরও ১৫০ জন আহত হন। জাতিসংঘের মহাসচিব অ্যান্তনিয় গুত্তেরেস ২৪ অক্টোবর ২০২৩ তারিখে নিরাপত্তা পরিষদে দেয়া বক্তব্যে মধ্যপ্রাচ্য পরিস্থিতি সম্পর্কে গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করে বলেছেন, গাজাতে ইসরাইলের অবরোধ 'আন্তর্জাতিক মানবতা আইনের স্পষ্ট লংঘন'। যুক্তরাষ্ট্র ১৯৯৭ সালে হামাসকে সন্ত্রাসী সংগঠন হিসেবে চিহ্নিত করে। ইসরাইল, মিশর, ইউরোপীয় ইউনিয়ন এবং জাপানও হামাসকে সন্ত্রাসী গোষ্ঠী হিসেবে বিবেচনা করে।

হামলা বমানে ৩০ জনের বেশি ইসরাইলি নাগরিক ছিলেন তবে কেউ আহত হননি

রাশিয়ায় ইসরাইলি দূত ঃ তেল আবিবের যাত্রীরা সপ্তাহান্তে বিমান বন্দরে দাঙ্গার সময়ে লুকিয়ে ছিলেন

মাস্কো ঃ বুধবার মস্কোতে ইসরাইলের রাষ্ট্রদূত রাশিয়ার দক্ষিণাঞ্চলে একটি বিমানবন্দরে সপ্তাহান্তে দাঙ্গার নতুন বিবরণ দিয়েছেন। সেখানে তখন তেল আবিব থেকে একটি বিমান অবতরণ করেছিল। তিনি বলেন কিছু যাত্রীকে হেলিকপ্টারে করে নিরাপদে সরিয়ে নেয়ার আগে টার্মিনালে লুকিয়ে থাকতে হয়েছিল। রাষ্ট্রদূত আলেকজান্ডার বেন জাভি রবিবার রাতের অস্থিরতার জন্য চরমপন্থী লোকদের দায়ী করেছেন। তার মতে, এ সকল বিষয় মুসলিম প্রজাতন্ত্র দাগেস্তানে মন্ত্রণা দানেরফলে উদ্ভূত হয়েছে।
ইসরাইল থেকে বিমান দাগেস্তানের রাজধানী শহর মাখাচকালায় বিমানবন্দরে অবতরণ করলে বিক্ষুব্ধ জনতা সেখানে হামলা চালায়। শত শত মানুষ ইহুদি বিরোধী স্লোগান লেখা ব্যানার নিয়ে ভবনে ঢুকে পড়ে এবং ইসরাইলি যাত্রীদের খুঁজতে টারমাকের দিকে ছুটে যায়।জনতা পুলিশকে লক্ষ্য করে পাথর ছুঁড়তে থাকে। জনতাকে ছত্রভঙ্গ করতে কর্তৃপক্ষের কয়েক ঘন্টা সময় লেগেছিল।
পুলিশ ও বেসামরিক মানুষসহ কমপক্ষে ২০ জন আহত হয়েছে। ৮০ জনের বেশি মানুষকে আটক করা হয়েছে। রাশিয়ার তদন্ত কমিটি গণ বিক্ষোভ আয়োজনের অভিযোগের বিরুদ্ধে তদন্ত শুরু করেছে।
বেন জাভি বলেন, বিমানে ৩০ জনের বেশি ইসরাইলি নাগরিক ছিলেন তবে কেউ আহত হননি। প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিন ইউক্রেনের পশ্চিমী স্পেশাল এজেন্টদের এই অস্থিরতার জন্য দায়ী করেছেন। কোনো প্রমাণ ছাড়াই তিনি বলেছেন, তারা রাশিয়াকে দুর্বল করার জন্য দাগেস্তানে তাণ্ডব চালিয়েছে।
যুক্তরাষ্ট্রের জাতীয় নিরাপত্তা পরিষদের মুখপাত্র জন কার্বি পুতিনের অভিযোগকে ধ্রুপদী রুশ বয়ান বলে অভিহিত করেছেন। তিনি আরও বলেন,এই ঘটনার সাথে পশ্চিমের কোনো সম্পর্ক নেই। কার্বি সহিংসতার নিন্দার জন্য আরও বেশি কিছু না করার কারণে পুতিনের সমালোচনা করেছেন। তিনি এটিকে ঘৃণার একটি ভয়াবহ প্রদর্শন বলে অভিহিত করেছেন। ইসরাইলের প্রধানমন্ত্রী বেনিয়ামিন নেতানিয়াহুর কার্যালয় বলেছে, ইসরাইল রুশ আইন প্রয়োগকারী কর্তৃপক্ষের কাছে প্রত্যাশা করে যে, ইসরাইলি নাগরিক এবং ইহুদিরা যেখানেই থাকুক না কেন দেশটি তাদের সবার নিরাপত্তা রক্ষা করবে এবং তারা দাঙ্গাবাজদের বিরুদ্ধে এবং ইহুদি ও ইসরাইলিদের বিরুদ্ধে সংঘটিত বন্য উস্কানির বিরুদ্ধে দৃঢ়ভাবে কাজ করবে।

নেশা মুক্তি কেন্দ্রে এক কিশোরকে পিটিয়ে খুন করার অভিযোগে তুলকালাম তুফানগঞ্জ

কোচবিহার ঃ নেশা মুক্তি কেন্দ্রে চিকিৎসার নামে এক কিশোরকে পিটিয়ে খুন করার অভিযোগে নেশা মুক্তি কেন্দ্রে ভাঙচুর চালানো উত্তেজিত জনতা। পরিস্থিতি সমান দিতে মোতায়েন করা হয় বিশাল বাহিনী। ঘটনাটি ঘটেছে তুফানগঞ্জ শহর লাগোয়া অন্দরানফুলবাড়ী১ নম্বর গ্রাম পঞ্চায়েতের এলাকায়। গুরুতর অসুস্থ কিশোরকে উদ্ধার করে তুফানগঞ্জ মহকুমা হাসপাতালে নিয়ে আসা হলে চিকিৎসকরা তাকে মৃত বলে ঘোষণা করে। জানা গেছে মৃতের নাম সাইফুল আলী (১৭), বাড়ি তুফানগঞ্জ১ নম্বর ব্লকের নাককাটি গাছ গ্রাম পঞ্চায়েতের কামাত ফুলবাড়ী এলাকায়। ওই কিশোর মদ, গাঁজার নেশায় আসক্ত হয়ে পড়ে। এক সপ্তাহ আগে পরিবারের লোকজন স্থানীয় একটি নেশা মুক্তি কেন্দ্রে তাকে রেখে আসে। আজ সকালে সেই কেন্দ্র থেকে ওই কিশোরের পরিবারের ফোন করে জানানো হয় ওই কিশোরের অবস্থা আশঙ্কা জনক তাই হাসপাতালে নিয়ে আসা হয়েছে। পরে হাসপাতালে গিয়ে ছেলের মৃতদেহ দেখতে পেয়ে কান্নায় ভেঙে পড়ে পরিবার। পরিবারের অভিযোগ, ওই কিশোরের দেহে আগুনে পড়ানোর দাগ রয়েছে, লোহার রড দিয়ে তাকে মারধর করা হয়েছে। দেহে মারধরের চিহ্ন রয়েছে। মারের আঘাত সহ্য করতে না পেরে মৃত্যু হয়েছে ওই নাবালকের। ঘটনার ঘিরে ওই নেশা মুক্তি কেন্দ্রে ভাঙচুর চালায় উত্তেজিত জনতা। পরিস্থিতি মোকাবিলায় নামানো হয় তুফানগঞ্জ থানার বিশাল পুলিশ বাহিনী। এরপরে খবর পেয়ে তুফানগঞ্জ থানায় তদন্তে আসে অতিরিক্ত পুলিশ সুপার কুন্তল ব্যানার্জি।

ইসলামপুরের ব্লক পাড়া যুবক খুনের ঘটনায় গ্রেফতার এক ভাড়াটে খুনি

উত্তর দিনাজপুর ঃ ইসলামপুরের ব্লক পাড়া যুবক খুনের ঘটনায় গ্রেফতার এক ভাড়াটে খুনি। এই ঘটনায় গ্রেফতারের সংখ্যা গিয়ে দাঁড়াল তিন। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে প্রায় কয়েক লক্ষাধিক টাকার বিনিময়ে ভাড়াটে খুনি দিয়ে এই কাজ করেছে নিহত অভিজিৎ তরফদার স্ত্রী ও তার প্রেমিক। বৃহস্পতিবার এই ঘটনায় এক ভাড়াটে খুনিকে গ্রেফতার করে পুলিশ। অভিযুক্তের নাম সাকির হোসেন। বাড়ি চোপড়ার দাসপাড়া এলাকায়। এই ঘটনায় আরও দুস্কৃতী জড়িত থাকতে পারে বলে সূত্রে জানা গিয়েছে। অভিযুক্তকে ১৪ দিনের পুলিশি হেফাজত চেয়ে শুক্রবার ইসলামপুর মহকুমা আদালতে তোলে পুলিশ। ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ।

রাজ্য সরকার এবং কেন্দ্রীয় সরকারের যৌথ উদ্যোগে জল জীবন মিশন প্রকল্পের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন

মালদা ঃ রাজ্য সরকার এবং কেন্দ্রীয় সরকারের যৌথ উদ্যোগে জল জীবন মিশন প্রকল্পের আওতায় ৭ কোটি ২৫ লক্ষ টাকা ব্যয়ে, একটি পানীয় জলাধারের কাজের শিলান্যাস। এই জলার একটি চালু হলে এই এলাকার প্রায় ৬০০০টি গ্রামে প্রত্যেকটি বাড়িতে বিনামূল্যে জলের সংযোগ দেওয়া হবে। আজকের এই কাজের উদ্বোধন করেন মঙ্গলবাড়ী অঞ্চলের প্রধান বাপ্পা দাস সহ এক্সিকিউটিভ ইঞ্জিনিয়ার পিএইচই সুজিত দাস।

যুব তৃণমূলের জেলা সভাপতিকে গ্রেফতারের দাবিতে মিছিল করেছে বিজেপি

জলপাইগুড়ি ঃ ফেরার যুব তৃণমূল জেলা সভাপতিকে অবিলম্বে গ্রেফতার করতে হবে এই দাবি তুলে বৃহস্পতিবার রাতে জলপাইগুড়ি শহরে মিছিল করলো বিজেপি।জলপাইগুড়ি শহরের সমাজসেবী দম্পতির আত্মহত্যায় প্ররোচনা দেওয়ার অভিযোগে অন্যতম অভিযুক্ত জলপাইগুড়ি পৌরসভার ভাইস চেয়ারম্যান তথা যুব তৃণমূল জেলা সভাপতি সৈকত চ্যাটার্জী। তার বিরুদ্ধে গত এপ্রিল মাসে মামলা রুজু হয়। এরপর পুলিশের বিরুদ্ধে নিষ্ক্রিয়তার অভিযোগ তুলে দবিষয়টি হাইকোর্টে দারস্থ হয় পরিবার। সার্কিট বেঞ্চে আগাম জামিনের আবেদন করেন সৈকত বাবু কিন্তু তা নাকচ হয়। এরপর বিষয়টি নিয়ে সুপ্রিম কোর্টের দারস্থ হন সৈকত চ্যাটার্জী। কিন্তু সেখানেও তার আবেদন খারিজ হয়। নির্দেশে বলা হয় তাকে আগামী ২৬ অক্টোবরের মধ্যে জলপাইগুড়ি জেলা আদালতে আত্মসমর্পণ করতে।এরপর তার বিষয়টি নিয়ে ফের সরব হলো বিজেপি।

শিলিগুড়ি মেট্রোপলিটন পুলিশের অভিযান, মাদকসহ গ্রেফতার ২

শিলিগুড়িঃ মেট্রোপলিটন পুলিশের স্পেশাল অপারেশন গ্রুপ এবং বাগডোগরা থানার পুলিশ যৌথ অভিযান চালিয়ে রাঙাপানি রেলগেট সংলগ্ন এলাকা থেকে প্রচুর পরিমাণে নেশার ইনজেকশনসহ দুজনকে গ্রেফতার করে। শিলিগুড়ি মেট্রোপলিটান পুলিশের স্পেশাল অপারেশন গ্রুপের কাছে বৃহস্পতিবার রাতে খবর আসে, রাঙ্গাপানি রেল গেট এলাকায় ২ যুবক প্রচুর নেশার ইনজেকশন সহ অপেক্ষা করছে। এই খবর পাওয়া মাত্রই বাগডোগরা থানার পুলিশকে সাথে নিয়ে রাঙ্গাপানি রেল গেট এলাকায় অভিযান চালায় স্পেশাল অপারেশন গ্রুপ। অভিযানে মিলে সাফল্য। সৌরভ দাস এবং বিশ্বজিৎ সরকার নামে দুজনকে গ্রেফতার করে প্রায় এক হাজার নেশার ইঞ্জেকশন উদ্ধার করল স্পেশাল অপারেশন গ্রুপ এবং বাগডোগরা থানার পুলিশ। ধৃতদের মধ্যে একজনের বাড়ি শিলিগুড়ি, অপরজন নকশালবাড়ির বাসিন্দা বলে জানা গিয়েছে। গ্রেপ্তার হওয়া সৌরভ দাস এবং বিশ্বজিৎ সরকারের হেফাজত থেকে ম্যাজিস্ট্রেট পর্যায়ের পুলিশ অফিসারের উপস্থিতিতে ওই মাদক উদ্ধার করে স্পেশাল অপারেশন গ্রুপ এবং বাগডোগরা থানার পুলিশ।

স্বচ্ছ নিয়োগের দাবিতে স্মারকলিপি

সিউড়ি (নিজস্ব প্রতিনিধি)ঃ স্বচ্ছ নিযগে সহ একাধিক দাবিতে সিউড়ি বিদ্যাসাগর ভবনে বৃহস্পতিবার দুপুরে স্মারকলিপি দিলো ২০২২ টেট পাস ঐক্যমঞ্চ বীরভূম জেলা । সিউড়ি বাসস্ট্যান্ডে কিছুক্ষণ পথ অবরোধ করে বিক্ষোভ দেখায় । বিশ্বজিৎ চৌধুরী বলেন, সবচেয়ে স্বচ্ছভাবে পরীক্ষা হয়েছে ২০২২ সালে টেট । প্রত্যেকের নিযগে চাই । গত ছয় জুন সিউড়ি বিদ্যাসাগর ভবনে স্মারকলিপি দিয়েছিলাম ।

কয়লাবোঝাই দুটি ডাম্পার উদ্ধার গ্রেপ্তার এক

সিউড়ি (নিজস্ব প্রতিনিধি)ঃ গোপনসূত্রে খবর পেয়ে বৃহস্পতিবার চিনপাই ব্রীজে চোদ্দো নং জাতীয় সড়কে দুটি কয়লাবোঝাই ডাম্পার উদ্ধার করলো সদাইপুর থানার পুলিশ । ডাম্পার থেকে চুয়ান্ন টন কয়লা উদ্ধার হয়েছে বলে পুলিশসূত্রে জানা গিয়েছে । একজন কয়লা পাচারকারীকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ । ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ ।

আদিবাসী নাবালিকাকে তুলে যাওয়ায় লজ্জায় আত্মহত্যার চেষ্টা

সিউড়ি (নিজস্ব প্রতিনিধি)ঃ আদিবাসী নাবালিকাকে বাড়ির জানালা ভেঙে মধ্যরাতে তুলে নিয়ে গেল গ্রামপঞ্চায়েত তৃণমূল সদস্যের ছেলে । লজ্জায় বিষ খেয়ে আত্মঘাতী হওয়ার চেষ্টা আদিবাসী নাবালিকার । বোলপুর মহকুমা হাসপাতালে চিকিৎসাধীন ওই নাবালিকা । রাতে নিজের বাড়িতে ঘুমাচ্ছিল আদিবাসী নাবালিকা । রাতের অন্ধকারে জানলা ভেঙে মেয়েকে তুলে নিয়ে গেল স্থানীয় তৃণমূলের গ্রাম পঞ্চায়েতের মেম্বারের ছেলে । ঘটনাটি ঘটেছে বীরভূম জেলার পাড়ুই থানা এলাকার দামোদর ষপুর গ্রামে । ওই আদিবাসী নাবালিকার বয়স সাতেরো বছর । এবছর সে উচ্চ মাধ্যমিক দেবে । গত পরশুদিন রাত্রিবেলায় বাড়িতেই দুই বোনের সাথে ঘুমাচ্ছিল এই নাবালিকা ছাত্রী । সেইসময় স্থানীয় গ্রাম পঞ্চায়েত মেম্বার নবকুমার নাথের ছেলে ছোট্টু নাথ তাকে বাড়ির জানালা ভেঙে মধ্যরাতে তুলে নিয়ে যায় বলে অভিযোগ । ঘটনা দেখতে পাই নাবালিকা ছাত্রীর দুই বোন । এরপরেই বিষয়টি জানাজানি হতে পড়ে যায় শোরগোল । শেষমেষ ওই ছেলেটির কাছ থেকে বাড়িতে ফিরিয়ে আনা হয় নাবালিকা মেয়েটিকে । আর এই বাড়িতে ফিরিয়ে আনার পরই বিষ খেয়ে আত্মঘাতী হওয়ার প্রচেষ্টা করে ওই আদিবাসী নাবালিকা । আশঙ্কাজনক অবস্থায় বোলপুর মহকুমা হাসপাতালে চিকিৎসাধীন । নাবালিকার বাবা মার দাবি, ওই ছেলের সাথে আগে মেয়ের সম্পর্ক ছিল । পরে মেয়ে সেটাকে অস্বীকার করে বেরোনোর চেষ্টা করায় তাকে বিভিন্নভাবে হ্যাকেল করার চেষ্টা করত ওই ছেলেটি । এমনকি ওই ছেলের চাপে টিউশন থেকে স্কুল সবটাই কার্যত বন্ধ হতে বসেছিল মেয়েটির । এরপরেই এই ঘটনাটি ঘটায় অভিযুক্ত ছেলেটি । যদিও গোটা ঘটনায় নাবালিকা আদিবাসী পরিবারের তরফ থেকে এখনো পর্যন্ত পাড়ুই থানায় কোন লিখিত অভিযোগ দায়ের করা হয় নি ।নাবালিকা আদিবাসী পরিবারের বাবা মায়ের দাবি, তাদের আর্থিক অবস্থা খারাপ তারা কোনোরকম আইনি সমস্যায় জড়াতে চাইছেন না । তারা শুধু চাইছেন তাদের মেয়ে সুস্থ হয়ে বাড়ি ফিরে আসুক । নাবালিকা আদিবাসী শারীরিক অবস্থা আশঙ্কাজনক । ওই এলাকার মানুষ অভিযুক্ত যুবকের শাস্তি চাইছে ।

ভারত নেপাল সীমান্তে এক চীনা ও দুই নেপালি নাগরিক গ্রেপ্তার

শিলিগুড়ি ঃ ভারত নেপাল সীমান্তের খরিবাড়ি ব্লকের পানিটাঙ্কিতে বৃহস্পতিবার রাতে এক চীনা নাগরিকসহ দুই নেপালি নাগরিককে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। খড়িবাড়ি পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, গ্রেফতারকৃত চীনা নাগরিকের নাম লি জিয়াওকাং (৫৪)চীনের জিয়াংসি প্রদেশের বাসিন্দা।সঞ্জীব সুয়াল(৩৪) চিত্রা গুপ্ত অধিকারী(৩০) নেপালের বাসিন্দা বলে জানা গেছে । পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, বৃহস্পতিবার নেপাল নম্বর সহ একটি গাড়িতে এক চীনা নাগরিক ও দুই নেপালি নাগরিক ভারতে প্রবেশ করেন। তবে এসএসবি জিজ্ঞাসাবাদের সময় চীনা নাগরিক একটি চীনা পাসপোর্ট দেখিয়েছিল। সূত্রের খবর, পাসপোর্ট নিয়ে সন্দেহ থাকায় এক চীনা নাগরিকসহ তিনজনকে খড়িবাড়ি পুলিশের কাছে হস্তান্তর করেছে এসএসবির ৪১ ব্যাটালিয়ন। জানা গেছে, আটক চীনা নাগরিকের পাসপোর্টে নেপালি ভিসা রয়েছে। অনেক চীনা পরিচয়পত্রও পাওয়া গেছে। দুই নেপালি নাগরিকের মধ্যে একজন দোভাষী এবং অন্যজন চালক। চীনা নাগরিক পেশায় একজন ইলেক্ট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ার। তাদের তিনজনের ভারতে আসার কারণ জানা যায়নি। শুক্রবার ধৃত তিনজনকে শিলিগুড়ি আদালতে পাঠানো হয়েছে ।

পুজার প্রাক্কালে দুস্থ মানুষের হাতে পুজোর উপহার হিসেবে বস্ত্র প্রদান

শিলিগুড়ি ঃ পুজার প্রাক্কালে দুস্থ মানুষের হাতে পুজোর উপহার হিসেবে বস্ত্র প্রদান।দুর্গা পুজো ঘিরে ইতিমধ্যই সাজোসাজো রব রাজ্যে জুড়ে।আর হাতে গোনা কয়েকদিন মাত্র।তার পরেই আনন্দে মাতবে বাংলা।সেই আনন্দে সকলের সঙ্গে সমান ভাগিদার করতে দুস্থ মানুষদের পুজোর উপহার হিসেবে নতুন বস্ত্র তুলে দিলেন ১১ নম্বর ওয়ার্ড কমিটি।শুক্রবার ওয়ার্ড কাউন্সিলর মঞ্জুশ্রী পাল সকলের হাতে এই উপহার তুলে দেন।তিনি জানান,প্রায় ১৫০ জন দুস্থকে এই উপহার দেওয়া হয়।পরবর্তীতে আরোও বেশ কিছু দুস্থ মানুষকে এই বস্ত্র প্রদান করা হবে।

জলপাইগুড়ি ফুটবল টুর্নামেন্টে চ্যাম্পিয়ন হল বাটাবাড়ি ফিনিক্স ক্লাব

জলপাইগুড়ি ঃ ময়নাগুড়ি ব্লকের ধর্মপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের গৌড়গ্রাম বারোঘড়িয়া উজ্জ্বল সংঘ ও পাঠাগারের পরিচালনায় গত ১৭ই সেপ্টেম্বর আটদলীয় ফুটবল টুর্নামেন্ট শুরু হয়েছিল। বৃহস্পতিবার এই খেলার ফাইনাল ম্যাচ অনুষ্ঠিত হয়। ফাইনালে মুখোমুখি হয় হলদিবাড়ি ডিসিসি এবং বাতাবাড়ি ফিনিক্স ক্লাব। খেলায় ২-১ গোলে চ্যাম্পিয়ন হয় বাতাবাড়ি ফিনিক্স ক্লাব। ফাইনাল খেলায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন সমাজসেবী রামমোহন রায়। এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন বার্নিশ গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান কল্যাণী তরফদার, সমাজসেবী মনোজ দেবনাথ। ক্লাবের সদস্যরা জানান, সমাজসেবী রামমোহন রায়কে এদিন বিশেষভাবে সংবর্ধনা জানানো হয়েছে।

পশ্চিমবঙ্গ স্কুল কলেজ কিক বক্সিং প্রতিযোগিতা আয়োজিত হল

শিলিগুড়ি ঃ স্কুল কলেজের ছাত্র ছাত্রদের নীজ আত্মরক্ষার সার্থে সরকারি ও বেসরকারি স্কুল ও কলেজের প্রায় ৭০০জন কে নিয়ে পশ্চিমবঙ্গ স্কুল ও কলেজ কিক বক্সিং অনুষ্ঠিত হতে চলেছে আগামী ১৪ ও ১৫ই অক্টোবর।আজ এক সাংবাদিক সম্মেলনে শিলিগুড়ি জার্নালিস্ট ক্লাবে পশ্চিমবঙ্গ স্পোর্টস কিক বোক্সিং এসোসিয়েশনের সভাপতি গোপাল লামা সম্পাদক বিশ্বনাথ রায় ও অন্যান্য মিলিত হয়ে এই প্রতিযোগিতার বিস্তারিত তত্ত্ব তুলে ধরেন। এসোসিয়েশনের সম্পাদক গোপাল লামা জানান এতো বড় মাপের প্রতিযোগিতা স্কুল ও কলেজ স্তরে এর আগে হয়নি।এই প্রতিযোগিতা করার মূল উদ্দেশ্য ছাত্র ছাত্রীদের নিজেরা নিজেদের যাতে আত্মরক্ষা করতে পারে

মহানন্দা নদী কে বাঁচাতে বিশেষ উদ্দ্যোগ নিলো গঙ্গা মহানন্দা চেতনা মঞ্চ

শিলিগুড়িঃ শহর শিলিগুড়ির প্রাণ কেন্দ্র দিয়ে বয়ে চলা মহানন্দা নদী কে বাঁচাতে বিশেষ উদ্দ্যোগ নিলো গঙ্গা মহানন্দা চেতনা মঞ্চ। গঙ্গা মহানন্দা চেতনা মঞ্চের তরফে জানানো হয় মহালয়ার পূর্ণ লগ্নে বেশ কিছু কর্মকাণ্ড গ্রহণ করতে চলেছে তারা।শহরে কয়েকজন বাসিন্দা নিয়ে গড়ে ওঠা শিলিগুড়ি গঙ্গা মহানন্দা চেতনা মঞ্চ আজ সাধারণ মানুষের ভালোবাসায় ১৫০ এর ওপর সদস্য যোগদান করেন তাদের এই মঞ্চে।আজ শিলিগুড়ি জার্নালিস্ট ক্লাবে এক সাংবাদিক সম্মেলন করে সংস্থার পক্ষ থেকে সম্পাদক অশোক গোয়েল,কল্যাণ সাহা সহ সংগঠনের অন্যান্য সদস্যরা উপস্থিত থেকে মহালয়ার রাতের অনুষ্ঠান সম্পর্কে বিস্তারিত জানান, অশোকবাবু জানান বর্তমানে মহানন্দা নদীর পরিবেশ অনেকটা পরিবর্তন করতে তারা সার্ধক হয়েছেন।আগামী এক বছর ধরে প্রতি মাসের শেষ রবিবার আরতির মধ্য দিয়ে মহানন্দা নদীকে বরন করা হয় এবং আগামীতেও হবে।

আলিপুরদুয়ার ঋণদান সমবায় সমিতির ম্যানেজার তৃপ্তিকণা চৌধুরীর বাড়িতে হানা দিল সিবিআই

আলিপুরদুয়ার ঃ আলিপুরদুয়ার ঋণদান সমবায় সমিতির ম্যানেজার তৃপ্তিকণা চৌধুরীর বাড়িতে হানা দিল সিবিআই। শুক্রবার সকালে তৃপ্তিকণার সূর্যনগরের বাড়িতে হানা দেন তদন্তকারীরা। প্রায় ৫০ কোটি টাকার আর্থিক তছরুপের মামলায় এদিন ম্যানেজারকে জিজ্ঞাসাবাদ করেন সিবিআইয়ের দুই আধিকারিক।গত ৭ অক্টোবর আর্থিক দুর্নীতির মামলায় আলিপুরদুয়ার শহর ও শহরতলির ১১টি জায়গায় অভিযান চালায় তদন্তকারী দল। সিবিআই সূত্রের খবর, সেই সময় যেসব নথিপত্র বাজেয়াপ্ত করা হয়, তাতে বেশ কিছু অসংগতি খুঁজে পায় তারা। সেই সূত্র ধরেই এদিন সমবায় ম্যানেজারকে জিজ্ঞাসাবাদ শুরু করেছেন তদন্তকারীরা। সমবায় মামলায় কিংপিনকে চিহ্নিত করতে তদন্তের কাজ গোছাচ্ছেন কেন্দ্রীয় গোয়েন্দারা। সমবায়ের ম্যানেজার তৃপ্তিকণার বাড়িতে একাধিকবার তদন্তে আসেন কেন্দ্রীয় গোয়েন্দারা। তাঁকে জিজ্ঞাসাবাদ করে আর্থিক তছরুপের মামলায় বড় মাথার হদিশ পেতে চাইছে সিবিআই।

ঘাট পরিদর্শনের কাজ শুরু করেন দেবাশীষ কুমার

কলকাতা ঃ কালীপুজো ও ছট পুজোর প্রাক্কালে শহর কলকাতা সংলগ্ন বিভিন্ন গঙ্গার ঘাট গুলি কি অবস্থায় রয়েছে, রক্ষণাবেক্ষণের কতটা প্রয়োজন রয়েছে এবং অবিলম্বে দুই থেকে তিন দিনের মধ্যে যাতে এই রক্ষণাবেক্ষণের কাজ শেষ করা যায় এই বিষয়টি নিয়ে পর্যবেক্ষণ করা এবং প্রয়োজনীয় নির্দেশ দেওয়ার লক্ষেই আজ শুক্রবার দুপুর ১২ টা বেজে ১৫ মিনিট নাগাদ শহর কলকাতা সংলগ্ন বিভিন্ন ঘাটগুলি পরিদর্শন করেন কলকাতা পুরসভার মেয়র পরিষদ দেবাশীষ কুমার।এদিন তার সাথে এই ঘাট পরিদর্শনে ছিলেন কলকাতা পুরসভার একাধিক বিভাগের উচ্চপদস্থ এঞ্জিরা।শহর কলকাতার দই ঘাট থেকে এদিন ঘাট পরিদর্শনের কাজ শুরু করেন দেবাশীষ কুমার। মূলত দূষণমুক্ত ভাবে, দুর্ঘটনা এড়িয়ে নির্বিঘ্নে সুশৃংখল ভাবে যাতে, শহর কলকাতা প্রত্যেকটি গঙ্গার ঘাটে বিসর্জন প্রক্রিয়া সম্পন্ন করা যায় এবং প্রতি বছরের ন্যায় এ বছরেও দূষণমুক্তভাবে যাতে বিসর্জন প্রক্রিয়া সম্পন্ন করা যায়, সেই বিষয়টি নিশ্চিত করতেই এদিন পরিদর্শনে নামেন দেবাশীষ কুমার।

মহালয়ার আগে খোঁজ পড়ছে রেডিওর , নস্টালজিয়ায় ভাসছে বাঙালি

দক্ষিন ২৪ পরগণা ঃ আসলে বাজল তোমার আলোর বেনু কারোর কারোর কাছে আজও ফিরিয়ে দেয় সেই ফেলে আসার দিনের স্মৃতি, আর সেটাই রেডিওর হাত ধরে।

রাত পোহালেই মহালয়া। আশ্বিনের শারদ প্রাতে। আর প্রতি বছরের মতো এবছরও বাড়ির মাঝবয়সী মানুষটিও ধুলো ঝাড়ছেন পুরানো রেডিওর। একবার পরখ করে দেখে নেওয়া, আদৌ এতে মহালয়া শোনা যাবে তো? স্মার্টফোনের যুগেও হারিয়ে যেতে বসা রেডিওর নস্টালজিয়ায় ভাসছে আম বাঙালি।অনেকের বাড়িতে এখনও আছে সেই রেডিও। অনেকে আবার ভাঙাচোরা জিনিসপত্রের সঙ্গে কবেই বাড়ি থেকে বিদায় করে দিয়েছেন একসময়ের সাধের রেডিওকে। তবে মহালয়ার ঠিক আগের দিন খোঁজ পড়ে সেই রেডিওর। অনেকের বাড়ির রেডিওই বিকল হয়ে পড়ে রয়েছে অনেকদিন। আর সারানোর তাগিদ অনুভব করেননি কেউই। এভাবেই হয়তো একদিন হারিয়ে যাবে বঙ্গজীবনের হারিয়ে যেতে বসা এই অঙ্গ। সেই আলো না ফোটা ভোরবেলায় পাশের বাড়ি থেকে ভেসে আসত মহিষাসুরমর্দিনীর সুর। তার মানে পুজো এসে গেল। ঘুম চোখে এবার বাড়ির রেডিওটা অন করার পালা। বাংলার বিভিন্ন প্রান্তেই শনিবার দেখা যায় রেডিও, টিভির দোকানে ভিড় জমতে শুরু করেছে। অনেকেই চাইছেন তাড়াহুড়ো করে রেডিওটা সারাই করে নিতে। কেউ কেউ আবার কম পয়সায় রেডিও কিনতে চাইছেন। দক্ষিণ ২৪ পরগনা বিভিন্ন রেডিও ছাড়াই দোকানের সামনে ভিড় জমিয়েছেন সাধারণ মানুষেরা। এক রেডিও ছাড়াই দোকানের মালিক তিনি বলেন, আধুনিক যুগে দাড়িয়ে রেডিও চাহিদা কমলেও মহালয়ার সময় বাড়িতে পড়ে থাকা রেডিওতে মহালয়া শুনতে বেশি ভালোবাসে গ্রাম বাংলার মানুষেরা। মহালয়ের আগে রেডিও দোকানগুলিতে সাধারণ মানুষেরা জমায়। আধুনিক যুগে রেডিও চাহিদা কমলে ও গ্রাম বাংলাতে এখনো রেডিও চাহিদা রয়েছে। স্থানীয় এক এলাকাবাসী তিনি বলেন, যতই স্মার্ট ফোন আসুক কিন্তু রেডিওতে মহালয়া সোনা যেনো বাঙালি যেন নস্টালজিয়া। মহালয়ার সঙ্গে রেডিও যে অধঃপতভাবে জড়িয়ে রয়েছে তা বলাই বাহুল্য। মহালয়ের দিনে ভোরবেলাতে রেডিওতে মহিষাসুরমর্দিনী বাঙালির নস্টালজিয়াতে রয়েছে।

বারাসাত পুরসভাকে সিবিআইয়ের চিঠি

কলকাতা ঃ অয়ন শিল গ্রেফতারের পর হঠাৎই সামনে চলে আসে পুর নিযগে দুর্নীতি। এরপর কলকাতা হাইকোর্টের নির্দেশে পুর নিযগে দুর্নীতির তদন্তে উঠে আসে রাজ্যের বিভিন্ন পুরসভার নাম। এবার সেই তালিকায় চলে এলো বারাসাত পুরসভার নামও। ইতিমধ্যেই সিবিআইয়ের তরফ থেকে চিঠি চলে আসে বারাসাত পুরসভায়। যদিও বারাসাত পুরসভায় কোনো নিযগে দুর্নীতি হয়নি বলে দাবি করেন বারাসাত পুরসভার পুরপ্রধান অশনি মুখার্জি। তিনি বলেন, সিবিআইয়ের চিঠি এসে পৌঁছেছে। ২০১২ থেকে বর্তমান উপ পুরপ্রধানের নাম, ঠিকানা, ফোন নম্বর জানতে চেয়েছে সিবিআই। অশনি মুখার্জি এই বিষয়ে বলেন,

সৌন্দর্যায়ন ও পরিকাঠামোর উন্নয়ন হতে চলেছে পশু চিকিৎসালয়ে

কলকাতা ঃ প্রায় ১৫ লক্ষ টাকা ব্যয়ে সৌন্দর্যায়ন ও পরিকাঠামোর উন্নয়ন হতে চলেছে পশু চিকিৎসালয়ের। দীর্ঘদিন ধরে ভগ্নদশা পরিস্থিতি থাকায় একাধিকবার সংবাদ মাধ্যমের খবরের শিরোনামে উঠে এসেছিল ওই পশু চিকিৎসালয়। আজ সৌন্দর্যায়ন ও নতুন নির্মাণের ভিত্তিস্থাপন করলেন শান্তিপুরের বিধায়ক ব্রজ কিশোর গোস্বামী। উপস্থিত ছিলেন অন্যান্য চিকিৎসক সহ বিশিষ্টজনেরা। নদিয়ার শান্তিপুর শহরের রামনগর পাড়া সংলগ্ন পশু চিকিৎসালয়ের ঘটনা। এ প্রসঙ্গে শান্তিপুরের বিধায়ক ব্রজ কিশোর গোস্বামী বলেন, পানি সম্পদ বিকাশ উন্নয়ন দপ্তরের সহযোগিতায় ১৫ লক্ষ টাকা ব্যায়ে এই উন্নয়নের কাজ করা হচ্ছে, যা আগামী ১২০ দিনের মধ্যে শেষ হবে, তারপরে পশু চিকিৎসার ক্ষেত্রে সমস্ত সুবিধা পাবে সাধারণ মানুষ। এছাড়াও থাকবে পর্যাপ্ত চিকিৎসক থেকে শুরু করে উন্নতমানের চিকিৎসা ব্যবস্থা। দীর্ঘদিন ধরে এই পশু চিকিৎসালয়ে সঠিক চিকিৎসা না পাওয়ায় মানুষ একাধিক অভিযোগ তুলেছিলেন, এই পরিকাঠামো ঠিকঠাক হয়ে যাওয়ার পরে আর পশু চিকিৎসার জন্য হয়রানি হতে হবে না সাধারণ মানুষকে।

সাত সকালে আলিপুরদুয়ার হাতির হানায় মৃত্যু হল এক ব্যাক্তির

আলিপুরদুয়ার ঃ সাত সকালে হাতির হানায় মৃত্যু হল এক ব্যাক্তির । এই ঘটনায় ব্যাপক চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে মাদারিহাটের উত্তর খয়েরবাড়ি এলাকায় । এদিন সকালে এলাকার বাসিন্দা কানছা রাই ঘর থেকে বের হয় কাজ করতে যাওয়ার উদ্দেশ্যে ঐ সময় গ্রামে তিনটি হাতি দাপিয়ে বেড়াচ্ছিল। বুনো হাতি কানছা রাই এর উপর আক্রমণ চালায় তাকে শুড় দিয়ে পেঁচিয়ে আছাড় মাড়ে । পরবর্তীতে স্থানীয়রা তাকে উদ্ধার করে মাদারিহাট হাসপাতালে নিয়ে আসে সেখানে তার মৃত্যু হয় । মাদারিহাট পুলিশ মৃতদেহ উদ্ধার করেছে ।

সম্প্রতি আলিপুরদুয়ার জেলার বিভিন্ন এলাকায় দাপিয়ে বেড়াচ্ছে বুনো হাতির দল ।

শিলিগুড়িতে এক লটারি ব্যবসায়ীর বাড়িঅফিসে আয়কর হানা

শিলিগুড়ি ঃশিলিগুড়িতে এক লটারি কোম্পানির মালিকের বাড়িতে ও অফিসে হানা দিল আয়কর দপ্তরের আধিকারিকেরা।বৃহস্পতিবার সকালে ওই ব্যক্তির ডাবগ্রামের বাড়িতে ও এসএফ রোডের অফিসে হানা দেয় আয়কর। এদিন সকাল ৭টা থেকে এই অভিযান চলছে। ডাবগ্রাম এলাকায় ওই ব্যবসায়ীর তিনটি বাড়ি রয়েছে। শিলিগুড়ি পার্ক সংলগ্ন বাড়িতে অভিযান চালানো হয়। মাটিগাড়ার আয়কর দপ্তর থেকে চারজন করে আধিকারিকরা দুই জায়গায় হানা দেয়। আয়কর আধিকারিকদের সঙ্গে রয়েছে সিআরপিএফ কর্মীরা। অন্যদিকে, আয়কর হানার খবর পেয়েই লটারি ব্যবসায়ীর বাড়িতে চলে আসেন তাঁর নিজস্ব আইনজীবী।

আজকের দিনটি

মেষ ঃ পারিবারিক চিন্তা। আয় কম, খর্চা বেশী। স্বাস্থ্য বাধা।

বৃষ ঃ প্রেমি-প্রেমিকার মধ্যে মনোমালিন্য। আর্থিক দুরাবস্থা, স্বাস্থ্যর অবনতি।

মিথুন ঃ ভোগ বিলাসে সময় কাটবে। ধনের অপব্যায়, পারিবারিক কার্যে বাধা।

কর্ক ঃ মান-সম্মান ও প্রতিষ্ঠায় বৃদ্ধি। অনিষ্ঠ গ্রহের শান্তি করান অন্যথা দুর্ঘটনার সম্ভাবনা।

সিংহ ঃ মুখরোচক আহারের সম্ভাবনা। বিদের ভ্রমণ বা অন্যান্য স্থানে ভ্রমণের যোগ। পরিবারে কিঞ্চিত অশান্তি।

কন্যা ঃ স্বামী স্ত্রীর মধ্যে মধুর সম্পর্ক। ব্যবসায় লাভ।

বৃশ্চিক ঃ লম্বিত কার্য সম্পন্ন হইবে। সন্তান যোগের সম্ভাবনা। স্বামী স্ত্রীর মধ্যে সুসম্পর্ক ।

তুলা ঃ সন্তানের শারিরিক অবনতি। মা-বাবার সন্তান সুখ লাভ। গৃহ-ভূমি কেনার সম্ভাবনা।

ধনু ঃ নতুন কার্য ও নতুন ব্যাবসার উদ্বোধন। রাজনীতিজ্ঞদের উচ্চ পদ লাভ।

মকর ঃ পরিশ্রমদ্বারাই জীবনযাপন সুষ্ঠ ভাবে সম্ভব। স্বামী স্ত্রীর মধ্যে সুসম্পর্ক। ভ্রমণে সম্ভাবনা ।

কুম্ভ ঃ স্বামী স্ত্রীর মধ্যে মধুর সম্পর্ক। ব্যবসায় লাভ।

মীন ঃ ব্যবসায় লোকসান, হওয়া কাজে বাধা, মহিলারা নিজের সাস্থ্যের দিকে লক্ষ রাখুন।

তান্ত্রিক অশোক স্বামী

G20 भारत 2023 INDIA
अपने बच्चे को बीमारियों से बचायेंगे
सब काम छोड़ पहले टीके लगवायेंगे
हेमन्त सोरेन
मुख्यमंत्री, झारखण्ड
सघन मिशन इन्द्रधनुष 5.0

FREE ENTRY
PRESIDED BY
SHRI HEMANT SOREN
Hon'ble Chief Minister, Jharkhand
Date: 03 November, 2023 | Time : 12 PM
Child Arts exhibition
EXHIBITION | LIVE CREATION | SALE
EARNING FOR LEARNING
Date: 03 - 05 November, 2023 | Time : 12 PM - 8 PM
Venue : Audrey House, Ranchi
laxmi kumari
reshma
sobhima soren
sapna mardi
karmi besra
duli hansda
shila tudu
sabita soren
nutan priya
ritika kumari
allen kujur
Department of School Education and Literacy, Government of Jharkhand

সম্পাদকীয়

অন্তত আরব নেতাদের সরব হতে হবে

বলা বাহুল্য, ইতিপূর্বে অবরুদ্ধ ফিলিস্তিনে ইসরায়েল যে বড় চারটি হামলা চালিয়েছে, সে সময় আরব দেশগুলো যে রকম দুর্বল প্রতিক্রিয়া দেখিয়েছিল কিংবা অনেক ক্ষেত্রে নির্লিপ্ত ছিল, এবারও তাদের মধ্যে সে ধরনের প্রবণতা দেখা যাচ্ছে। তবে ইসরায়েল এবার আগের হামলাগুলোর চেয়ে অনেক বেশি ধ্বংসাত্মক তৎপরতা নিয়ে হামলা চালাচ্ছে। ইসরায়েলের এই নগ্ন গণহত্যা যদি এখনই বন্ধ না হয়, তাহলে তা আরব বিশ্বে ভয়ংকর প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হতে পারে। সাধারণত আরব দেশগুলোর সাধারণ মানুষ যখন অবরুদ্ধ ২৩ লাখ ফিলিস্তিনির ওপর ইসরায়েলি হামলার জের ধরে ক্ষুব্ধ হয়ে ওঠে, তখনই আরব নেতারা নড়েচড়ে বসেন। যদিও ফিলিস্তিনই আরবদের প্রধান ইস্যু ছিল এবং আছে, তথাপি আরব নেতারা এই বিষয় নিয়ে মাঝেমধ্যে কিছু গরম বক্তব্য দেওয়া বা বকবক করাকেই যথেষ্ট বলে মনে করে থাকেন। গত ১১ অক্টোবর কায়রোয় অনুষ্ঠিত আরব লিগের বৈঠকে আরব দেশগুলোর পররাষ্ট্রমন্ত্রীরা 'উভয় পক্ষের' হামলা ও বেসামরিক মানুষ হতাহত করার বিষয়ে নিন্দা জানিয়েছেন। এর মধ্য দিয়ে তাঁরা দখলদারির শিকার এবং দখলদার-উভয়কেই এক কাতারে নিয়ে এসেছেন। ফিলিস্তিনি প্রতিরোধ গোষ্ঠীকে একটি সর্বাধুনিক সমরসজ্জায় সমৃদ্ধ নৃশংস রাষ্ট্রীয় বাহিনীকে এক পাল্লায় মেপেছেন। ভয়াবহ গণহত্যা শুরু করার মধ্য দিয়ে ১৯৪৮ সালের নাকবার (ফিলিস্তিনিদের মহাদুর্যোগ) পুনরাবৃত্তি করে ইসরায়েল যখন গাজাবাসীকে তাড়া করা শুরু করেছে, তখনো তাঁরা শান্তির প্রয়োজনীয়তা নিয়ে মিনমিন করে বক্তব্য দিচ্ছিলেন। তবে গত ১৭ অক্টোবর গাজার আল আহলি হাসপাতালে বোমা মেরে প্রায় ৪৭০ জন সাধারণ ফিলিস্তিনিকে হত্যা করার পর আরব ও আন্তর্জাতিক বিশ্বের মানুষ যে মাত্রায় ক্ষুব্ধ হয়েছেন, তা আরব দেশগুলোকে ইসরায়েলের বিরুদ্ধে কিছুটা শক্ত অবস্থান নিতে বাধ্য করেছে। এর কয়েক দিন পরই আরব দেশগুলোর পররাষ্ট্রমন্ত্রীরা জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদের অধিবেশনে হামাসের ৭ অক্টোবরের হামলার নিন্দা জানাতে এবং ইসরায়েলি হামলা বন্ধে প্রস্তাব পাস করতে জাতিসংঘের সদস্যদেশগুলোকে অনুরোধ করতে শুরু করেন। এই প্রস্তাবের পক্ষে বেশির ভাগ দেশের অকুণ্ঠ সমর্থন আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের মধ্যে ইসরায়েলের বিচ্ছিন্নতাকে প্রকাশ করে দিয়েছে। কিন্তু ইসরায়েল সে প্রস্তাবকে সামান্যতম পাত্তা দেয়নি। তারা 'বিশ্বের যা বলার আছে তা বলবে আর ইসরায়েলের যা করার আছে তা করবে' নীতি অনুসরণ করছে। তারা কোনো আইনকানুনের তোয়াক্কা না করে গাজায় স্থল অভিযান চালাতে থাকে এবং ৩৬ ঘণ্টা বিদ্যুৎসংযোগ বন্ধ রেখে সেখানে নির্বিচার হত্যাযজ্ঞ চালাতে শুরু করে। ইসরায়েল বিশ্বাস করে, আরব দেশগুলোর নেতারা নিজের স্বার্থ নিয়ে নিজেদের মধ্যে এতটাই দ্বন্দ্বে জড়িয়ে আছেন যে ফিলিস্তিনিদের রক্ষায় ইসরায়েলের বিরুদ্ধে তাঁদের পক্ষে ঐক্যবদ্ধ হওয়ার কোনো সম্ভাবনা নেই। দুঃখের বিষয়, তাদের সেই ধারণা বা বিশ্বাস মিথ্যা নয়। ফিলিস্তিনের প্রতি আরবদের সমর্থন বছরের পর বছর ধরে ক্রমাগতভাবে হ্রাস পেয়েছে। ১৯৭৯ সালে মিসরের তৎকালীন আনোয়ার সাদাতের সরকারের সঙ্গে ইসরায়েলের শান্তিচুক্তি হওয়ার পরই সেই সমর্থন হ্রাসের শুরু হয়েছিল। এর তিন বছর পর ইসরায়েল লেবাননে দখলাভিযান চালায়। সে সময় কোনো আরব দেশ লেবাননের সহায়তায় এগিয়ে আসেনি। ওই সময় লেবানন পিএলওকে (প্যালেস্টাইন লিবারেশন অর্গানাইজেশন) তাদের ভূখণ্ড থেকে বহিষ্কার করে। এর সূত্র ধরেই লেবাননে হিজবুল্লাহ ও ফিলিস্তিনে হামাসের উত্থান ঘটে। আজকে হয়তো আরব নেতারা ফিলিস্তিনের বিষয়ে মুখ খুলতে চাচ্ছেন। কিন্তু বাস্তবতা হলো তাদের মধ্যে খুব কম দেশেরই ফিলিস্তিন নিয়ে কথা বলা এবং কথামতো কাজ করার ক্ষমতা আছে।

জানা অজানা

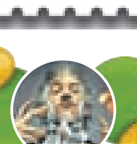

রাজনীতির অসম মাঠে জনতা যখন ক্ষমতার ঘুঁটি

গত ২৮ অক্টোবর ঢাকা কার্যত সমাবেশের নগরে পরিণত হয়েছিল। সরকার পতনের এক দফা দাবিতে বিএনপির মহাসমাবেশ, একই দাবিতে যুগপৎ আন্দোলন থাকা আরও ৩৫টি দল এবং জামায়াতে ইসলামীর সমাবেশ। এর পাল্টায় আওয়ামী লীগের 'শান্তি সমাবেশ'। নয়াপল্টনে বিএনপির কার্যালয়ের সামনে ও বায়তুল মোকাররমের দক্ষিণ গেটে মাত্র দেড় কিলোমিটার দূরত্বে প্রধান দুই দল আওয়ামী লীগ ও বিএনপির পাল্টাপাল্টি সমাবেশস্থল হলেও তার আবহ ছিল ঢাকাজুড়ে। বিএনপির মহাসমাবেশকে কেন্দ্র করে দলটির নেতাকর্মীদের সঙ্গে পুলিশের সংঘর্ষের পর রাজনৈতিক ঘটনাপ্রবাহ পুরোনো সহিংসতা, অনিশ্চয়তা ও পুলিশি দমনপীড়নের মধ্যে ঢুকে পড়বে, সেটা অবধারিতই ছিল। এখন আমজনতার মূল ভাবনা, রাস্তায় জীবনের নিরাপত্তা এবং অর্থনৈতিক সংকট ও উচ্চ মূল্যস্ফীতির বাজারে নতুন যে অনিশ্চয়তা তৈরি হলো, তা থেকে নিজেকে কীভাবে টিকিয়ে রাখবে সেটা। রাজনৈতিক ও বিদ্বৎসমাজে মূল আলোচনা অবশ্য রাজনৈতিক অনিশ্চয়তা ও সংঘাত নিয়ে।

দল, রাজনৈতিক চিন্তা কিংবা মতাদর্শিক অবস্থাভেদে একেকজনের মতের ভিন্নতা থাকাটাই স্বাভাবিক। কিন্তু ২৮ অক্টোবর ঢাকার রাজপথে যাঁরা প্রত্যক্ষদর্শী, তাঁদের কারও কাছে একটা বিষয়ে দ্বিমত থাকার কোনো সুযোগ নেই যে সেদিন দুই দলের ভাষ্য অনুযায়ী তাদের রাজপথ দখলের লড়াইটা ছিল কতটা অসম।

বিএনপি বেশ কয়েক দিন আগেই ঘোষণা দিয়েছিল ২৮ অক্টোবর ঢাকায় তারা মহাসমাবেশ করবে। পথের বাধার কথা চিন্তা করে অনেকেই ২৫ অক্টোবরের মধ্যেই ঢাকায় চলে আসেন। শেষ তিন দিনে ঢাকায় প্রবেশের ক্ষেত্রে তাঁরা তল্লাশি ও বাধার মুখে পড়েন। মুঠোফোন খুলে শনাক্ত করার চেষ্টা করা হয় কে বিএনপির কর্মী। অনেককে গ্রেপ্তার করা হয়। দেশের বিভিন্ন স্থানেও বেছে বেছে সংগঠকদের গ্রেপ্তার করা হয়। ২৭ অক্টোবর দেশের অনেক জায়গা থেকে ঢাকাগামী বাস চলাচল বন্ধ করে দেওয়া হয়।

জান্তার এক হাজার দিন পর যে অবস্থায় মিয়ানমার

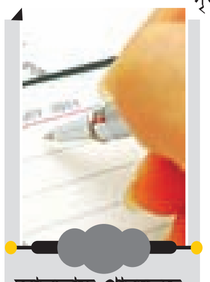

আলতাফ পারভেজ
প্রাবন্ধিক

মিয়ানমারে এখন শুধু বিভিন্ন গেরিলা গোষ্ঠী নয়, বার্মার তরুণেরাও জান্তাবিরোধী সশস্ত্র লড়াইয়ে নেমেছে। সেই লড়াই ছড়িয়ে পড়েছে চীন সীমান্তেও। অনেক অঞ্চলে জান্তার নিয়ন্ত্রণ আলগা হয়ে গেছে। এ অবস্থায় চীনও তার নীতি বদলেছে। পরিস্থিতি বলছে, সেখানে যুক্তরাষ্ট্রের 'বার্মা অ্যাক্ট' কাজ করছে। ফলে মিয়ানমারের গৃহযুদ্ধের ফল এ অঞ্চলের ভূরাজনীতি আমূল পাল্টে দিতে পারে। মিয়ানমারে সামরিক জান্তা সরকারের এক হাজার দিন পার হলো। তিন মাস পর তাদের তিন বছর পূর্ণ হবে। তবে এত দিন টিকে থাকলেও চলতি সময়টা তাদের জন্য তৃপ্তিদায়ক হচ্ছে না। তাদের ভূরাজনৈতিক অভিভাবক গণচীনের জন্যও নয়। বিশেষ করে গত সপ্তাহ থেকে দেখা যাচ্ছে, জান্তা সরকারের বিরুদ্ধে সশস্ত্র প্রতিরোধযুদ্ধ চীন সীমান্তেও ছড়িয়ে পড়েছে, যা চলতি গৃহযুদ্ধে প্রথমবার ঘটল এবং ঘটনা হিসেবে এটা বেশ বিস্ময়কর।

২০২১ সালের ১ ফেব্রুয়ারি মিয়ানমারে সামরিক বাহিনী জনগণের নির্বাচনী রায় বানচাল করে দেশের শাসনক্ষমতা নেয়। নিজেদের নাম রাখে তারা 'স্টেট অ্যাডমিনিস্ট্রেশন কাউন্সিল'। প্রায় তিন বছর ধরে গণতন্ত্রপন্থীরা এই কাউন্সিলের বিরুদ্ধে লড়ছে। ইতিমধ্যে এই সংগ্রামে প্রায় ১৪ হাজার রাজনৈতিক কর্মী গ্রেপ্তার হয়েছে।

প্রথম বছর এই প্রতিবাদ নির্বাচিত অং সান সু চির সরকারকে কাজ করতে দেওয়ার দাবিতে অহিংস চরিত্রের মিছিল সমাবেশে সীমিত ছিল। ২০২১ সালের শেষ দিক থেকে আন্দোলন পুরোদস্তুর সশস্ত্র রূপ নিয়েছে। মিয়ানমারে আগে থেকেই শান, কারেন, চিন, কাচিন, আরাকানসহ বিভিন্ন অঞ্চলে আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসনের দাবিতে বিভিন্ন জাতিসত্তার সশস্ত্র সংগ্রাম চলছে।

২০২২ সাল থেকে খোদ মূল জনগোষ্ঠী বামার তরুণেরাও অস্ত্র হাতে সেনাবাহিনীর বিরুদ্ধে নামলে এখন প্রায় সব অঞ্চলে গৃহযুদ্ধ চলছে। ২০২৩ সালের অক্টোবরে বাংলাদেশে যখন রাজনৈতিক উত্তেজনা চলছিল, তখন কাকতালীয়ভাবে মিয়ানমারের গৃহযুদ্ধে এক অভিনব ঘটনা ঘটে। দুই তিন দিনের লড়াইয়ে শান এলাকায় জান্তা অনেক সৈন্য ও অস্ত্র হারায়। গেরিলাদের সেই অভিযান এই লেখা (৩১ অক্টোবর) পর্যন্ত চলছিল।

অক্টোবরে বর্ষা শেষ হয়ে নভেম্বরে শীত শুরু হয় মিয়ানমারে। মনে হচ্ছে, এবার জান্তার তৃতীয় বর্ষপূর্তিতে তীব্র শীতের মধ্যেও সেখানে গোলাবারুদের বেশ উত্তাপ থাকবে। মিয়ানমারের সবচেয়ে বড় উত্তর পূর্বাঞ্চলীয় শান প্রদেশ, এটি চীনসংলগ্ন। রাজনৈতিক সামাজিক অর্থনৈতিক সব অর্থে এ অঞ্চলে চীনের খুব প্রভাব। এখানকার মানুষ মুঠোফোনে চীনের সিম কার্ড ব্যবহার করে। অর্থনৈতিক লেনদেনে ব্যবহৃত হয় চীনের মুদ্রা।

শান প্রদেশ উত্তর, পূর্ব ও দক্ষিণ তিন ভাগে বিভক্ত। এর মধ্যে উত্তর শানের কিছু এলাকা নিয়ন্ত্রণ করে মিয়ানমারের সবচেয়ে বড় গেরিলা দল ওয়া আর্মি। এরা মূলত চীন প্রভাবিত। গত দুই বছর মিয়ানমারজুড়ে সশস্ত্র প্রতিরোধযুদ্ধ চললেও শান প্রদেশ তুলনামূলক শান্ত ছিল। এর বড় কারণ ওয়ারা জান্তার বিরুদ্ধে যুদ্ধে যায়নি। জান্তার সৈন্যরাও ওয়া এলাকায় সচরাচর খবরদারি করতে যায় না। চীনের প্রভাবেই এই 'সমঝোতা' চলছে।

অন্যদিকে থাইল্যান্ড ও ভারতের তুলনায় নেপিডোতে বাংলাদেশের সহযোগিতামূলক উপস্থিতি ও সক্রিয়তা খুবই কম। যুক্তরাষ্ট্র তার মিয়ানমার নীতিতে বাংলাদেশকে যেভাবে পেতে আগ্রহী, তার ইদানীংকালের অন্যান্য প্রত্যাশার মধ্যে সেই চাওয়ার প্রতিফলন খুঁজে থাকেন ঢাকার অনেক রাজনৈতিক ভাষ্যকার। কিন্তু কমবেশি প্রায় ১০ লাখ রোহিঙ্গাকে নিয়ে বাংলাদেশ যে এখনো চীনের আশ্বাসের ওপর ভরসা হারায়নি, সেটাই এখনো দেখা যাচ্ছে।

তবে সম্প্রতি উত্তর শানের ওয়াবহির্ভূত এলাকায় নেপিডোর সরকারের সেনাচৌকিগুলোয় ব্যাপক হামলা শুরু হয়। এ হামলার পর গত ২৭ অক্টোবর বিবৃতি দিয়ে যুদ্ধরত উভয় পক্ষকে গোলাগুলি থামিয়ে সংলাপের মাধ্যমে বিরোধ নিষ্পত্তি করতে বলছে চীন।

চীনের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের এই বিবৃতি বেশ অভিনব। কারণ, জান্তার গত দুই বছরের পোড়ামাটি নীতিতে তারা চুপই ছিল। এখন সংঘাত তার সীমান্ত এলাকা ইউনান পর্যন্ত পৌঁছানোয় তাদের এত দিনকার নীরবতার অবসান হলো কিংবা তারা এ ঘটনায় নিজেদের নিরপেক্ষ হিসেবে দেখাতে চাইছে। গেরিলা দলগুলো চলতি অভিযানে ইউনান লাগোয়া মুচে, লুকেইং ইত্যাদি এলাকায় জান্তার অনেক সেনাকে হত্যা করেছে এবং টাটমাডএর প্রায় ৪০টি চৌকি দখল করেছে। এসব এলাকা চীনা পণ্য বেচাকেনার জন্য বিখ্যাত। এসব জায়গায় নিয়ন্ত্রণ পেলে গেরিলা দলগুলো অর্থনৈতিকভাবে সবল হয়ে উঠবে।

গত ২৭ অক্টোবর থেকে তিন চারটি গেরিলা দল সমন্বিতভাবে আক্রমণ শুরু করে। শান প্রদেশের ৫৫টি টাউনশিপের ১২টিতে একই সময়ে হামলা চালানো হয়। এতে ছিল তাঙ ন্যাশনাল লিবারেশন আর্মি (টিএনএলএ), মিয়ানমার ন্যাশনাল ডেমোক্রেটিক অ্যালায়েন্স আর্মি (এমএনডিএএ) এবং আরাকান আর্মি (এএ)। এই তিনটিই পৃথক জাতিসত্তার আঞ্চলিক গেরিলা দল। এরা নিজেদের 'ব্রাদারহুড অ্যালায়েন্স' বলে থাকে। দুই বছর ধরে গণতন্ত্রপন্থীদের গড়ে ওঠা বামারদের পিপলস ডিফেন্স ফোর্স (পিডিএফ) এই অভিযানে ছিল বলে দাবি করেছে। এ রকম সব দল তাদের এ অভিযানের নাম দিয়েছে 'অপারেশন ১০২৭'। ২৭ অক্টোবর অভিযান শুরু হচ্ছে বলে এমন নাম দেওয়া হয়েছে।

তিনটি সংগঠনের প্রথম দুটি চীন সীমান্তে সক্রিয়। এদের বিচরণ হচ্ছে তাঙ ও ককাং জাতি অধ্যুষিত এলাকাগুলোয়। তৃতীয় সংগঠন 'এএ' বাংলাদেশ সীমান্তসংলগ্ন আরাকানে রাখাইন সমাজে সক্রিয়। উত্তর দক্ষিণের দূরবর্তী গেরিলা দলগুলো যে সমন্বিতভাবে কাজ করছে, তার কারণ তাদের পেছনে রয়েছে সশস্ত্র কাচিনদের মদদ। কাচিন, চিন ও কারেনদের এলাকাগুলো আগে থেকেই জান্তার বিরুদ্ধে লড়াই করছে। ফলে শানে যুদ্ধ ছড়িয়ে পড়া একদিকে সশস্ত্র বাহিনী এবং অন্যদিকে চীনের জন্য খারাপ বার্তা বটে।

মাঠপর্যায়ের সূত্রগুলো বলছে, চীনের দিক থেকে এ অবস্থা মেনে নেওয়া ছাড়া কোনো বিকল্প নেই। কারণ, মিয়ানমারের সশস্ত্র বাহিনী 'টাটমাড' ধীরে ধীরে দেশের বিশাল সীমান্ত পাহারার সামর্থ্য হারিয়ে ফেলেছে। কেবল চীনের সঙ্গে মিয়ানমারের প্রায় ১ হাজার ৩০০ মাইলের সীমান্ত রয়েছে। এ সীমান্তের নিরাপত্তা নিয়ে চীন খুবই স্পর্শকাতর। সম্প্রতি এসব এলাকা আন্তদেশীয় অনেক অপরাধচক্রের নিরাপদ আশ্রয়স্থল হয়ে উঠেছে, যা টাটমাড দিয়ে দমন করা যাচ্ছে না। পরিবর্তিত অবস্থায় এই সীমান্ত এবং চেক পয়েঃটগুলোর বিষয়ে মিয়ানমারের গেরিলাদের সঙ্গে সমঝোতার নীতি নিয়েছে বেইজিং। অর্থাৎ রাজনৈতিকভাবে জান্তার সঙ্গে থেকেও অঞ্চলগতভাবে চীন কৌশল পাল্টাচ্ছে। চীনের এই পরিবর্তন নিশ্চিতভাবে পুরো মিয়ানমারে সরকারবিরোধী গেরিলাদের মধ্যে আত্মবিশ্বাসের একটা তরঙ্গ তৈরি করবে।

বহির্বিশ্বের জন্য মিয়ানমারের এই ঘটনাপ্রবাহে কিছু বার্তা আছে। আন্তর্জাতিক প্রচারমাধ্যমগুলো এত দিন খবর দিয়েছে, অস্ত্রপাতির অভাবে মিয়ানমারের প্রতিরোধযোদ্ধারা হতোদ্যম হয়ে পড়েছেন। বাস্তবতা হলো, মুক্তাঞ্চলগুলোয় স্থানীয়ভাবে অস্ত্র তৈরির লোকজ চরিত্রের অনেক কারখানা গড়ে উঠেছে। বর্তমানে প্রতিরোধযুদ্ধের এক চতুর্থাংশ অস্ত্র এভাবে স্থানীয়ভাবে তৈরি হয়।

আসামের সাংবাদিক রাজিব ভট্টাচার্য বামার এলাকাগুলো ঘুরে এসে এ বিষয়ে গত অক্টোবরে দ্য ডিপ্লোম্যাট সাময়িকীতে সচিত্র প্রতিবেদন লিখে মিয়ানমারের অভ্যন্তরের উদীয়মান বাস্তবতা সবাইকে জানিয়েছেন। এ ছাড়া '১০২৭' অভিযানে ড্রোনের ব্যবহার বিশেষভাবে লক্ষণীয়।

তবে কেউ কেউ এমন অনুমানও করছেন, মিয়ানমারের গৃহযুদ্ধে চিন, কাচিন ও কারেন সমাজ যে পশ্চিমা বিভিন্ন সংস্থার সহানুভূতি পায়, তারই একটা বিকশিত ছাপ পড়ছে অক্টোবরের ঘটনাগুলোয়।

কারেন, চিন ও কাচিন এলাকাগুলো মূলত খ্রিষ্টান অধ্যুষিত। এসব সমাজের সঙ্গে যুক্তরাষ্ট্র যুক্তরাজ্যের চার্চ সমাজের যোগাযোগ রয়েছে। টাটমাড এসব অঞ্চলে যত বোমা ফেলছে, ঐতিহাসিক ওই 'যোগাযোগ' তত নতুন স্তরে চলে যাচ্ছে। এ ছাড়া পশ্চিমের সুশীল সমাজের নানা সংগঠন মিয়ানমারের এসব অঞ্চলের দরিদ্র মানুষকে 'মানবিক সহায়তা' করতে চায় এবং করে। গৃহযুদ্ধ শুরুর পর পুরোনো সেসব সম্পর্ক নতুনভাবে পুনর্গঠিত হচ্ছে।

কারণ, 'বার্মা অ্যাক্ট'-এর মাধ্যমে যুক্তরাষ্ট্র মিয়ানমারে অন্তর্ভুক্তিমূলক গণতন্ত্রের সংগ্রামের প্রতি একধরনের অঙ্গীকারই প্রকাশ করেছে। এই অঙ্গীকার বাস্তবায়নে ২০২২ সালের ডিসেম্বরে প্রেসিডেন্ট বাইডেনের স্বাক্ষর করা 'বার্মা অ্যাক্ট' যে বাংলাদেশের ভূমিকারও উল্লেখ করেছে, সেটা বহু আগেই ব্যাপকভাবে আলোচনায় এসেছিল।

তবে ঐতিহাসিকভাবে মিয়ানমারের বিভিন্ন আঞ্চলিক গেরিলা দলের সঙ্গে চীনের সম্পর্ক বিশ্বের যেকোনো দেশের চেয়ে বেশি পুরোনো, সরাসরি ও ঘনিষ্ঠ। চীন বহুবার এসব গেরিলা দলের সঙ্গে মিয়ানমার সরকারের আলাপ আলোচনায় মধ্যস্থতা করেছে। তবে ২০২১ সালের অভ্যুত্থানের পর মিয়ানমারের মানুষের চীনবিরোধী মনোভাব এবং দেশটি নিয়ে যুক্তরাষ্ট্রের ব্যবহারিক আগ্রহে সামগ্রিক পরিস্থিতি বদলাচ্ছে।

গত তিন বছরে মিয়ানমারের রাজনীতিমনস্ক তরুণ সমাজের সঙ্গে পশ্চিমের সম্পর্ক অভাবনীয়ভাবে বেড়েছে। ওই একই সমাজের মধ্যে চীনের ব্যাপারে সন্দেহ অবিশ্বাস অনাস্থা অনেক বেড়েছে। তবে এই তরুণদের একটা বড় সমস্যা হলো, অতি বৃদ্ধ ও কারারুদ্ধ অং সান সু চির বিকল্প জাতীয়ভাবে পরিচিতি কোনো নেতা নেই। এই সীমাবদ্ধতার মধ্যেও মিয়ানমারের গৃহযুদ্ধ যে ইউনানের সীমান্ত পর্যন্ত পৌঁছে গেল, সেটা বেশ তাৎপর্যবহ।

সবারই জানা, চীনের বঙ্গোপসাগরমুখী অর্থনৈতিক উদ্যোগগুলোয় শান ইউনান সীমান্তের গুরুত্ব ঠিক সেই রকম, ভারতের 'লুক ইস্ট' বা 'অ্যাক্ট ইস্ট' কর্মসূচির জন্য মণিপুর শান্ত থাকা যেমনটা দরকার। শান প্রদেশের ভেতর চীনের গুরুত্বপূর্ণ গ্যাস পাইপলাইন প্রকল্প রয়েছে। এখানে চীন 'আন্তসীমান্ত অর্থনৈতিক অঞ্চল' করতে চায়। তাদের 'বিআরআই' প্রকল্পের অপরিহার্য একটা বিন্দু শান অঞ্চল।

আবার 'ব্রাদারহুড অ্যালায়েন্স'-এর চলতি অভিযানে মান্দালেও অন্তর্ভুক্ত ছিল। নয়াদিল্লির নীতিনির্ধারকেরা বহুকাল মণিপুরের মোরহে থেকে মান্দালে হয়ে সড়কপথে থাইল্যান্ডের মেই সোতে যাওয়ার স্বপ্ন দেখছে। সুতরাং মিয়ানমারের চলতি ঘটনাবলি ভারতেরও গভীর মনোযোগে থাকার কথা।

'স্নায়ুযুদ্ধের' নতুন কালে এসে চীন ও এশিয়া নিয়ে যুক্তরাষ্ট্রের আগ্রহের একটা কেন্দ্রীয় উপাদান যে মিয়ানমার, সেটা ইতিমধ্যে বিশ্বব্যাপী আলোচিত। তবে এই আগ্রহের জন্য মেঠো সমস্যা হলো, একই বিষয়ে থাইল্যান্ড, বাংলাদেশ ও ভারতের নীতিনির্ধারকদের সঙ্গে তাদের দৃষ্টিভঙ্গির ফারাক আছে। এই তিন দেশের অন্তত একটার 'উদার সহযোগিতা' ছাড়া বার্মা অ্যাক্টের প্রত্যাশিত বাস্তবায়ন দুরূহ।

এ ক্ষেত্রে যুক্তরাষ্ট্রের প্রধান পছন্দ অবশ্যই থাইল্যান্ড। তবে থাই সামরিক আমলাতন্ত্র এমন কোনো ভূমিকা নিতে চায় না, যা মিয়ানমারের সশস্ত্র বাহিনীর সঙ্গে শত্রুতা তৈরি করে। থাইল্যান্ড হয়তো এও মনে রাখে, বার্মা অ্যাক্টকে চীন তার 'নিরাপত্তা হুমকি' হিসেবে উল্লেখ করেছিল। থাই সামরিক বাহিনীর এসব বিবেচনার ছাপ আছে দেশটির বেসামরিক সরকারের মিয়ানমার নীতিতে। তারা দশ জাতির আসিয়ান জোটেও মিয়ানমারের সামরিক জান্তার বিরুদ্ধে খুব একটা সরব নয়।

একইভাবে ভারতও যুক্তরাষ্ট্রের প্রত্যাশার উল্টো পিঠে অবস্থান নিয়ে মিয়ানমারের জান্তার সঙ্গে অর্থনৈতিক ও সামরিক সম্পর্ক অব্যাহত রেখেছে। উত্তর পূর্ব ভারতের গেরিলা দলগুলোকে নিয়ন্ত্রণে রাখতে হলে টাটমাডএর সঙ্গে ভারতের এই সহযোগিতার সম্পর্ক পাল্টানোর সুযোগ কম। তা ছাড়া মিয়ানমারে ভারতের বড় কিছু বিনিয়োগও রয়েছে, যা সরকারের সঙ্গে সুসম্পর্ক দাবি করে।

অন্যদিকে থাইল্যান্ড ও ভারতের তুলনায় নেপিডোতে বাংলাদেশের সহযোগিতামূলক উপস্থিতি ও সক্রিয়তা খুবই কম। যুক্তরাষ্ট্র তার মিয়ানমার নীতিতে বাংলাদেশকে যেভাবে পেতে আগ্রহী, তার ইদানীংকালের অন্যান্য প্রত্যাশার মধ্যে সেই চাওয়ার প্রতিফলন খুঁজে থাকেন ঢাকার অনেক রাজনৈতিক ভাষ্যকার। কিন্তু কমবেশি প্রায় ১০ লাখ রোহিঙ্গাকে নিয়ে বাংলাদেশ যে এখনো চীনের আশ্বাসের ওপর ভরসা হারায়নি, সেটাই এখনো দেখা যাচ্ছে।

তবে মিয়ানমারের অভ্যন্তরে যেভাবে দ্রুত শক্তির ভারসাম্য বদলাচ্ছে, তাতে যুক্তরাষ্ট্রের মিয়ানমার নীতির শক্তিমত্তা প্রকাশ পাচ্ছে। বিশেষ করে চীনের তরফ থেকে মিয়ানমারের প্রান্তিক প্রদেশগুলোর প্রভাবশালী গেরিলা দলগুলোর সঙ্গে জান্তার সমঝোতার যে চেষ্টা ছিল, সেটা কাজ করছে না বলেই '১০২৭' অভিযান থেকে প্রমাণ পাওয়া গেল।

সাময়িকী

ফিলিস্তিনিদের প্রতি পশ্চিমাদের ঘৃণা খোলাসা করে দিয়েছে

জোসেফ মাসাদ
কলামিস্ট

ফিলিস্তিনিদের কার্যত 'নিশ্চিহ্ন' করে দেওয়ার মিশন নিয়ে ইসরায়েলি সেনারা গাজায় যে অভিযান চালাচ্ছে, তাতে গোটা পশ্চিমা রাজনৈতিক বলয়ের প্রচ্ছন্ন সমর্থন স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। হামাস যোদ্ধারা ইসরায়েলি শিশুদের হত্যা করেছে এবং নারীদের ধর্ষণ করেছে বলে ইসরায়েলের পক্ষ থেকে যে প্রোপাগান্ডা চালানো হয়েছে, তাতে পশ্চিমা মিডিয়া সরাসরি সহযোগিতা করছে। সিএনএন এবং লস অ্যাঞ্জেলস টাইমস এই অপপ্রচারের শুরুটা করে দিয়েছে। ফিলিস্তিনিদের প্রতি পশ্চিমাদের ঘৃণা ও ইসরায়েলের প্রতি অকুণ্ঠ সমর্থন বেশির ভাগ আরবকে প্রচণ্ড ধাক্কা দিয়েছে।

চার দশক ধরে উদারপন্থী ও পশ্চিমাপন্থী আরব বুদ্ধিজীবীরা বলে এসেছেন, পশ্চিমা উদারপন্থীরা, এমনকি অনেক রক্ষণশীল পশ্চিমাও ফিলিস্তিনিদের বিষয়ে দৃষ্টিভঙ্গি বদলেছেন এবং ফিলিস্তিনিদের প্রতি আগের চেয়ে তাঁরা অনেক কম হিংসাত্মক ধারণা পোষণ করছেন। কিন্তু এখন যে পরিস্থিতি দাঁড়িয়েছে, তাতে তাঁদের পক্ষে সেই ধারণায় অটল থাকা খুবই কঠিন হয়ে দাঁড়িয়েছে। ফিলিস্তিনিদের প্রতি শ্বেতাঙ্গ পশ্চিমাদের ঘৃণাসূচক ধারণা যে ঐতিহ্যগত, তা বুঝতে আমাদের উনিশ শতকের দিকে ফিরে যেতে হবে। ওই সময় শ্বেতাঙ্গ আমেরিকান ও ব্রিটিশ এবং অতি উগ্রপন্থী জার্মান প্রোটেস্ট্যাঃটরা ফিলিস্তিনে উপনিবেশ গড়তে চেয়েছিল। সে সময় এরা সবাই আদিবাসী ফিলিস্তিনিদের প্রবল প্রতিরোধের মুখে পড়েছিল। ওই সময় ব্রিটিশ সরকার ফিলিস্তিনকে উপনিবেশ বানানোর চেষ্টার অংশ হিসেবে ইউরোপীয় ইহুদিদের প্রোটেস্ট্যান্ট খ্রিষ্টানে ধর্মান্তরিত করার একটি প্রকল্প নিয়েছিল। এটি ব্রিটিশদের জন্য সীমিত সাফল্য আনলেও এটিই মূলত ইহুদিদের জায়নিজমের উত্থানকে ত্বরান্বিত করেছিল।

ফিলিস্তিনিরা মনে করে, ইহুদিরা কখনোই ফিলিস্তিনে শরণার্থী হিসেবে আসেনি। তারা মূলত এসেছিল হানাদার হয়ে। জায়নবাদী ঔপনিবেশিক অভিলাষ নিয়ে হিটলারের শাসনের অর্ধশতাব্দী আগেই তারা ফিলিস্তিনে ঘাঁটি গাড়ার চেষ্টা করেছিল। এ কারণে ফিলিস্তিনিদের চোখে ইউরোপ থেকে আসা ইহুদিরা শরণার্থী ছিল না, ছিল গণহত্যাকারী দখলদার শক্তি। তাদের সহযোগী ছিল পশ্চিমা শক্তিগুলো।

উনিশ শতকের শেষ দিকে এই ইহুদি জায়নিজম ফিলিস্তিনিদের প্রতি চরম আক্রমণাত্মক হয়ে ওঠে। ফিলিস্তিনিদের পরাজয়, তাদের মৃত্যু এবং ভিটেমাটি থেকে তাদের উচ্ছেদ নিশ্চিত করাকে ইহুদিরা আদর্শিক কর্তব্য বলে মনে করতে থাকে। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর ব্রিটিশ বেলফোর ঘোষণা ও লিগ অব ন্যাশনসের ঘোষণায় ফিলিস্তিনিদের পরিত্যাজ্য হিসেবে চিত্রায়িত করা হয়েছিল। এর মধ্য দিয়ে ইউরোপের ইহুদিদের ফিলিস্তিনে বসতি গড়তে দেওয়ার বিষয়টিকে ন্যায্যতা দেওয়া সম্ভব হয়। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের আগে অশ্বেতাঙ্গদের প্রতি ইউরোপিয়ান ও আমেরিকান বর্ণবাদী গোষ্ঠী ঔপনিবেশিক দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে প্রোপাগান্ডা চালিয়ে যাচ্ছিল। যে ইউরোপিয়ান শ্বেতাঙ্গ খ্রিষ্টানরা ইহুদিদের ওপর গণহত্যা চালিয়েছিল, সেই একই শ্বেতাঙ্গ খ্রিষ্টানরা ইহুদিদের ওপর চালানো নির্যাতনের ক্ষতিপূরণ হিসেবে ইউরোপীয় ইহুদিদের ফিলিস্তিনিদের ওপর চাপিয়ে দিয়েছিল। এর মধ্য দিয়ে জায়নবাদ ফিলিস্তিনিদের ওপর তীব্র ঘৃণা নিয়ে চেপে বসেছিল। এই জায়নবাদীরা ১৯৪৮ সালে ফিলিস্তিনিদের তাদের নিজ ভূমি থেকে বিতাড়িত করার পর জাতিসংঘের প্রস্তাবগুলোতে ফিলিস্তিন সংকটকে বারবার 'আরব শরণার্থী সমস্যা' বলে উল্লেখ করা হচ্ছিল। এর মাধ্যমে ফিলিস্তিনিদের কার্যত ইতিহাসের আস্তাকুঁড়ে নিক্ষেপ করার চেষ্টা করে আসা হয়েছে। এরপর ইসরায়েলি উপনিবেশ উৎখাত করে ফিলিস্তিনিদের স্বাধীনতা পুনঃপ্রতিষ্ঠায় যখন ফিলিস্তিনিরা গেরিলা আঃেদালন শুরু করে, তার পরিপ্রেক্ষিতে ১৯৮২ সালে ইসরায়েল লেবাননে নৃশংস গণহত্যা চালিয়েছিল। ১৯৮৭ থেকে ১৯৯৩ সাল পর্যন্ত ফিলিস্তিনিদের যে আন্দোলন, যেটি প্রথম ইন্তিফাদা হিসেবে পরিচিত, সেই আন্দোলন ফিলিস্তিনিদের প্রতি পশ্চিমাদের দৃষ্টিভঙ্গিকে আরও নেতিবাচক করে তোলে। তখন থেকেই পশ্চিমারা ফিলিস্তিনিদের 'শান্তিপ্রিয়' ইসরায়েলিদের ওপর বর্বর হামলা চালানো জাতি, এমনকি 'জানোয়ার' বলেও আখ্যায়িত করে আসছে। ফিলিস্তিনিরা মনে করে, ইহুদিরা কখনোই ফিলিস্তিনে শরণার্থী হিসেবে আসেনি। তারা মূলত এসেছিল হানাদার হয়ে। জায়নবাদী ঔপনিবেশিক অভিলাষ নিয়ে হিটলারের শাসনের অর্ধশতাব্দী আগেই তারা ফিলিস্তিনে ঘাঁটি গাড়ার চেষ্টা করেছিল। এ কারণে ফিলিস্তিনিদের চোখে ইউরোপ থেকে আসা ইহুদিরা শরণার্থী ছিল না, ছিল গণহত্যাকারী দখলদার শক্তি। তাদের সহযোগী ছিল পশ্চিমা শক্তিগুলো। এ কারণেই ফিলিস্তিনিদের ওপর চালানো গণহত্যা পশ্চিমাদের কখনোই হৃদয় স্পর্শ করেনি বরং ইসরায়েলি ইহুদিদের হতাহতের ঘটনা তাদের আন্দোলিত করেছে। এ কারণে ইসরায়েলি সেনারা যখন নিরস্ত্র হাজার হাজার ফিলিস্তিনিকে হত্যা করে, তখনো তারা নির্বিকার থাকে।

পাঠকের চিঠি

অপরাধের তান্ডব

আজকাল দেশের প্রতিটি রাজ্যে কম বেশি, ধর্ষণ, গণ ধর্ষণ, খুন,হত্যা, আত্ম হত্যা, চুরি, ডাকাতি, ছিনতাই প্রভৃতি অপরাধ মূলক ঘটনা ঘটছে ও অপরাধের তান্ডব লীলা চলছে।কোনো রাজ্যই আজ অপরাধ মুক্ত নয়।এ জন্য পুলিশ, প্রশাসন, সরকার কে দোষ দিয়ে লাভ কি।তারা কি ১৩০ কোটি জনতার ঘরে পাহারা দিয়ে থাকবে।বলার অর্থ এই নয় যে যারা অপরাধ করছে তাদের সাজা দেওয়া উচিৎ নয় সকল অপরাধীদের যথাযথ শাস্তি দেওয়া প্রয়োজন এখানে কোনো দয়া মায়া নেই,কোনো রাজনৈতিক সংরক্ষণ নেই।তার সাথে সাথে মানুষ গড়ার শিক্ষার ও প্রয়োজন।আজ যারা সমাজে অপরাধ করছে তাদের আমরা মানুষ করতে পারি নি,সৎ শিক্ষা দিতে পারি নি ,রোজগার দিতে পারিনি এজন্য আমরা মাবাবা,শিক্ষক, সরকার,পরিবেশ ও সমাজ ব্যবস্থা সবাই দায়ী।তাই আজ এই সব জঘন্য অপরাধ গুলোকে দূর করার জন্য আমাদের সবাই কে সচেতন হতে হবে ও উচিৎ ব্যবস্থা নিতে হবে।পরের মাথায় দোষ দিয়ে নিজেদের সাধু সাজা চলবে না।

সুনীল কুমার দে, পোটকা

স্বত্বাধিকারী, মুদ্রক, প্রকাশক, সম্পাদক ঃ রজত কুমার গুপ্তা, দ্বারা এচ.আই. ২৫৪, হরমু হাউসিং কলোনী, রাঁচি-৮৩৪০০২ থেকে প্রকাশিত এবং বৃন্দা মিডিয়া পাবলিকেশন প্রা.লি. চিরোঁদী, বোড়েয়া রোড রাঁচি থেকে মুদ্রিত। নির্বাহী সম্পাদক ঃ আদিত্য কুমার চ্যাটার্জ্জী* ফোন ঃ ০৬৫১২২৪৪৬০৫, ফ্যাক্স ঃ ০৬৫১২২৪৪৫০৫ (*পীআরবী অধিনিয়ম অনুযায়ী খবরের চয়নের জন্য উত্তরদায়ী)
Printed, Published & Edited by Rajat Kumar Gupta and printed at Vrinda Media publication pvt.ltd, Chiraundi, Boraiya Road, Ranchi, Published at HI 254, Harmu Housing Colony, Harmu Road, Ranchi-834001, Jharkhand, : Executive Editor :Aditya Kumar Chatterjee * Phone : 0651-2244555, 0651-2244505 (*Responsible for news as per PRB Act) RNI Registration : JHABEN 00015 email-rashtriyakhobor@gmail.com www.rashtriyakhabar.com

উচ্চতর মাধ্যমিক পরীক্ষার ৩৫৭৭৫ জন ছাত্রছাত্রীকে আগামী ৩০ নভেম্বর স্কুটার প্রদান করার সিদ্ধান্ত কেবিনেটের

মোট ২৭১৮৩ জন মাধ্যমিক পরীক্ষার ছাত্রছাত্রীকে আগামী ২৯ নভেম্বর কম্পিউটার কেনার জন্য ১৫ হাজার টাকা প্রদানের সিদ্ধান্ত

সব্যসাচী শর্মা

গুয়াহাটি ঃ রাজ্যের মাধ্যমিক এবং উচ্চতর মাধ্যমিক পরীক্ষায় সফলভাবে উত্তীর্ণ হওয়া ছাত্রছাত্রীদের জন্য সুখবর নিয়ে এসেছে মন্ত্রিসভার বৈঠক। কেবিনেটে নেওয়া সিদ্ধান্ত অনুযায়ী উচ্চতর মাধ্যমিক পরীক্ষার ৩৫৭৭৫ জন ছাত্রছাত্রীকে আগামী ৩০ নভেম্বর স্কুটার প্রদান করা হবে। তাছাড়া মোট ২৭১৮৩ জন মাধ্যমিক পরীক্ষার ছাত্রছাত্রীকে আগামী ২৯ নভেম্বর কম্পিউটার কেনার জন্য ১৫ হাজার টাকা প্রদানের ক্ষেত্রে মন্ত্রিসভার বৈঠকে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। মুখ্যমন্ত্রী ড০ হিমন্ত বিশ্ব শর্মা বলেছেন অনুষ্ঠিত কেবিনের বৈঠকে দশম এবং দ্বাদশ শ্রেণীতে উত্তীর্ণ মেধাবী ছাত্রছাত্রীদের ড০ বানিকান্ত কাকতি পুরস্কার এবং আনন্দরাম বড়ুয়া পুরস্কার প্রদানের ক্ষেত্রে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। তাছাড়া জল জীবন মিশন এর ক্ষেত্রে ফরেস্ট রয়েলটি ছাড়াও ব্যক্তিগত সুরক্ষা সংস্থার ইউজ অফ ডুয়িং বিজনেস সম্পর্কে গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত মন্ত্রিসভায় নেওয়া হয়েছে।

মহানগরের জনতা ভবন অসম সচিবালয়ে মুখ্যমন্ত্রীর নবনির্মিত কার্যালয় লোকসেবা ভবনে ড০ হিমন্ত বিশ্ব শর্মার নেতৃত্বে বুধবার সর্বপ্রথম এক গুরুত্বপূর্ণ কেবিনেট বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়েছে। বৈঠকের পর নবনির্মিত মুখ্যমন্ত্রীর কার্যালয়ের সভাকক্ষে এক সাংবাদিক সম্মেলন আয়োজন করেন মন্ত্রী জয়ন্ত মল্ল বড়ুয়া। কেবিনেট বৈঠকে নেওয়ার সিদ্ধান্ত সম্পর্কে বিস্তারিত তথ্য প্রকাশ করে তিনি বলেন আগামী ২৯ নভেম্বর আনন্দরাম বড়ুয়া পুরস্কার প্রকল্প প্রদান করা হবে। মূলত মাধ্যমিক পরীক্ষায় ৬০ শতাংশ নম্বর পাওয়া ছাত্রী এবং ৭৫ শতাংশ নম্বর পাওয়া ছাত্রদের কম্পিউটার ক্রয় করার জন্য ১৫ হাজার টাকা করে দেওয়া হবে। রাজ্যের মোট ২৭১৮৩ ছাত্রছাত্রী আনন্দরাম বড়ুয়া পুরস্কার প্রকল্পে এই অর্থ সাহায্য পাবে বলে জানালেন তিনি।তাছাড়া আগামী ৩০ নভেম্বর ড০ বানিকান্ত কাকতি পুরস্কারের অধীনে উচ্চতার মাধ্যমিক পরীক্ষায় ৬০ শতাংশ নম্বর পাওয়া ছাত্রী এবং ৭৫ শতাংশ নম্বর পাওয়া ছাত্রদের সরকার একটি করে স্কুটার দেবে বলে জানালেন মন্ত্রী জয়ন্ত মল্ল বড়ুয়া। তিনি বলেন এক্ষেত্রে মোট ৩৫৭৭৫ জন ছাত্রছাত্রী স্কুটার পাবে। এর মধ্যে ছাত্রীর সংখ্যা ৩০২০৯ জন এবং ছাত্রের সংখ্যা ৫৫৬৬ জন ছাত্র।

অন্যদিকে মন্ত্রিসভায় হওয়া আলোচনা অনুযায়ী চিকিৎসা মহাবিদ্যালয় ন্যায় সঙ্গত সুযোগ দেওয়ার ক্ষেত্রে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে বলে মন্তব্য করেছেন মন্ত্রী জয়ন্ত মল্ল বড়ুয়া। মূলত চিকিৎসা মহাবিদ্যালয় গুলোতে ন্যায় সঙ্গত সুযোগ নিশ্চিত করার জন্য অসমের চিকিৎসা মহাবিদ্যালয় এবং দন্ত মহাবিদ্যালয় গুলোর প্রথম বর্ষ এমবিবিএস কিংবা বিডিএস পাঠক্রমে নাম ভর্তির নিয়ন্ত্রণ আইন ২০১৭ সংশোধন করে ২০২৩ সালের সংশোধিত আইনের অনুমোদন জানানো হয়েছে। এর বৈশিষ্ট্য গুলি মতে গ্রাম্য সেবার এক বছর জন্য চুক্তি নির্ধারণ, অনুপালন না করার জন্য অসম সরকারকে ক্ষতিপূরণ হিসেবে ৩০ লক্ষ টাকা দেওয়ার নিয়ম প্রস্তুত করা হয়েছে। তাছাড়া ভুটানের রাজকীয় সরকারের জন্য তিনটি অতিরিক্ত এমবিবিএস আসন সংরক্ষিত রাখা সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। শুধুমাত্র নলবাড়ি চিকিৎসা মহাবিদ্যালয় হাসপাতালে ২ টি আসন এবং বরপেটার এফএএএমসিতে ১ টি আসন সংরক্ষণের ক্ষেত্রে মন্ত্রিসভা সিদ্ধান্ত নিয়েছে বলে উল্লেখ করেছেন তিনি। মন্ত্রী জয়ন্ত মল্ল বড়ুয়া জানান জল জীবন মিশন প্রকল্পে ফরেস্ট রয়েলটির ক্ষেত্রে সিদ্ধান্ত নিয়েছে মন্ত্রিসভা। জলজীবন মিশনের অধীনে সাধারণ মানুষের জন্য পানীয় জল সরবরাহ প্রকল্পে ক্ষুদ্র খনিজ পদার্থ ব্যবহার করার জন্য মোট প্রকল্প ব্যয় এর ০.৬ শতাংশ হারে ফরেস্ট রয়েলটি কর্তন নির্ধারণ করা হয়েছে। ফরেস্ট রয়েলটির প্রস্তাবিত মান অনুযায়ী জল জীবন মিশন প্রকল্প সময় মতে অগ্রগতি নিশ্চিত করা ছাড়াও রয়েলটি হিসাব এবং পরিশোধ প্রক্রিয়া সহজ করে তুলবে বলে মতামত ব্যক্ত করেছেন তিনি। তাছাড়া ব্যক্তিগত সুরক্ষা সংস্থার ইজ অফ ডুইং বিজনেসের ক্ষেত্রেও কেবিনেটে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। মন্ত্রী বলেন অসম ব্যক্তিগত সুরক্ষা সংস্থার আইন ২০০৮ অতিক্রমনের মাধ্যমে অসম ব্যক্তিগত সুরক্ষা সংস্থার আইন ২০২৩ অনুমোদন জানানো হয়েছে। গৃহ পরিক্রমা মন্ত্রণালয়ের আদর্শ আইন ২০২০ অনুযায়ী স্বচ্ছ সময়সীমার ইস্যু কিংবা পিএসএআরএ অনুজ্ঞা পত্র রিনিউর জন্য ইজ অফ ডুয়িং বিজনেসের ধারণার পরিপ্রেক্ষিতে আধুনিক প্রযুক্তি অন্তর্ভুক্ত করার জন্য আইনের সংশোধন করা হয়েছে। ফলে সংশোধিত নিয়ম গুলো জেলা পুলিশ সুপার কিংবা মহানগর পুলিশ কমিশনারের পরিবর্তে নিয়ন্ত্রণ করতে কর্তৃপক্ষকে ব্যক্তিগত সুরক্ষা সংস্থা গুলোর বিবরণ পরীক্ষা করা এবং অপরাধ তথা অপরাধীর ইলেকট্রনিক্স ডেটাবেস অর্থাৎ অপরাধ এবং অপরাধী ট্রেকিং নেটওয়ার্ক তথা সিস্টেম অর্থাৎ সিসিটিএনএস, আন্ত কার্যক্ষম অপরাধী ন্যায় প্রণালী অর্থাৎ আইসিজেএস আবেদনকারীদের পূর্ববর্তী প্রমাণিকরণের জন্য ব্যবহার করতে সক্ষম করে তুলবে। তাছাড়া এই প্রশিক্ষন জাতীয় দক্ষতা ফ্রেম ওয়ার্ক অনুযায়ী হবে বলে জানালেন মন্ত্রী জয়ন্ত মল্ল বড়ুয়া।

টুকরো খবর

রাজ্যের প্রচার মাধ্যমের দুটি ইলেকট্রনিক চ্যানেলকে বয়কট করার ক্ষেত্রে চিন্তা চর্চা কংগ্রেস নেতৃত্বাধীন বিরোধী ঐক্য মঞ্চের

নিম্ন সোবনশিরি জলবিদ্যুৎ প্রকল্পের বিরুদ্ধে কড়া মন্তব্য বিধায়ক অখিল গগৈর

গুয়াহাটি (সব্যসাচী শর্মা) ঃ ২০২৪ সালের লোকসভা নির্বাচনের ফলাফল নিয়ে ২০২৩ সালের ৩ ডিসেম্বর সকাল সাড়ে ১১ টায় মহানগরের সড়কে বিজয় উৎসব পালন করার কথা ঘোষণা করে বিরোধী ঐক্য মঞ্চ ইতিমধ্যে রাজ্যের রাজনীতিতে সাড়া ফেলে দিয়েছে। এবার কংগ্রেস নেতৃত্বাধীন এই ১৫ টি দলের ঐক্য মঞ্চ রাজ্যের দুটি সংবাদ চ্যানেলকে বয়কট করার ক্ষেত্রে চিন্তা চর্চা করছে। প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি ভূপেন বরা চ্যানেলের নাম বলে দিলেও বিধায়ক অখিল গগৈ এক্ষেত্রে কোনো ধরনের নাম উচ্চারণ না করে বিষয়টির ক্ষেত্রে ইতিবাচক মোহর লাগিয়েছেন। তিনি জানান পরবর্তী বিরোধী ঐক্য মঞ্চের বৈঠকে এক্ষেত্রে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে। তাছাড়া এনএইচপিসি নির্মাণ করা নিম্ন সোবনশিরি জলবিদ্যুৎ প্রকল্পের বিরুদ্ধে কড়া মন্তব্য প্রকাশ করেছেন তিনি। প্রসঙ্গত অসম প্রদেশ কংগ্রেস কমিটির সভাপতি ভূপেন বরা ইতিমধ্যে সাংবাদিকদের সঙ্গে মতবিনিময়ে রাজ্যের দুটি সংবাদ চ্যানেলকে বয়কট করার ক্ষেত্রে বিরোধী ঐক্য মঞ্চের চিন্তাভাবনা চলছে বলে মন্তব্য করেছেন। চ্যানেল দুটির নাম উল্লেখ করে তিনি বলেন বিরোধী পক্ষের নেতারা এই চ্যানেল দুটির ডিবেটে অংশ নেওয়ার সময় তাদের সঙ্গে তুচ্ছ তাচ্ছিল্যর মত ব্যবহার করা হয়। তাছাড়া উদ্দেশ্য প্রণোদিতভাবে বিরোধী ঐক্য মঞ্চের বিরুদ্ধে সংবাদ পরিবেশন করছে এই চ্যানেল দুটি। গত ২৬ অক্টোবর অনুষ্ঠিত বিরোধী ঐক্য মঞ্চের বৈঠকে এই বিষয় নিয়ে রাজনৈতিক দলগুলো বিস্তারিত আলোচনা করেছে বলেও উল্লেখ করেন তিনি। তবে বিরোধী মঞ্চের পরবর্তী বৈঠকে এই চ্যানেল দুটি আনুষ্ঠানিক ভাবে বয়কট করা সংক্রান্তে সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে বলে মন্তব্য করেছেন প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি ভূপেন বরা। বিরোধী ঐক্য মঞ্চের এই প্রচার মাধ্যমের চ্যানেল বয়কট করার সিদ্ধান্তের ক্ষেত্রে সমাজে তীব্র প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হয়েছে। সমাজের বিভিন্ন মহলের স্বনামধন্য ব্যক্তিরা তথা বুদ্ধিজীবীরা বিরোধী পক্ষের এই সিদ্ধান্তের কড়া সমালোচনা করেছেন। এমনকি স্বয়ং কংগ্রেসের একাংশ প্রাক্তন মন্ত্রী, বিধায়ক তথা নেতা প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি ভূপেন বরার এই মন্তব্যের ক্ষেত্রে অমত জানিয়েছেন। তবে শুধুমাত্র কংগ্রেস সভাপতি ভূপেন বরা নন রাইজর দলের সভাপতি তথা শিবসাগর বিধানসভা কেন্দ্রের বিধায়ক অখিল গগৈ একই কথা পুনরাবৃত্তি করেছেন। বুধবার মহানগরে আয়োজিত এক সাংবাদিক বৈঠকে তিনি বলেন বিশেষ দুটি সংবাদ মাধ্যম চ্যানেল বিরোধী পক্ষের নেতাদের অনবরতভাবে অপমান করে চলেছে। বিরোধীপক্ষের সঙ্গে তুচ্ছ তাচ্ছিল্য ব্যবহার করা হচ্ছে। তাছাড়া ইচ্ছাকৃতভাবে বিরোধী ঐক্য মঞ্চের বিরুদ্ধে অপপ্রচারে শামিল হয়েছে এই দুটি ইলেকট্রনিক চ্যানেল। এর ফলে এই দুটি চ্যানেলকে বয়কট করার ক্ষেত্রে বিরোধী ঐক্য মঞ্চ গত ২৬ অক্টোবর অনুষ্ঠিত বৈঠকে আলোচনা করেছে। ঐক্য মঞ্চের পরবর্তী বৈঠকে এক্ষেত্রে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে বলেও উল্লেখ করেন তিনি। অন্যদিকে সাংবাদিক সম্মেলনে বিধায়ক অখিল গগৈ বলেন অসমের ১৫ টি বিরোধী রাজনৈতিক দলের ঐক্য মঞ্চ নিম্ন সোবনশিরি জলবিদ্যুৎ প্রকল্পে বারংবার সংঘটিত দুর্ঘটনা সংক্রান্তে এবং সাম্প্রতিক নদীর জল শুকিয়ে যাওয়া ঘটনার উপরে গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করেছে। তিনি বলেন এই জলবিদ্যুৎ প্রকল্পের নিম্ন অংশের সাধারণ জনতা মূলত ধেমাজি লক্ষীমপুর বাসী বর্তমান দুশ্চিন্তা এবং আশঙ্কায় ভুগছেন। এর ফলে স্বাভাবিকভাবে বিরোধী রাজনৈতিক দলগুলো গভীর উৎকণ্ঠায় রয়েছে। নিম্ন সোবনশিরি জলবিদ্যুৎ প্রকল্প সংক্রান্তে গঠিত তিনটি বিশেষজ্ঞ সমিতি এই বৃহৎ বাঁধ সংক্রান্তে আশঙ্কা প্রকাশ করেছে। এমনকি এই জলবিদ্যুৎ প্রকল্প নিরাপদ নয় বলে অসমের বিশেষজ্ঞ সমিতি বারংবার মন্তব্য করেছে। অসম সরকার কেন্দ্রীয় সরকারের সঙ্গে যোগাযোগ করে নিম্ন সোবনশিরি জলবিদ্যুৎ প্রকল্প নির্মাণের বিষয়টি পুনরীক্ষণ করা উচিত বলে মন্তব্য করেছেন তিনি। বিধায়ক অখিল গগৈ বলেন তাছাড়া অরুণাচল প্রদেশে নির্মাণের প্রস্তাব থাকা ১৬৪ টি ছোট বড় নদী বাঁধের সামগ্রিক প্রভাব মূল্যায়ন অধ্যয়ন না করে কোনো নতুন বাঁধ নির্মাণ শুরু করার ক্ষেত্রে অসম সরকার বাধা প্রদান করে রাজ্যবাসীর নিরাপত্তার বিষয়টি গুরুত্ব দেওয়া উচিত। ১৫ টি দলের বিরোধী ঐক্য মঞ্চ যদি ২০২৪ সালে কেন্দ্রে এবং পরবর্তীকালে অসমে বিরোধী দল গুলো ক্ষমতায় আসে তাহলে নিম্ন সোবনশিরি জলবিদ্যুৎ প্রকল্প নির্মাণের বিষয়টি পুনরীক্ষণ করা হবে এবং অরুণাচল প্রদেশে সামগ্রিক প্রভাব মূল্যায়ন অধ্যয়ন না করে কোনো নতুন বৃহৎ নদী বাঁধ নির্মাণ যাতে না করা হয় সেটা নিশ্চিত করার প্রচেষ্টা করা হবে বলে ঘোষণা করেছেন বিধায়ক অখিল গগৈ।

লোকসভা নির্বাচনে অগপ এবং ইউপিপিএলকে একটি করে আসন দেওয়ার চিন্তা চর্চা রয়েছে বলে মন্তব্য বিজেপির রাজ্য সভাপতি ভবেশ কলিতার

আগামী ১২ নভেম্বর মিত্র দলের বৈঠকে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত, বিপিএফকে সমর্থন করার আহ্বান

সব্যসাচী শর্মা

গুয়াহাটি ঃ আসন্ন ২০২৪ লোকসভা নির্বাচনের দিন ঘনিয়ে আসার সঙ্গে সঙ্গে প্রতিটি রাজনৈতিক দলের তৎপরতা বৃদ্ধি পেয়েছে। কংগ্রেস নেতৃত্বাধীন ১৫ টি দলের বিরোধী ঐক্য মঞ্চ একদিকে যেভাবে সক্রিয় হয়ে রয়েছে ঠিক একইভাবে বিজেপি নেতৃত্বাধীন শাসক পক্ষের মিত্র জোট সমানভাবে তৎপর হয়ে ওঠা পরিলক্ষিত হচ্ছে। এবার মিত্র দলের মধ্যে আসন ভাগাভাগি নিয়ে সরাসরি প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করেছেন রাজ্য বিজেপির সভাপতি ভবেশ কলিতা। তিনি বলেন লোকসভা নির্বাচনে অগপ এবং ইউপিপিএলকে একটি করে আসন দেওয়ার চিন্তা চর্চা রয়েছে। তবে এক্ষেত্রে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত আগামী ১২ নভেম্বর অনুষ্ঠেয় মিত্র দলের বৈঠকে নেওয়া হবে। তাৎপর্যপূর্ণ ভাবে নরেন্দ্র মোদিকে তৃতীয়বারের জন্য প্রধানমন্ত্রী হিসাবে নির্বাচিত করার লক্ষ্যে বিপিএফ এর প্রতি সমর্থনের আহ্বান জানিয়েছেন তিনি। প্রসঙ্গত আগন্তুক লোকসভা নির্বাচনকে কেন্দ্র করে শুধুমাত্র অসমে নয় বরং সর্বভারতীয় পর্যায়ে দিল্লিতে শাসক দলটি ব্যাপক তৎপর হয়ে উঠেছে। স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ দীর্ঘদিন ধরে বিভিন্ন রাজ্যের দলীয় নেতাদের সঙ্গে বৈঠক অব্যাহত রেখেছেন। এই প্রক্রিয়ার অধীনে মুখ্যমন্ত্রী ড০ হিমন্ত বিশ্ব শর্মাকে দিল্লি ডেকে পাঠিয়েছিলেন তিনি। সেই বৈঠকে মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গ দিয়েছেন রাজ্য বিজেপি সভাপতি ভবেশ কলিতা। স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ থেকে নির্বাচনের মন্ত্র নিয়ে এসে এবার মিত্র দলকে একটি করে আসন দেওয়ার ক্ষেত্রে মন্তব্য করেছেন তিনি। দীর্ঘদিন ধরে রাজ্যের ১৪ টি লোকসভা আসনের মধ্যে বিজেপি নেতৃত্বাধীন মিত্র জোট বারটি আসন দখল করবে বলে শাসক পক্ষের তরফে ঘোষণা করা হচ্ছে। এক্ষেত্রে তাৎপর্যপূর্ণভাবে মুখ্যমন্ত্রী ড০ হিমন্ত বিশ্ব শর্মা শাসক দল সাড়ে ১১ টি আসন পাবে বলে বারংবার মন্তব্য করেছেন। তাছাড়া বিরোধীকে আড়াইটি আসন নিয়ে সন্তুষ্ট থাকার কথাও বলেছেন তিনি। এই সাড়ে ১১ টি আসন চেষ্টা করলে বারটি আসনে রূপান্তরিত হবে বলেও মন্তব্য করেছেন মুখ্যমন্ত্রী। তবে শুধুমাত্র মুখ্যমন্ত্রী একা নন রাজ্যের প্রতিজন মন্ত্রী তথা দলীয় নেতারা বারটি আসনের স্বপক্ষে মতামত দিয়েছেন। রাজ্য বিজেপি সভাপতি ভবেশ কলিতা বলেন এবারের লোকসভা নির্বাচনে অগপ এবং ইউপিপিএলকে একটি করে আসন দেওয়ার বিষয়ে চিন্তা চর্চা করা হচ্ছে। তবে এক্ষেত্রে একটি বিষয় নিশ্চিত যে এবার নিজস্ব দলীয় প্রতীক চিহ্ন নিয়ে অগপ নিজস্ব লোকসভা সাংসদ পেতে চলেছে। ২০০৯ মিত্র জোট থাকার পরেও তেজপুর লোকসভা কেন্দ্রে পরাস্ত হয়েছিল অগপ। একইভাবে ২০১৪ এবং ২০১৯ এও জয়ের মুখ দেখতে পারেনি অসম গণ পরিষদ। তবে ২০২৪ এর লোকসভা নির্বাচনে একজন নিজস্ব সাংসদ পেতে চলেছে অগপ। নিজেদের দলীয় প্রতীক চিহ্ন সহ সাংসদ পাবে অসম গণ পরিষদ। তাছাড়া একইভাবে ইউপিপিএলকে একটি আসন দেওয়া হবে। এই দলটিও নিজের প্রতীক চিহ্ন ব্যবহার করে লোকসভায় নিজেদের প্রার্থী পাঠাতে করতে পারবে বলে মন্তব্য করেছেন তিনি।

অন্যদিকে আগামী ১২ নভেম্বর বিজেপি নেতৃত্বাধীন শাসক পক্ষের মিত্র জোটের গুরুত্বপূর্ণ বৈঠক আয়োজন করা হয়েছে বলে জানালেন সভাপতি ভবেশ কলিতা। তিনি বলেন আপাতত ভাবে অগপ এবং ইউপিপিএলকে একটি করে আসন দেওয়ার বিষয়ে চিন্তাচর্চা করা হলেও আয়োজিত বৈঠকে এক্ষেত্রে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে। মিত্র দলগুলো এই প্রস্তাবিত বৈঠকে লোকসভা নির্বাচন ঘিরে যাবতীয় রণকৌশল নির্ধারণ করার পাশাপাশি এই প্রসঙ্গে বিস্তারিত আলোচনা করবে। তাছাড়া লোকসভা নির্বাচনে নিজেদের মধ্যে আসন ভাগাভাগি নিয়েও আলোচনা করে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেবে শাসক পক্ষ। নরেন্দ্র মোদিকে তৃতীয়বারের জন্য প্রধানমন্ত্রী হিসাবে নির্বাচিত করার লক্ষ্যে প্রতিটি দল থেকে সমর্থন চাওয়া হচ্ছে। এক্ষেত্রে বিপিএফ এর প্রতি সমর্থন জানানোর আহ্বান করা হচ্ছে বলে উল্লেখ করেছেন রাজ্য বিজেপি সভাপতি ভবেশ কলিতা।

লক্ষ্মীপুজোর প্রস্যাদ খেয়ে মৃত তিন বিক্ষোভ বিজ্যেপির

সিউড়ি (নিজস্ব প্রতিনিধি)ঃ বীরভূম জেলার প্রান্তিক অঞ্চল রাজনগর ব্লকের রাজনগর গ্রামপঞ্চায়েতের ছোটোবাজার মালিপাড়ায় লক্ষ্মীপুজো উপলক্ষ্যে খিচুড়ি প্রসাদ খাওয়ানো হয় সোমবার । মঙ্গলবার সকালে বাসি খিচুড়ি প্রসাদ খেয়ে সাতেরোজন অসুস্থ হয়ে পড়ে । তাদের প্রথমে রাজনগর গ্রামীণ হাসপাতালে পরে সিউড়ি সদর হাসপাতালে স্থানান্তরিত করা হয় । বুধবার সকালে এক শিশু সহ দুইজনের মৃত্যু হয় । মৃতরা হলো ¯ সাধু বাগদী (৫৫) এবং পার্বতী বাগদী (৫) । সন্ধ্যায় মারা যায় সুশান্ত মালাকার (৪৫) । হাসপাতাল সুপার নীলাঞ্জন মন্ডল বলেন, সাতেরোজন অসুস্থ হয়ে হাসপাতালে ভর্তি আছে । ধনুককুমার ধীবর এবং অর্নব দে বলেন, মঙ্গলবার সকালে লক্ষ্মীপুজোর বাসি খিচুড়ি প্রসাদ খেয়ে অসুস্থ হয়ে পড়ে । চিকিৎসায় গাফিলতির অভিযোগ তুলে বুধবার রাতে জেলা সভাপতি ধ্রুব সাহার নেতৃত্বে সিউড়ি সুপার স্পেশালিটি হাসপাতালে অবস্থান বিক্ষোভে বসে বিজেপি । জেলা সভাপতি ধ্রুব সাহা বলেন, দুপুরে এসেছিলাম শিশু মারা গিয়েছে ভুল বুঝিয়ে ঘটনা ধামাচাপা দিতে চাইছিল । গ্রামের মানুষের স্বতঃস্ফূর্ততায় ময়নাতদন্ত করা হয় । শিশুটিকে অক্সিজেন দিলে বেঁচে যেতো । এখানকার ডাক্তাররা প্রাইভেট চেম্বার করে প্র্যাকটিস করে । শিক্ষাদপ্তর জেলে চলে গিয়েছে স্বাস্থ্যদপ্তরের বাইরে থাকার কোনো নৈতিক অধিকার নেই এদের জেলে যাওয়া দরকার । রাতে বীরভূম জেলা মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিক হিমাদ্রী আড়ী এবং জেলাশাসক বিধান রায় হাসপাতালে যান । জেলাশাসক বিধান রায় বলেন, দুভাগ্যজনক ঘটনা । তিনজন মারা গিয়েছে । আর কেউ যাতে মারা না যায় তারজন্য হাসপাতালের ডাক্তার,সুপার, সিএমওএইচ র সঙ্গে কথা বলেছি । গ্রামে যাবো একবার পরিস্থিতি খতিয়ে দেখতে । গ্রামে মেডিকেল ক্যাম্প হয়েছে অ্যামবুলেন্স আছে । মৃত্যুর কাছে ক্ষতিপূরণ যথেষ্ট নয় । তবে যে আইনানুগ ব্যবস্থা থাকে সেগুলো করতে হবে ।

ছুটে আসবেন দিল্লির নেতারা বললেন বিজেপি জেলা সভাপতি

সিউড়ি (নিজস্ব প্রতিনিধি) ঃ ¯ বীরভূম জেলার প্রান্তিক অঞ্চল রাজনগর ব্লকের রাজনগর গ্রামপঞ্চায়েতের ছোটোবাজার মালিপাড়ায় লক্ষ্মীপুজো উপলক্ষ্যে খিচুড়ি প্রসাদ খাওয়ানো হয় সোমবার । মঙ্গলবার সকালে বাসি খিচুড়ি প্রসাদ খেয়ে সাতেরোজন অসুস্থ হয়ে পড়ে । তাদের প্রথমে রাজনগর গ্রামীণ হাসপাতালে পরে সিউড়ি সদর হাসপাতালে স্থানান্তরিত করা হয় । বুধবার সকালে এক শিশু সহ দুইজনের মৃত্যু হয় । মৃতরা হলো ¯ সাধু বাগদী (৫৫) এবং পার্বতী বাগদী (৫) । সন্ধ্যায় মারা যায় সুশান্ত মালাকার (৪৫) । চিকিৎসায় গাফিলতির অভিযোগ তুলে বুধবার রাতে জেলা সভাপতি ধ্রুব সাহার নেতৃত্বে সিউড়ি সুপার স্পেশালিটি হাসপাতালে অবস্থান বিক্ষোভে বসে বিজেপি । জেলা সভাপতি ধ্রুব সাহা বলেন, দুপুরে এসেছিলাম শিশু মারা গিয়েছে ভুল বুঝিয়ে ঘটনা ধামাচাপা দিতে চাইছিল । গ্রামের মানুষের স্বতঃস্ফূর্ততায় ময়নাতদন্ত করা হয় । শিশুটিকে অক্সিজেন দিলে বেঁচে যেতো । এখানকার ডাক্তাররা প্রাইভেট চেম্বার করে প্র্যাকটিস করে । শিক্ষাদপ্তর জেলে চলে গিয়েছে স্বাস্থ্যদপ্তরের বাইরে থাকার কোনো নৈতিক অধিকার নেই এদের জেলে যাওয়া দরকার । রাতে বীরভূম জেলা মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিক হিমাদ্রী আড়ী এবং জেলাশাসক বিধান রায় হাসপাতালে যান । জেলাশাসক বিধান রায় বলেন, দুভাগ্যজনক ঘটনা । তিনজন মারা গিয়েছে । আর কেউ যাতে মারা না যায় তারজন্য হাসপাতালের ডাক্তার,সুপার, সিএমওএইচ র সঙ্গে কথা বলেছি । গ্রামে যাবো একবার পরিস্থিতি খতিয়ে দেখতে । গ্রামে মেডিকেল ক্যাম্প হয়েছে অ্যামবুলেন্স আছে । মৃত্যুর কাছে ক্ষতিপূরণ যথেষ্ট নয় । তবে যে আইনানুগ ব্যবস্থা থাকে সেগুলো করতে হবে । বৃহস্পতিবার দুপুরে হাসপাতালে যান বিজেপি জেলা সভাপতি ধ্রুব সাহা । জেলা সভাপতি বলেন, স্থানীয় বিধায়ক এবং সাংসদের দেখা নেই । হাসপাতাল সুপার বলির বখরা । বেড়ে দুইজন করে আছে । মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিক কাটমানি খেয়েছে সেজন্য ফলস সিলিং ভেঙ্গে পড়ছে । এখন রোগীরা ভালো নেই আইওয়াচ করছে । দুই একদিনের মধ্যে দিল্লি থেকে নেতারা আসবে । হাসপাতাল সুপার নীলাঞ্জন মন্ডল বলেন, শিশু সহ একুশজন ভর্তি আছে । মেডিক্যাল বোর্ড তৈরি করা হয়েছে তারা রিপোর্ট দেবে ।

ইংল্যান্ডের কোচ হওয়ার ভাবনা পছন্দ হচ্ছে না মরগানের

লন্ডন ঃ ম্যাথু মটকে সরিয়ে ইংল্যান্ডের সাদা বলের কোচ করা উচিত তাঁকে, এমন ভাবনাকে একটু 'অকল্পনীয়' বলে মন্তব্য করেছেন এউইন মরগান। বিশ্বকাপে ইংল্যান্ডের পারফরম্যান্সের সমালোচনা করে মরগান বলেছিলেন, ড্রেসিংরুমে কোনো ঝামেলা না থেকে পারে না। আগামী বছর হতে যাওয়া টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপকে সামনে রেখে মরগানকে কোচ করার কথাও উঠে আসে এরপর। তবে সে ভাবনা ঠিক পছন্দ হচ্ছে না মরগানের। ২০১৯ বিশ্বকাপজয়ী অধিনায়ক মরগান এবারের বিশ্বকাপে কাজ করছেন ধারাভাষ্যকার হিসেবে। যদিও সন্তানের জন্মের কারণে টুর্নামেন্টের পুরোটা সময় ভারতে ছিলেন না। ফেরার পর ইংল্যান্ডের পারফরম্যান্সের কঠোর সমালোচনাই করেন সাবেক এই অধিনায়ক। ছয় ম্যাচের মধ্যে পাঁচটিতে হেরে এখন বিশ্বকাপ থেকে বিদায় নেওয়ার অপেক্ষায় বর্তমান চ্যাম্পিয়নরা। ইংল্যান্ডের এখনকার কোচ মটের অধীন মরগানও অধিনায়কত্ব করেছেন। গত বছর মটের অধীনই অস্ট্রেলিয়ায় টি-টোয়েঃিট বিশ্বকাপের শিরোপা জেতে ইংল্যান্ড। তবে ড্রেসিংরুমে কোনো ঝামেলা আছে, মরগানের এমন মন্তব্য মেনে নেননি মট। লক্ষ্ণৌয়ে ভারতের কাছে হারের পর 'দ্য ডেইলি টেলিগ্রাফ'-এর এক কলামে অবশ্য লেখা হয়, মটকে সরিয়ে মরগানকে কোচের দায়িত্ব দেওয়া উচিত। তবে এমন ধারণা ঠিক পছন্দ হয়নি মরগানের। স্কাই স্পোর্টসকে মরগান বলেছেন, 'সবাই আমার মন্তব্যের ব্যাখ্যা দাঁড় করাতে পারে। এ বিশ্বকাপে ইংল্যান্ডের যে পারফরম্যান্স, তার কারণ হিসেবে আমি যা ভেবেছি, সেটিই পরিষ্কার করে বলেছি। ড্রেসিংরুমে থাকা অধিনায়ক বা কোনো খেলোয়াড়ই আসলে এ পরিস্থিতি কীভাবে তৈরি হলো, সেটি ব্যাখ্যা করতে পারবে না।' কিন্তু নিকট ভবিষ্যতে কোচিংয়ে আসার কোনো ইচ্ছা নেই বলেও জানিয়েছেন তিনি, 'ভবিষ্যতে যা করার আশা করছি, তাতে আমি খুশি এবং দৃঢ় সংকল্প। এখন ঘরে অনেক সময় কাটাই, ছোট সন্তানদের সঙ্গে। যেটি দারুণ।' টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের আগে কোচ ও অধিনায়ক বদলানো উচিত নয় বলেও মনে করেন ইংল্যান্ডের সীমিত ওভারের ক্রিকেট খেলার ধরনে বিপ্লব আনা মরগান, 'বিশ্বকাপ যেভাবে আসেযায়, তাতে এই মুহূর্তে অধিনায়ক ও কোচ বদলানোর আলোচনা ভালো মনে করি না আমি। তারা দুবারের বিশ্ব চ্যাম্পিয়ন এমনি এমনি না। তারা কোনোভাবেই খারাপ কোনো দল না।' মটকে সময় দেওয়া উচিত বলেও মনে করেন মরগান, 'ইংল্যান্ডের কোচিং ক্যারিয়ারের সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জের ভেতর দিয়ে যাচ্ছে ম্যাথু মট। আর এটি ঠিক করার জন্য ক্যারিবীয় ও যুক্তরাষ্ট্রে হতে যাওয়া টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের আগে অবশ্যই তাকে সময় দেওয়া উচিত।' তবে চ্যাম্পিয়নস ট্রফিতে কোয়ালিফাই করতে না পারলে মটকে ঘিরে ইসিবির ব্যবস্থাপনা পরিচালক রব কির ওপর চাপ বাড়বে বলে মনে করেন মরগান। এদিকে মটের পক্ষে কথা বলেছেন ফাস্ট বোলার মার্ক উডও। এখনো মটের প্রতি খেলোয়াড়দের সমর্থন আছে কি না, এমন এক প্রশ্নের জবাবে বিবিসিকে বলেছেন, 'টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপজয়ী কোচের জন্য? বিশ্বকাপজয়ী কোচের জন্য সমর্থন? অবশ্যই!' এরপর মরগান বলেন, সবকিছুর দায় কোচের ওপর দিলে চলবে না, 'খেলোয়াড় হিসেবে আপনার সবকিছুই আছে। সবকিছু আপনি কোচের ওপর চাপিয়ে দিতে পারেন না। মাঝেমধ্যে খেলোয়াড়দের নিজেদের দিকে তাকাতে হবে, দায়িত্ব নিতে হবে। আমি এ বিশ্বকাপে যথেষ্ট ভালো করিনি। আমার মনে হয় না এটির দায় আপনি অধিনায়ক বা কোচের ওপর দিতে পারেন। মাঝেমধ্যে নিজের দিকে তাকিয়ে বলতে হবে, আপনি যথেষ্ট ভালো করেননি।'

শ্রীলঙ্কাকে ৫৫ রানে গুঁড়িয়ে সবার আগে সেমিফাইনালে ভারত

মুম্বাই ঃ এশিয়া কাপ ফাইনাল থেকে এই ম্যাচে প্রেরণা নেওয়ার কথা গতকাল বলেছিল শ্রীলঙ্কা। প্রেরণা বলতে ৫০ রানে অলআউট হওয়ার দুঃস্মৃতি থেকে ঘুরে দাঁড়ানোর প্রত্যয়। কিন্তু ভারতই উল্টো কলম্বোর প্রেমাদাসার সেই দাপট ফিরিয়েছে মুম্বাইয়ের ওয়াংখেড়েতে।

দেড় মাস আগের এশিয়া কাপ ফাইনালে শুরুতে ১২ রানে ৬ উইকেট তুলে নিয়ে শ্রীলঙ্কাকে ৫০ রানে গুটিয়ে দিয়েছিল রোহিত শর্মার দল। আজ বিশ্বকাপের লিগ পর্বে শ্রীলঙ্কার ৬ উইকেট গেছে ১৪ রানে, শেষ পর্যন্ত অলআউট ৫৫ রানে!

বিশ্বকাপ ইতিহাসে আইসিসির পূর্ণ সদস্যদের মধ্যে এটি সর্বনিম্ন ইনিংস। তাও এমন সময়ে, যখন ভারতের তোলা ৩৫৭ রান তাড়া করতে নেমেছে শ্রীলঙ্কা। ৩০২ রানে জিতে প্রথম দল হিসেবে বিশ্বকাপের সেমিফাইনাল নিশ্চিত করেছে ভারত।

মুম্বাইয়ের ওয়াংখেড়েতে সাড়ে তিন শর বেশি রান তাড়া করতে নামা শ্রীলঙ্কা প্রথম বলেই হারায় পাতুম নিশাঙ্কার উইকেট। এলবিডব্লুর ফাঁদে ফেলে উইকেটটি তুলে নেন যশপ্রীত বুমরা। ১৭ সেপ্টেম্বর এশিয়া কাপের ফাইনালেও প্রথম ওভারে শ্রীলঙ্কার প্রথম উইকেট তুলে নিয়েছিলেন বুমরা, এরপর ঝড় তুলেছিলেন মোহাম্মদ সিরাজ। আজ মুম্বাইয়েও হয়েছে একই দৃশ্যের পুনরাবৃত্তি। বুমরা প্রথম উইকেট তুলে নেওয়ার পর সিরাজ এসে নিয়েছেন টানা তিন উইকেট।

ইনিংসের দ্বিতীয় ওভারে সিরাজ প্রথম বলে তুলে নেন দিমুথ করুনারত্নেকে, পঞ্চম বলে সাদিরা সামারাবিক্রমাকে। পরের ওভারের প্রথম বলে তাঁর শিকার শ্রীলঙ্কা অধিনায়ক কুশল মেন্ডিস।

এশিয়া কাপ ফাইনালে ১৬ বলে ৫ উইকেট নিয়েছিলেন সিরাজ, এ যাত্রায় প্রথম ৭ বলে ৩ উইকেট! সিরাজ আর বুমরার তোপে শ্রীলঙ্কার যখন চতুর্থ উইকেট হারায়, তখন স্কোরবোর্ডে রান মাত্র ৩। চারিত আসালাঙ্কাকে নিয়ে এরপর ছোটখাটো একটা প্রতিরোধ গড়ার চেষ্টা করেন অ্যাঞ্জেলো ম্যাথুস। রান হোক না হোক, উইকেট কামড়ে থাকার চেষ্টা করছিলেন দুজন। কিন্তু ইনিংসের দশম ওভারে মোহাম্মদ শামি বল হাতে নিতেই ভেঙে যায় সেই প্রতিরোধচেষ্টা। টানা দুই বলে ফেরান আসালঙ্কা ও দুশান হেমন্তকে।

শামি অবশ্য এখানেই থামেননি। দুষ্মন্ত চামিরাকে উইকেটকিপারের ক্যাচ বানানোর পর এক প্রান্ত আগলে রাখা ম্যাথুসকে ফেরান বোল্ডে। ২৯ রানে ৮ উইকেট হারিয়ে শ্রীলঙ্কা তখন বিশ্বকাপের সর্বনিম্ন রানে গুটিয়ে যাওয়ার শঙ্কায়। ২০০৩ বিশ্বকাপে কানাডাকে ৩৬ রানে গুঁড়িয়ে দিয়ে যে রেকর্ডের ভাগিদার বানিয়ে দিয়েছিল শ্রীলঙ্কাই।

তবে মহিশ তিকশানা আর কাসুন রাজিতার দৃঢ়তায় সর্বনিম্ন রানে অলআউটের লজ্জা থেকে বেঁচে যায় শ্রীলঙ্কা। নবম উইকেটে এ দুজনে মিলে ২৮ বলে যোগ করেন ২০ রান।

শামি রাজিতাকে আর রবীন্দ্র জাদেজা দিলশান মাদুশঙ্কাকে তুলে নিলে ১৯.৪ ওভারেই গুটিয়ে যায় শ্রীলঙ্কা। শামি ১৮ রানে নেন ৫ উইকেট।

লঙ্কানরা পুরো বিশ ওভার ব্যাট করতে না পারলেও ভারত ৫০ ওভার ব্যাট করে হারিয়েছে মাত্র ৮ উইকেট। রানও তুলেছে সাড়ে তিন শর বেশি। শুবমান গিল খেলেন সর্বোচ্চ ৯২ রানের ইনিংস। গিলের মতো শতকের সম্ভাবনা জাগিয়েছিলেন বিরাট কোহলি আর শ্রেয়াস আইয়ারও। কোহলি ৮৮ আর আইয়ার ৮২ রান করে ফেরেন। এ তিনজনেরসহ ভারতের পাঁচ ব্যাটসম্যানকে ফেরান মাদুশঙ্কা।

দিনশেষে এই মাদুশঙ্কাকে আউট করেই ভারত পেয়েছে স্মরণীয় এক জয়। যে জয় মনে করিয়ে দিয়েছে কলম্বোর এশিয়া কাপ ফাইনালকেও।

ওয়াংখেড়ের ভাস্কর্য টেন্ডুলকার নাকি স্মিথের

মুম্বাইঃ মুম্বাইয়ের ওয়াংখেড়ে স্টেডিয়ামে স্থাপিত শচীন টেন্ডুলকারের ভাস্কর্যটির সঙ্গে অস্ট্রেলিয়ান ব্যাটসম্যান স্টিভেন স্মিথের মিল খুঁজে পাচ্ছেন অনেকেই। স্মিথের নামের নকল অ্যাকাউন্ট থেকে শুরু করে সাংবাদিক, সমর্থকেরা এ নিয়ে মজা করার সুযোগও ছাড়ছেন না। গতকাল ওয়াংখেড়েতে উন্মোচন করা হয় টেন্ডুলকারের এই ভাস্কর্য। একটি অনুষ্ঠানে টেন্ডুলকারকে স্মারকও তুলে দেওয়া হয় মহারাষ্ট্র ক্রিকেট অ্যাসোসিয়েশনের পক্ষ থেকে। টেন্ডুলকার পরে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে কৃতজ্ঞতা জানিয়ে লেখেন, 'এ ভাস্কর্য শুধু আমার নয়। প্রত্যেক ননস্ট্রাইক প্রান্তে থাকা ব্যাটসম্যান, আমার ক্রিকেটের নায়কেরা, প্রত্যেক সতীর্থ, প্রত্যেক সহকর্মী, যাঁরা আমার পাশে ছিলেন, যাঁদের ছাড়া এ ভ্রমণ সম্ভব হতো না সবার প্রতি এটি উৎসর্গ।' আজ শ্রীলঙ্কার বিপক্ষে ওয়াংখেড়েতেই মুখোমুখি হয়েছে ভারত। এ ম্যাচ শুরুর আগে বিশেষ অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন টেন্ডুলকার নিজে, মাঠে বসে খেলাও দেখছেন তিনি। তবে টেলিভিশন সম্প্রচারে টেন্ডুলকারের ভাস্কর্যটি দেখানোর পরই স্মিথের সঙ্গে মিল খুঁজে পেয়েছেন অনেকেই। টেন্ডুলকার তুলে মেরে স্ট্রেইট ড্রাইভ খেলছেন, এমন একটি মুহূর্তের ভাস্কর্য বানানো হয়েছে। তবে হেলমেটের নিচে মুখের যে আদল, সেটির সঙ্গেই স্মিথের মিল খুঁজে পাচ্ছেন অনেকে। উইজডেনের সম্পাদক লরেন্স বুথ একটি স্ক্রিনশট শেয়ার করে লিখেছেন, 'মুম্বাইয়ের ওয়াংখেড়েতে ভাস্কর্য বসানোর জন্য স্টিভ স্মিথকে বেছে নেওয়া বেশ আগ্রহজাগানিয়া ব্যাপার।'

স্মিথের নামে থাকা একটি নকল অ্যাকাউন্ট থেকে আবার পোস্ট করে বলা হয়েছে, 'আমার ভাস্কর্য দেখতে পেরে ভালো লাগছে, তবে আমি আরেকটু লম্বা।' অবশ্য দুজনের দুটি ছবি পাশাপাশি দিয়ে আরেকজন বলেছেন, টেন্ডুলকারের ভাস্কর্যের সঙ্গে স্মিথের চেহারার মিল খুঁজে পাওয়ার কারণ, দুজন একটা বয়সে প্রায় একই রকম দেখতে ছিলেন! খেলোয়াড়দের ভাস্কর্য উন্মোচন হওয়ার পর বিতর্ক বা মজা তৈরি হওয়ার ঘটনা অবশ্য নতুন নয় একেবারেই। পর্তুগিজ ফুটবলার ক্রিস্টিয়ানো রোনালদোর এমন একটি ভাস্কর্যও বিতর্ক তৈরি করেছিল। সেটি কোনোভাবেই রোনালদোর মতো দেখতে হয়নি, বলা হচ্ছিল এমন।

ইসরায়েলগাজা যুদ্ধ থেকে চীন কী পেতে চায়?

বেইজিং (ওয়েবডেস্ক)ঃ ইসরায়েল এবং হামাসের মধ্যে সংঘাত যখন প্রকট রূপ নিয়েছে, তখন উভয় পক্ষের মধ্যে শান্তি প্রতিষ্ঠা করতে মধ্যস্থতাকারী হিসেবে ভূমিকা পালনের কথা জানিয়েছে চীন, যা অনেকেরই ধারণার বাইরে ছিল। কিন্তু এই মধ্যস্থতার মাধ্যমে চীন যেসব লক্ষ্য অর্জন করতে চায়, সেক্ষেত্রে বেশ কিছু চ্যালেঞ্জও রয়েছে। চীনের শীর্ষ কূটনীতিক ওয়াং ই গত সপ্তাহ শেষে ওয়াশিংটনে মার্কিন কর্মকর্তাদের সাথে ইসরায়েলহামাসের সংঘাত নিয়ে আলোচনা করেছেন। তিনি ওই বৈঠক করেছেন এমন সময় যখন এই সংঘাত আঞ্চলিক একটি বড় যুদ্ধে পরিণত হওয়ার আশঙ্কা তৈরি হয়েছে। যুক্তরাষ্ট্র প্রতিশ্রুতি দিয়েছে যে তারা এক্ষেত্রে একটি সমাধান খুঁজে বের করার জন্য চীনের সাথে কাজ করবে। চীনের মধ্যপ্রাচ্য বিষয়ক বিশেষ দূত ঝাই জুন আরব নেতাদের সাথে দেখা করতে মধ্যপ্রাচ্যে যাওয়ার পর মি. ওয়াং ইসরায়েল ও ফিলিস্তিনি প্রতিনিধিদের সাথে কথা বলেছেন।

মি. ওয়াং জাতিসংঘের বৈঠকেগুলোয় ওই অঞ্চলে যুদ্ধবিরতি প্রতিষ্ঠায় অন্যতম সোচ্চার ভূমিকা রেখেছিলেন।

আশা করা হচ্ছিল যে, আঞ্চলিক উত্তেজনা প্রশমন করতে ইরানের সাথে তাদের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ককে কাজে লাগাতে পারে চীন। ইরান গাজায় হামাস আর লেবাননে হেজবুল্লাহকে সমর্থন করে থাকে।

ফিন্যান্সিয়াল টাইমসের খবরে বলা হয়েছে, মার্কিন কর্মকর্তারা দৃশ্যত মি. ওয়াংকে ইরানিদের সাথে কথা বলে পরিস্থিতি শান্ত করে তোলার জন্য চাপ দিয়ে যাচ্ছে। চীন ইরানের সবচেয়ে বড় বাণিজ্যিক অংশীদার। এই বছরের শুরুতে অভাবনীয়ভাবে বেইজিং দুই বৈরি দেশ ইরান ও সৌদি আরবের মধ্যে সম্পর্ক সহজ করতে মধ্যস্থতা করেছিল। তেহরান বলেছে যে তারা গাজার পরিস্থিতি সমাধানে চীনের সাথে যোগাযোগ আরও জোরদার করতে প্রস্তুত রয়েছে।

মার্কিন প্রতিরক্ষা বিভাগের অধীনস্থ ন্যাশনাল ওয়ার কলেজের চীনা পররাষ্ট্রনীতি বিভাগের সহযোগী অধ্যাপক ডন মারফি বলেছেন, যেহেতু সংঘাতে সংশ্লিষ্ট সব পক্ষের সাথে চীনা সরকারের তুলনামূলকভাবে ভারসাম্যপূর্ণ সম্পর্ক রয়েছে, তাই চীনকে সৎ মধ্যস্থতাকারী হিসাবে বিবেচনা করা যেতে পারে।

বিশেষ করে ফিলিস্তিন, আরব, তুরস্ক ও ইরানের সঙ্গে চীনের ইতিবাচক সম্পর্ক রয়েছে বলে তিনি মনে করেন। যুক্তরাষ্ট্রের সাথে আবার ইসরায়েলের ভালো সম্পর্ক রয়েছে। ফলে যুক্তরাষ্ট্রকে সাথে নিয়ে চীন সংঘাতে সংশ্লিষ্ট সব পক্ষকে আলোচনার টেবিলে আনতে পারে,তিনি বলেন।

তবে অন্যান্য পর্যবেক্ষকরা মনে করেন যে, মধ্যপ্রাচ্যের রাজনীতিতে চীন তেমন শক্তিশালী ভূমিকায় অবতীর্ণ হতে পারবে না।

চীন এই ইস্যুতে গুরুত্বপূর্ণ বা প্রভাবশালী কোন দেশ নয়। এই অঞ্চলের মানুষের সাথে কথা বলে, চীন কোন সমাধান আনতে পারবে বা সমাধানে অবদান রাখতে পারবে তা কেউই আশা করে না, এমনটাই মনে করেন, আটলান্টিক কাউন্সিলের অনাবাসিক সিনিয়র ফেলো এবং মধ্যপ্রাচ্য ও চীন সম্পর্কের বিশেষজ্ঞ জোনাথন ফুলটন। সংঘাতের বিষয়ে চীনের প্রথম বিবৃতি ইসরায়েলকে ক্ষুব্ধ করেছিল এবং তারা সেজন্য গভীর হতাশা প্রকাশ করেছিল যে, চীনের বিবৃতিতে হামাসের কোন নিন্দা করা হয়নি বা ইসরায়েলের আত্মরক্ষার অধিকারের কথা উল্লেখ করা হয়নি।

হামাসের বন্দুকধারীরা গত ৭ই অক্টোবর গাজা উপত্যকা থেকে ইসরায়েলের উপর একটি নজিরবিহীন আক্রমণ করে। এতে ১৪শ জনেরও বেশি মানুষ নিহত হন এবং কমপক্ষে ২৩৯ জনকে জিম্মি করা হয়।

তারপর থেকে, ইসরায়েল গাজায় পাল্টা হামলা চালিয়ে আসছে। হামাস পরিচালিত স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের মতে, এ পর্যন্ত সাড়ে আট হাজারের বেশি ফিলিস্তিনি নিহত হয়েছে। ইসরায়েল এখন ওই অঞ্চলে সেনা ও ট্যাঙ্ক পাঠিয়েছে। এ বিষয়ে চীন তাদের প্রথম বিবৃতি নিয়ে ক্ষোভের মুখে পড়ে। পরে মিঃ ওয়াং ইসরায়েলকে বলেন যে সব দেশেরই আত্মরক্ষার অধিকার আছে। তবে তিনি অন্যান্য জায়গায় এটাও বলেছেন যে ইসরায়েলের পদক্ষেপগুলো আত্মরক্ষার প্রচেষ্টার বাইরে চলে গিয়েছে।

চীন বর্তমানে ভারসাম্য বজায় রাখার ক্ষেত্রে এক কঠিন পরিস্থিতির মুখোমুখি। কারণ দেশটি দীর্ঘদিন ধরে

ফিলিস্তিনের প্রতি প্রকাশ্যে তাদের সহানুভূতি প্রকাশ করে এসেছে।

চীনা কমিউনিস্ট পার্টির প্রতিষ্ঠাতা মাও জেদং-এর সময়কাল থেকেই চীন ফিলিস্তিনের প্রতি তাদের সমর্থনের কথা জানিয়ে আসছে।

বিশ্ব জুড়ে তথাকথিত জাতীয় মুক্তি আন্দোলনের সমর্থনে মাও জেদং ফিলিস্তিনিদের অস্ত্র পাঠিয়েছিলেন। মাও ইসরায়েলকে তাইওয়ানের সাথেও তুলনা করেছিলেন। উভয়ই যুক্তরাষ্ট্র সমর্থিত - এদের পশ্চিমা সাম্রাজ্যবাদের ঘাঁটি হিসাবে তিনি আখ্যা দিয়েছিলেন।

পরবর্তী দশকগুলোতে চীন অর্থনৈতিকভাবে সমৃদ্ধ হয়ে ওঠে এবং ইসরায়েলের সাথে সম্পর্ক স্বাভাবিক করে তোলে। এখন ইসরায়েলের সাথে চীনের শত কোটি ডলারের বাণিজ্যিক সম্পর্ক রয়েছে।

তবে ফিলিস্তিনিদের প্রতি সমর্থন অব্যাহত রাখার বিষয়টিও স্পষ্ট করে দিয়েছে চীন।

সাম্প্রতিক সংঘাতের বিষয়ে চীনা কর্মকর্তারা এমনকি প্রেসিডেন্ট শি জিনপিং একটি স্বাধীন ফিলিস্তিন রাষ্ট্রের প্রয়োজনীয়তার ওপর জোর দিয়েছেন।

এর পার্শ্বপ্রতিক্রিয়ায় অনলাইনে ইহুদি বিদ্বেষের প্রবণতা বৃদ্ধি পেয়েছে। মূলত জাতীয়তাবাদী ব্লগাররাই এ ধরনের বিদ্বেষ ছড়াচ্ছে। চীনের সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে কেউ কেউ ফিলিস্তিনিদের উপর গণহত্যা চালানোর অভিযোগ এনে ইসরায়েলের পদক্ষেপকে নাৎসিবাদের সাথে তুলনা করেছে। এসব বিষয় নিয়ে বেইজিংয়ের জার্মান দূতাবাস ক্ষুব্ধ প্রতিক্রিয়া জানিয়েছে।

এদিকে বেইজিংয়ে ইসরায়েলি দূতাবাসের এক কর্মীর পরিবারের সদস্যের ওপর ছুরিকাঘাতের ঘটনাও অস্বস্তি বাড়িয়েছে। চীন যখন ইসরায়েলি সরকারকে আলোচনায় সম্পৃক্ত করার চেষ্টা করছে তখন এসব ঘটনা তাদের ভাবমূর্তির ওপর প্রভাব ফেলছে।

এতো অনিশ্চয়তার পরও চীন কেন এই আলোচনায় জড়াচ্ছে?

একটি কারণ হল মধ্যপ্রাচ্যে তাদের অর্থনৈতিক স্বার্থ, সংঘাত ছড়িয়ে পড়লে যা বিপর্যয়ের মুখে পড়তে পারে।

বেইজিং এখন বিদেশ থেকে আমদানি করা তেলের ওপর ব্যাপকভাবে নির্ভরশীল। বিশ্লেষকদের ধারণা তাদের তেলের প্রায় অর্ধেক উপসাগরীয় দেশগুলো থেকে আসে। চীনের বেল্ট অ্যান্ড রোড ইনিশিয়েটিভে (বিআরআই) মধ্যপ্রাচ্যের দেশগুলো গুরুত্বপূর্ণ অংশ হয়ে উঠেছে। বিআরআই চীনের বৈদেশিক ও অর্থনৈতিক নীতির ভিত্তি হয়ে উঠেছে ।

মধ্যস্থতার আরেকটি কারণ হল এই সংঘাতকে কেন্দ্র করে বেইজিংয়ের তাদের হারানো সুনাম পুনরুদ্ধার করার সুবর্ণ সুযোগ পাবে।চীনের ধারণা, ফিলিস্তিনিদের পক্ষে দাঁড়ানো মানে আরব দেশ, মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ দেশ এবং গ্লোবাল সাউথের বড় অংশকে নিজেদের সাথে রাখা, ডা. মারফি উল্লেখ করেন।

এই যুদ্ধটি এমন এক সময়ে শুরু হয়েছে যখন চীন নিজেকে বিশ্বের কাছে যুক্তরাষ্ট্রের চেয়ে ভালো ব্যবসায়ী, বিনিয়োগকারী ও ক্রেতা হিসেবে উপস্থাপন করছে।

চীন, চলতি বছরের শুরু থেকে, যুক্তরাষ্ট্রের আধিপত্যবাদী নেতৃত্ব ব্যর্থ হয়েছে বলে প্রচার করে আসছে। এর সমালোচনার পাশাপাশি দেশটি চীনা নেতৃত্বাধীন বিশ্ব ব্যবস্থার একটি দৃষ্টিভঙ্গি প্রচার করতে শুরু করেছে।

ইসরায়েলকে সমর্থন দেয়ার জন্য আনুষ্ঠানিকভাবে যুক্তরাষ্ট্রকে আক্রমণ করা থেকে বিরত রয়েছে চীন ।

কিন্তু একই সময়ে চীনের রাষ্ট্রীয় মিডিয়া মধ্যপ্রাচ্যে যা ঘটছে এবং ইসরায়েলের প্রতি মার্কিন সমর্থনকে ঘিরে নানা ধরণের জাতীয়তাবাদী প্রতিক্রিয়া দেখাচ্ছে.. উল্লেখ করেছেন ড. মারফি। চীনে ইংরেজি ভাষার রাষ্ট্রীয় সংবাদপত্র দ্য গ্লোবাল টাইমস একটি কার্টুন চিত্র প্রকাশ করেছে যাতে দেখা যায় মার্কিন সরকারের প্রতিনিধিত্বকারী জনপ্রিয় চরিত্র আংকেল স্যাম মার্কিন পতাকা শোভিত টুপি পরে একটি রক্তাক্ত হাত তুলে রেখেছে এবং বলছে গাজায় কোন যুদ্ধ বিরতি নয়।

যুক্তরাষ্ট্র আগুনে ঘি ঢালছে বলে অভিযুক্ত করেছে চীনের সামরিক সংবাদপত্র পিএলএ ডেইলি।

ইউক্রেন যুদ্ধে কিয়েভকে সাহায্য করায় ওয়াশিংটনের সমালোচনা করার গিয়েও একই কথা বলেছিল বেইজিং। চীনে ইংরেজি ভাষার রাষ্ট্রীয় সংবাদপত্র দ্য গ্লোবাল টাইমস একটি কার্টুন চিত্র প্রকাশ করেছে যাতে দেখা যায় মার্কিন সরকারের প্রতিনিধিত্বকারী জনপ্রিয় চরিত্র আংকেল স্যাম মার্কিন পতাকা শোভিত টুপি পরে একটি রক্তাক্ত হাত তুলে রেখেছে এবং বলছে গাজায় কোন যুদ্ধ বিরতি নয়। পর্যবেক্ষকদের একটি অংশ মনে করছেন যে, বেইজিং যুক্তরাষ্ট্রের বিরুদ্ধে নিজেদের এমন একটি অবস্থান তৈরি করছে যে, যাতে বিশ্বে তাদের এই পশ্চিমা প্রতিদ্বন্দ্বীর প্রভাব কমিয়ে দিতে পারে। কিন্তু স্পষ্টভাবে হামাসকে নিন্দা না করে চীন তার নিজের অবস্থানকেও ক্ষুণ্ণ করার ঝুঁকিও নিয়েছে।

তবে চীনে এই দীর্ঘমেয়াদী উচ্চাকাঙ্ক্ষা অর্জনের ক্ষেত্রে বেশ কিছু চ্যালেঞ্জও রয়েছে।

এর মধ্যে একটি চ্যালেঞ্জ হল, চীনের দুটি বিপরীতমুখী অবস্থান এবং এর মধ্যে তাদের কূটনৈতিক অবস্থানকে ভারসাম্যেপূর্ণ করে তোলা।

কারণ চীন, ফিলিস্তিনি ভূখণ্ডে ইসরায়েলি দখলদারিত্বের বিরুদ্ধে অবস্থান নিয়েছে এবং এ ব্যাপারে মুসলিম অধ্যুষিত দেশগুলোর সাথে সংহতি জানিয়েছে।

আবার তাদের বিরুদ্ধেই নিজ দেশে উইঘুর মুসলিম সংখ্যালঘুদের ওপর গণহত্যা ও অধিকার খর্ব করার অভিযোগ রয়েছে। সেইসাথে তাদের জোরপূর্বক তিব্বতে পাঠিয়ে দেয়ার অভিযোগও উঠেছে।

তবে পর্যবেক্ষকরা বলছেন যে, আরব বিশ্বের সাথে চীন দৃঢ় সম্পর্ক গড়ে তোলার কারণে এই বিষয়গুলো সম্ভবত বড় কোন সমস্যা হয়ে দাঁড়াবে না।

বড় সমস্যা হল, বেইজিংকে এই সংকট সমাধানে ভাসাভাসা ভূমিকা রাখতে দেখা যাচ্ছে। তারা খুব জোরালোভাবে যুক্ত হচ্ছে না বলেই মনে করা হচ্ছে।

এর চেয়েও খারাপ বিষয় হল, বেইজিং তাদের স্বার্থের জন্য হামাস ও ইসরায়েল দ্বন্দ্বকে ব্যবহার করছে বলেও মনে করা হতে পারে।

চীন ধারণা করছে যে ফিলিস্তিনের প্রতি সমর্থন প্রকাশ করে তারা আরব দেশগুলির সাথে সম্পর্ক উন্নয়নের দিকে আরও এগিয়ে যেতে পারছে, যা ব্যতিক্রমী কিছু নয়, বলছেন ড. ফুলটন।

তিনি উল্লেখ করছেন, মধ্যপ্রাচ্যের এই ইস্যুতে আরব রাষ্ট্রগুলোর মধ্যেই অনেক বিভেদ রয়েছে।

তবে মি. ওয়াং ই দাবি করেছেন যে চীন কেবল মধ্যপ্রাচ্যে শান্তি চায় এবং ফিলিস্তিন প্রশ্নে তাদের স্বার্থের কোন ব্যাপার নেই।

কিন্তু চীনের সামনে চ্যালেঞ্জ হলো, এই বক্তব্যটি বিশ্বের সামনে সত্যি বলে প্রমাণ করে তোলা।

টুকরো খবর

পোশাক শ্রমিকদের মজুরি বাড়ানো নিয়ে যা ঘটছে

ঢাকা ঃ বাংলাদেশের তৈরি পোশাক খাতের শ্রমিকদের মজুরি পুনর্নির্ধারণের জন্য ১৫ই নভেম্বর পর্যন্ত সময় দেয়া হয়েছে শ্রমিক সংগঠনগুলোর পক্ষ থেকে। ইন্ড্রাস্টিঅল বাংলাদেশ কাউন্সিল এবং বাংলাদেশে শ্রমিক ফেডারেশন এর সভাপতি আমিরুল হক আমিন একথা জানিয়েছেন। তিনি বলেন, তারা আশা করছেন এই সময়ের মধ্যই নতুন মজুরি নির্ধারণ করার ঘোষণা আসবে। তৈরি পোশাক উৎপাদন ও রপ্তানিকারক প্রতিষ্ঠানগুলোর মালিকদের সংগঠন বিজিএমইএ এর ভাইস প্রেসিডেন্ট শহীদুল্লাহ আজিম বলেন, নভেম্বরের মধ্যেই মজুরি পুননির্ধারণের ঘোষণা দেয়া হবে। তবে সেটি কবে সে বিষয়ে কোন দিনক্ষণ জানাননি তিনি। তিনি বলেন, এরই মধ্যে মজুরি বোর্ড, সরকার ও গার্মেন্টস মালিকদের মধ্যে সমঝোতা আলোচনা চলছে। চতুর্থ ধাপের আলোচনা বুধবার অনুষ্ঠিত হয়েছে। আরো দুয়েক বার আলোচনার পর সব পক্ষের ঐক্যমত্যের ভিত্তিতে একটি সিদ্ধান্ত নেয়া হবে। এর আগে বাংলাদেশে ২০১৮ সালে শ্রমিকদের সর্বনিম্ন মজুরি আট হাজার টাকা ঘোষণা করা হয়েছিল। শ্রম আইন অনুযায়ী, প্রতি পাঁচ বছর পর পর নতুন মজুরি বোর্ড গঠনের মাধ্যমে শ্রমিকদের বেতন পুনরায় নির্ধারণ করার নিয়ম রয়েছে। পোশাক শ্রমিকদের মজুরি কত হবে তা নিয়ে বিভিন্ন পক্ষের মধ্যে এখন আলোচনা চলছে। এরই মধ্যে শ্রমিকদের পক্ষ থেকে সর্বনিম্ন মজুরি ২৩ হাজার টাকা থেকে ২৫ হাজার টাকা করার প্রস্তাব দেয়া হয়েছে। একে অযৌক্তিক দাবি বলে উল্লেখ করেছে বিজেএমইএ। সংস্থাটির পক্ষ থেকে শ্রমিকদের সর্বনিম্ন মজুরি ১১ হাজার টাকা করার প্রস্তাব দেয়া হয়েছে। এখন উভয় পক্ষের মধ্যে আলোচনার মাধ্যমে একটি সমঝোতার চেষ্টা করা চলছে।

মজুরি বাড়ানোর দাবিতে এরই মধ্যে দেশের বিভিন্ন স্থানে বিক্ষোভ করেছে পোশাক শ্রমিকরা। বুধবারও রাজধানীর বিভিন্ন এলাকায় বিক্ষোভ হয়েছে। বাংলাদেশের বিভিন্ন সংবাদ মাধ্যমের খবরে বলা হচ্ছে, গত প্রায় সপ্তাহ খানেক সময় ধরে মজুরি বাড়ানোর দাবিতে বিক্ষোভ করে আসছে পোশাক শ্রমিকরা। ঢাকার মিরপুর, খিলগাঁও ছাড়াও আশুলিয়া, সাভার ও গাজীপুর এলাকায় বিক্ষোভ হয়েছে। এই বিক্ষোভে এখন পর্যন্ত দুই জনের মৃত্যু হয়েছে। শ্রমিক নেতা মি. আমিরুল হক বলেন, পোশাক শ্রমিকরা বিক্ষোভ করলেও ভাঙচুর ও অনাকাঙ্ক্ষিত পরিস্থিতির জন্য তারা দায়ী নয়। তিনি বলেন, ''শুক্রবার থেকে শ্রমিকরা নিজেরাই স্বতঃস্ফূর্তভাবে রাস্তায় নেমেছে। আর অধিকাংশ জায়গায় শ্রমিকরা নয় বরং বহিরাগত ও ঝুট ব্যবসায়ীদের লোকজন বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করেছে।'' বিক্ষোভকে আমরা ধারণ করলেও ভাঙচুর, জ্বালাও পোড়াও, অবরোধ এগুলা গার্মেন্টসের শ্রমিকদের সহযোগিতা করবে না, বরং এটা মজুরি বৃদ্ধির আন্দোলনকে ক্ষতিগ্রস্ত করবে, তিনি বলেন। এজন্য মজুরি বৃদ্ধি না হওয়া পর্যন্ত পোশাক শ্রমিকদের ধৈর্য ধরার আহ্বান জানানো হয়েছে উল্লেখ করে তিনি বলেন, নভেম্বরের ১৫ তারিখের মধ্যেই এই সংকটের সমাধান হবে বলে আশা করছেন তারা। রাজধানীর খিলগাঁও এলাকার বাসিন্দা এবং পোশাক শ্রমিক শিল্পী বলেন, তিনি বুধবার সকাল থেকে নতুন মজুরির দাবিতে বিক্ষোভে অংশ নিয়েছেন। দুপুরে বাসায় ফিরেছেন। তিনি বলেন, ২৫ হাজার টাকা ন্যূনতম মজুরির দাবিতে বিক্ষোভ করছেন তারা। তাদের এ দাবি মেনে নেয়া না হলে আঃেদালন সারা দেশে ছড়িয়ে পড়বে বলেও তিনি মনে করেন। ২৫ হাজার টাকা কি আমরা বেতন বেশি চাইয়া ফালাইছি? যে হারে দফায় দফায় জিনিসপত্রের দাম বাড়ে বলেন। এই হিসেবে ২৫ হাজার কি গার্মেন্টস শ্রমিকরা বেশি চাইছে? তিনি প্রশ্ন করেন।

মিজ শিল্পী জানান, নতুন এই মজুরির পাশাপাশি তাদের আরো দাবি রয়েছে। আর সেটি হচ্ছে, এক বছর পর পর বেতন বাড়াতে হবে। সব কিছুর দাম কিন্তু আমাদের জন্য পাঁচ বছর অপেক্ষা করে না। সব কিছুর দাম বাড়ছে, যেমন কারেঃট বিল, গ্যাস বিল, পানির বিল। কিন্তু গার্মেন্টস শ্রমিকের বেতন বাড়ে না। এদিকে পোশাক শ্রমিক ফেডারেশনের সভাপতি আমিরুল হক আমিন বলেন, পোশাক শ্রমিকদের সর্বনিম্ন ২৩ হাজার টাকা মজুরির দাবি উত্থাপন করেছেন তারা। এই বেতনের মধ্যে ৬৫ শতাংশ মূল বেতন, বাৎসরিক ১০ শতাংশ বেতন বৃদ্ধি, ৭টি গ্রেডের পরিবর্তে ৫টি গ্রেড করার দাবি তারা তুলে ধরেছেন। এই দাবির সাথে অন্যান্য শ্রমিক সংগঠনগুলোও ঐক্যমত্য জানিয়েছে। গত ৮ই অক্টোবর পোশাক শ্রমিকদের ন্যূনতম মজুরি ১৭ হাজার ৫৬৮ টাকা করার প্রস্তাব দেয় সেঃটার ফর পলিসি ডায়ালগ সিপিডি। মূল্যস্ফীতিসহ দেশের সার্বিক অর্থনৈতিক অবস্থা বিবেচনায় নিয়ে সংস্থাটি ৯ হাজার ৫৬৮ টাকা বাড়ানোর প্রস্তাব করে সংস্থাটি। রাজধানীতে এক সংবাদ সম্মেলনে সেসময় সংস্থাটি জানিয়েছিল, জাতিসংঘের মানবাধিকার সংক্রান্ত নীতিমালার আলোকে এই ন্যূনতম মজুরি বিবেচনা করেছেন তারা। ঢাকা, নারায়ণগঞ্জ, গাজীপুর ও চট্টগ্রামের ৭৬টি পোশাক কারখানার উপর জরিপ করে সংস্থাটি জানায়, ২৭ শতাংশ কারখানা মালিক মনে করেন তারা ১২ হাজার থেকে ২১ হাজার টাকা পর্যন্ত বেতন দিতে পারেন। তৈরি পোশাক উৎপাদন ও রপ্তানি বিষয়ক প্রতিষ্ঠান বিজিএমইএ-এর ভাইস প্রেসিডেঃট শহীদুল্লাহ আজিম বলেছেন, শ্রমিকদের মজুরি কত হবে তা নিয়ে আলোচনা চলছে। এরই মধ্যে একটি মজুরি কমিটি গঠন করা হয়েছে। মালিকপক্ষ, সরকার এবং শ্রমিক পক্ষের মধ্যে এ বিষয়ে এরই মধ্যে চতুর্থ দফা আলোচনাও বৈঠক হয়েছে বলে তিনি জানান। তিনি বলেন, মজুরি যাই হোক না কেন সেটি নভেম্বর মাসের মধ্যেই ঠিক করা হবে। ডিসেম্বর থেকে এই নতুন মজুরি কাঠামো কার্যকর করা হবে। আগামী বছরের জানুয়ারির শুরুতে বেতনের সাথে নতুন ঘোষিত মজুরি শ্রমিকদের বুঝিয়ে দেয়া হবে। শ্রমিকদের প্রস্তাবের বিষয়ে মি. আজিম বলেন, শ্রমিকরা যে প্রস্তাব দিয়েছে তা আসলে পুরোপুরি বাস্তবায়ন করা সম্ভব নয়। এটি মেনে নেয়া হলে অনেক কারখানা বন্ধ করে দিতে বাধ্য হবে। তিনি বলেন, শুধু বললেই তো হবে না, ত্রিশ, চল্লিশ, পঞ্চাশ...এটা শ্রমিক মালিক সবার মধ্যেই একটা মিল থাকতে হবে। এভাবে বললে দেখা যাবে অনেকে চালাইতে(কারখানা) পারবে না। বন্ধ হয়ে যাবে। ডিসিশনটা যেটা হয়, শ্রমিকদেরও বাঁচতে হবে, ফ্যাক্টরিও চালাইতে হবে, তিনি বলেন। বিজিএমইএর এই ভাইস প্রেসিডেন্ট বলেন, মজুরি বোর্ড মূল্যস্ফীতির মতো সার্বিক পরিস্থিতি বিবেচনায় নিয়েই তাদের সিদ্ধান্ত জানাবে। সরকার, শ্রমিক ও মালিকপক্ষ সব পক্ষ থেকেই একটি করে প্রস্তাব দেয়া হয়। এরপর আলোচনার পর একটি অভিন্ন সিদ্ধান্ত নেয়া হয় মজুরি নির্ধারণের বিষয়ে। এ বছর মালিকপক্ষ ১১ হাজার টাকা ন্যূনতম মজুরি করার প্রস্তাব দিয়েছে। শ্রমিকদের দাবি করে মজুরি এবং মালিকপক্ষের দেয়া প্রস্তাবের মধ্যে ১২-১৫ হাজার টাকার ফারাক রয়েছে। তিনি বলেন, ২০১৮ সালে শ্রমিকদের যে মজুরী নির্ধারণ করা হয়েছিল বর্তমান সময়ের সাথে সেটি তুলনা করে ৩০ শতাংশ মজুরী বাড়ানোর প্রস্তাব দেয়া হয়েছে। সেই সময় তৈরি পোশাক কারখানার শ্রমিকদের ন্যূনতম মজুরি নির্ধারণ করা হয়েছিল ৮ হাজার টাকা বা ৯৫ ডলার ৩৫ সেন্ট। গার্মেন্টস কারখানা বন্ধ রাখার একটা হুশিয়ারি দেয়া হয়েছিল মালিকপক্ষের দিক থেকে। এ বিষয়ে মি. আজিম বলেন, মজুরি ঘোষণার আগেই একটি অস্থির অবস্থার সৃষ্টি করা হয়েছে। যার আসলে যৌক্তিকতা নেই। দেখা যায় শ্রমিকদের মধ্যে বাইরে থেকে একটা উস্কানি হয়। সব মিলিয়ে একটা ঝামেলা হয়। যে ফ্যাক্টরিগুলো চলছে সেগুলো চলবে। আর যদি কোন ফ্যাক্টরি বন্ধ করে ভাঙচুর করা হয়, তাহলে সেগুলো বন্ধ থাকবে। সব কিছুই আইন মেনে করা হবে। মজুরি বাড়ানোর দাবি মানার বিষয়ে শ্রমিক সংগঠনগুলো আশাবাদী হলেও শ্রমিকরা বলছেন, তাদের দাবি মানা না হলে আরো বড় আঃেদালনে যাবেন তারা। পোশাক শ্রমিক মিজ. শিল্পী বলেন, এরই মধ্যে যেহেতু মজুরি বাড়ানোর দাবি জানাতে গিয়ে দুই শ্রমিক প্রাণ দিয়েছে, তাই তাদের এ দাবি পূরণ করা না হলে আন্দোলন থেকে পিছু হটবেন না তারা। একই সাথে যারা প্রাণ হারিয়েছে তাদের স্বজনদের ক্ষতিপূরণ দিতে হবে। এখন তো দুই শ্রমিক মাইরা ফালাইছে, এখন তো ২৫ হাজারে কমে কেউ মানবে না। এখন সব শ্রমিক নামবে রাস্তায়। পোশাক শ্রমিক ফেডারেশনের সভাপতি আমিরুল হক আমিন বলেন, শ্রমিকদের পক্ষ থেকে যে দাবিগুলো তুলে ধরা হয়েছে সেগুলো ১৫ই নভেম্বরের মধ্যে মেনে নেয়ার সময় বেধে দেয়া হয়েছে। তারা আশা করছেন এই সময়ের মধ্যে একটি সিদ্ধান্তে পৌঁছাতে পারবে মজুরি বোর্ড ও মালিক পক্ষ। এর কারণ হিসেবে মি. হক বলেন, সামনে যেহেতু নির্বাচন এবং খুব দ্রুতই নির্বাচনী তফসিল ঘোষণা করা হবে। এমন পরিস্থিতিতে সরকার শ্রমিকদের বিষয়টি সমাধানে এটি আমলে নিবে বলে মনে করেন তারা। তিনি বলেন, ব্যবসায়ী মহল লক্ষ্য করেছে যে, পোশাক শ্রমিকদের বিক্ষোভকে অনেক রাজনৈতিক দলও তাদের অনুকূলে ব্যবহারের চেষ্টা করছে। যা কোন শুভ লক্ষণ নয়। এ কারণে তাদের দাবি শিগগিরই পূরণ হবে বলে মনে করেন তারা।

নেতাদের গ্রেফতারকারাদণ্ড বিএনপির জন্য কি নতুন চ্যালেঞ্জ?

ঢাকা : বাংলাদেশের বিরোধী দল বিএনপির কয়েকজন সিনিয়র নেতাকে গ্রেফতারের পর বাকী নেতাদের অনেকেই গ্রেফতারের আশংকায় আত্মগোপন করেছেন। বিশেষ করে দলটি যখন তাদের 'সরকার পতনের চূড়ান্ত আন্দোলনের' কর্মসূচি পালন করছে তখন সিনিয়র নেতাদের গ্রেফতার বা আত্মগোপন নতুন করে দলটির জন্য কোন সংকট তৈরি করছে কিনা সেই প্রশ্নও উঠছে। তবে দলটির নেতারা দাবি করছেন যে গ্রেফতার বা মামলায় সাজা দিয়ে অনেক নেতাকে রাজনীতির মাঠ থেকে সরানো হলেও তাতে দলের অভ্যন্তরে কোন সংকট তৈরি হবে না। কারণ তারা মনে করেন দলটিতে নেতৃত্বের ধারাবাহিকতা আছে এবং কেউ গ্রেফতার হলে বিকল্প নেতারাই দায়িত্ব কাঁধে তুলে নিবেন। এমনটি যে ঘটতে পারে তা আমাদের জানাই ছিলো। এজন্য আগে থেকেই দল প্রস্তুত আছে। সে কারণে নেতাদের গ্রেফতার কিংবা শাস্তিতে দলে সংকট হবে না। বরং আন্দোলনের মাধ্যমেই আটক নেতারা বেরিয়ে আসবেন, বিবিসি বাংলাকে বলছিলেন দলটির স্থায়ী কমিটির সদস্য সেলিমা রহমান। বিএনপির আইন বিষয়ক সম্পাদক কায়সার কামাল বিবিসি বাংলাকে বলছেন যে আগামী জাতীয় সংসদ নির্বাচনে 'বিএনপির প্রার্থী হতে পারে এমন নেতাদেরই 'টার্গেট করে আটক বা আদালতের মাধ্যমে শাস্তি দেয়া হচ্ছে'। কিন্তু দলের নেতৃত্বের ধারাবাহিকতা থাকায় এ চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা তাদের জন্য কঠিন কিছু হবে না বলেই মনে করেন তিনি।

মোদী সরকারের ইসরায়েল নীতি কি আরব দেশগুলোকে আরও ক্ষুব্ধ করবে?

নয়া দিল্লি (এজেন্সী) : রাশিয়া ২০২২ সালের ফেব্রুয়ারিতে ইউক্রেনে হামলা চালানোর পর ভারতের নরেন্দ্র মোদী সরকার নিজ দেশের স্বার্থ বজায় রাখা এবং পশ্চিমা চাপের কাছে নতি স্বীকার না করার যে পররাষ্ট্রনীতি নিয়েছিল, তা ব্যাপকভাবে প্রশংসিত হয়।

এমনকি বিরোধীরাও একমত ছিলেন যে সরকারের এই সিদ্ধান্ত ভারতের পক্ষে। রাহুল গান্ধীও বলেছিলেন, তিনি সরকারকে এ বিষয়ে সমর্থন করেন। ইউক্রেন রাশিয়া যুদ্ধের সময়, ভারত নিজেকে গ্লোবাল সাউথের কণ্ঠস্বর হিসাবে তুলে ধরার চেষ্টা করেছিল এবং জি -২০ শীর্ষ সম্মেলনে সর্বসম্মতিক্রমে একটি প্রস্তাব পাস করাতেও সফল হয়েছিল।

অথচ ইসরায়েল হামাসের যুদ্ধে যখন হাজার হাজার সাধারণ মানুষ প্রাণ হারাচ্ছেন, তখন কিন্তু ভারতের পররাষ্ট্রনীতি প্রশ্নের মুখে।

বিশেষজ্ঞদের অনেকে মনে করেন, রাশিয়া ইউক্রেন যুদ্ধের সময় মোদী সরকার যে অবস্থান নিয়েছিল, হামাস ইসরায়েলের যুদ্ধে ঠিক তার উল্টো নীতি অনুসরণ করছে।

তাঁদের মতে প্রথম ক্ষেত্রে ভারত পশ্চিমা বিশ্বের বিরুদ্ধে দৃঢ়ভাবে দাঁড়ালেও ইসরায়েল গাজার যুদ্ধের ক্ষেত্রে খোলাখুলিভাবে তাদের (পশ্চিমের) পক্ষে রয়েছে মোদী সরকার। বিষয়টিকে কেউ কেউ দ্বিচারিতা বলেও মন্তব্য করেছেন।

তবে ভারতের পররাষ্ট্রমন্ত্রী এস জয়শঙ্কর সমস্ত প্রশ্ন নস্যাৎ করে জানিয়েছেন, সন্ত্রাসবাদের বিষয়ে ভারত কোনও ধরনের নমনীয়তা দেখায় না। গত ৭ই অক্টোবর ইসরায়েলে যে সন্ত্রাসী হামলা হয়েছে তার বিরুদ্ধে ভারত দৃঢ়ভাবে রুখে দাঁড়াবে।

জাতিসংঘে ভারতের অবস্থান নিয়ে প্রশ্ন

গাজায় যুদ্ধবিরতি এবং মানবিক সহায়তা অবিলম্বে পৌঁছে দেওয়ার বিষয়ে গত সপ্তাহে জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদে একটি প্রস্তাব উত্থাপন করা হয়। ওই প্রস্তাবের ওপর ভোটাভুটিতে অংশ নেয়নি ভারত।

ইউক্রেন রাশিয়া যুদ্ধ নিয়ে জাতিসংঘে উত্থাপিত প্রস্তাবেও ভোটদানে বিরত ছিল ভারত।

আমেরিকা সহ পশ্চিমা দেশগুলো জাতিসংঘে রাশিয়ার বিরুদ্ধে আনা প্রস্তাবে ভোট দেওয়ার বিষয়ে চাপ দিলেও ভারত মাথা নত করেনি।

এমনকি পাকিস্তানেও ভারতের স্বাধীন পররাষ্ট্রনীতি প্রশংসিত হয়েছে। পাকিস্তানের তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী ইমরান খান খোলাখুলিভাবে ভারতের স্বাধীন পররাষ্ট্রনীতির প্রশংসা করেছিলেন।

কিন্তু এবার ইসরায়েল ও ফিলিস্তিন সংকটে ভারতের অবস্থানকে নিরপেক্ষ বলে মনে করা হচ্ছে না। অন্যদিকে রাশিয়া ও ইউক্রেনের যুদ্ধে ভারতের নিরপেক্ষতার পক্ষে অনেক যুক্তি ছিল।

রাশিয়ার ওপর ভারতের প্রতিরক্ষা বিষয়ক নির্ভরতা, সোভিয়েত আমল থেকেই কাশ্মীরের ব্যাপারে ভারতের পক্ষ নেওয়া বা আন্তর্জাতিক বাজারে অপরিশোধিত তেলের মূল্য বৃদ্ধি হওয়া সত্ত্বেও রাশিয়ার কাছ থেকে সস্তায় তেল পাওয়া এমন অনেক যুক্তি ছিল।

এরই মাঝে, রুশ প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিনের সামনে প্রধানমন্ত্রী মোদী বলেন, এটা যুদ্ধের যুগ নয়। ভারতের এই মনোভাবের কারণেই, জি -২০ শীর্ষ সম্মেলনে সর্বসম্মতিক্রমে ভারত তার প্রস্তাবটি পাশ করাতেও সফল হয়েছিল।

কিন্তু হামাস ইসরায়েলের যুদ্ধে হাজার হাজার বেসামরিক নাগরিকের প্রতিনিয়ত মৃত্যু হচ্ছে। ৭ই অক্টোবর ইসরায়েলে হামাসের হামলায় যত বেসামরিক নাগরিকের মৃত্যু হয়েছিল তার চেয়ে অনেক গুণ বেশি বেসামরিক ফিলিস্তিনি মারা গিয়েছে ইসরায়েলি সৈন্যের হানায়। এবং এটা এখনও অব্যাহত।

এই পরিস্থিতিতে মানবিক সহায়তা দেওয়ার জন্য জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদে যে যুদ্ধবিরতির প্রস্তাব আনা হয়েছিল তাতে ভোট দেওয়া থেকে বিরত ছিল ভারত।

অনেকে মনে করেন ভোটপ্রদান থেকে বিরত থাকার পিছনে ভারতের কাছে তেমন কোনও যুক্তিযুক্ত কারণ ছিল না। অন্য দিকে, ভারতের যুক্তি, জাতিসংঘের প্রস্তাবে হামাসের হামলার উল্লেখ করা হয়নি।

ভারত চেয়েছিল ওই প্রস্তাবে হামাসের হামলার কথা উল্লেখ করা হোক এবং এর সমালোচনা করা হোক।

আরব দেশগুলি কতটা সৎ ?

জাতিসংঘে ভারতের সাবেক স্থায়ী প্রতিনিধি টি এস তিরুমূর্তি ইসরায়েল হামাস যুদ্ধ নিয়ে ভারতের অবস্থান সম্বন্ধে ইংরেজি সংবাদপত্র 'দ্য হিন্দু'তে লিখেছেন, ভারত সবসময় ইসরাইল ফিলিস্তিন সংকটের সমাধান দ্বিরাষ্ট্রীয় তত্ত্বের ভিত্তিতে দেখে এসেছে। ইসরায়েলে সহিংস হামলার বিষয়ে ভারতের উদ্বেগের যথেষ্ট কারণ রয়েছে।

'আরব বিশ্ব যখন ইসরায়েলের সঙ্গে সম্পর্ক স্বাভাবিক করার চেষ্টা করছিল, তখন ভারত এই পদক্ষেপের বিপক্ষে ছিল না। 'আইটুইউটু' গ্রুপও (ভারত, ইসরায়েল, সংযুক্ত আরব আমিরাত এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র) ওই একই দৃষ্টিভঙ্গি মেনে চলে। ভারতের জন্য শুধুমাত্র সন্ত্রাসবাদের বিরুদ্ধেই নয়, গাজার মানবিক বিপর্যয়ের বিরুদ্ধেও রুখে দাঁড়ানো উচিত।

মি. তিরুমূর্তি আরও লিখেছেন, ইসরায়েল ফিলিস্তিন সংকটে পশ্চিমা দেশগুলিকে তাদের ভণ্ডামি এবং দ্বিচারিতার বিষয়ে প্রশ্ন করা যেতেই পারে কিন্তু আরব দেশগুলি কি একেবারেই নির্দোষ? আরব দেশগুলো কি ফিলিস্তিনিদের এক কোণে ঠেলে দেওয়ার জন্য দায়ী নয়?

ইসরায়েলের সঙ্গে সম্পর্ক স্বাভাবিক করার দৌড়ে আরব দেশগুলো ফিলিস্তিনিদের বিভিন্ন বিষয় নিয়ে কথা বলতে গিয়ে বলেছে, ইসরায়েল এখন ফিলিস্তিনের অন্য কোনো অঞ্চলকে নিজেদের অন্তর্ভুক্ত করার কথা ভাবছে না। কিন্তু বাস্তবে ইসরাইল ঠিক তার উল্টো কাজ করছে।

তিনি আরও বলেন, ইসরায়েলের প্রধানমন্ত্রী ইরানকে মধ্যপ্রাচ্যে ইস্যু করার চেষ্টা করছেন, ফিলিস্তিনকে নয়। এই মুহূর্তে ইসরায়েলের বিষয়ে আরব দেশগুলোয় যে প্রতিক্রিয়া দেখা যাচ্ছে তা রাস্তায় রাস্তায় ফিলিস্তিনিদের সমর্থনে বিক্ষোভ বন্ধ করার জন্য।

গাজায় ইসরায়েলি হামলা রুখতে আরব কি তাঁদের তেলের ভাণ্ডারকে হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করতে পারত না? ফিলিস্তিনিদের অধিকার উপেক্ষা করে ইসরায়েলের সঙ্গে সম্পর্ক স্বাভাবিক করতে চাইলে তাদের শেষরক্ষা হবে না, বিশেষত এমন একটা সময়ে যখন উপসাগরীয় দেশগুলোতে উদার সরকার গঠনের কথা বলা হচ্ছে। আন্তর্জাতিক বিষয়ক বিশেষজ্ঞ নিরুপমা সুব্রহ্মণ্যম লিখেছেন, 'জাতিসংঘে নিযুক্ত ভারতের উপস্থায়ী প্রতিনিধি ভোটদানে বিরত থাকার পক্ষে যে যুক্তি দিয়েছেন, তা থেকে এটাই বেশি মনে হচ্ছে ঠিক কেন ভারতের এই প্রস্তাবের পক্ষে ভোট দেওয়া উচিত ছিল।'

ভারতের উপস্থায়ী প্রতিনিধি যোজনা পটেল জাতিসংঘে ভারতের তরফে যে বিবৃতি দেন তাতে বলা হয়েছিল গাজায় শিশু, নারী ও বেসামরিক নাগরিকদের প্রাণহানি উদ্বেগজনক এবং এই মানবিক সঙ্কটের সমাধান শীঘ্রই করতে হবে। গাজায় আটকা পড়া বেসামরিক নাগরিকদের মানবিক সহায়তার বিষয়টিকে স্বাগত জানিয়েছে ভারত।

মানবিক সহায়তাও পাঠানো হয়েছে ভারতের পক্ষ থেকে। গাজায় যে যুদ্ধ এখনও চলছে তা মানবিক সঙ্কট আরও বাড়িয়ে তুলবে। ভারত মনে করে ইসরায়েল ফিলিস্তিনের সমস্যার দ্বিরাষ্ট্রীয় সমাধান হতে পারে।

জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদে মোট ৪৫টি দেশ এই প্রস্তাবের ভোটদানে যোগ দেয়নি। ১২০টি দেশ প্রস্তাবের পক্ষে এবং ১৪টি দেশ বিপক্ষে ভোট দিয়েছে। যেসব দেশ ভোটদানে বিরত ছিল, তাদের বেশির ভাগই ছিল পশ্চিমা দেশ। এশিয়ার দেশগুলোর মধ্যে ভারত ও জাপান ভোটদান থেকে বিরত ছিল। প্রসঙ্গত, চীন ও রাশিয়া এই প্রস্তাবের পক্ষে ভোট দিয়েছে।

ভোটদানে যে ৪৫টি দেশ অংশ নেয়নি, তাদের বক্তব্য ছিল, প্রস্তাবে ৭ই অক্টোবর ইসরায়েলে হামাসের 'সন্ত্রাসী হামলার' কথা উল্লেখ করা হয়নি। কানাডা প্রস্তাবে হামাস হামলার উল্লেখ অন্তর্ভুক্ত করার জন্য সংশোধনের বিষয় উত্থাপন করেছিল এবং ভারত তা সমর্থনও করে। তবে সংশোধনটি পাশ করানো যায়নি।

ভারত তার বিবৃতিতে সন্ত্রাসবাদের সমালোচনা করে বলেছিল যে সন্ত্রাসবাদের কোনও সীমানা, বা জাতি নেই। ভারত সন্ত্রাসবাদের বিরুদ্ধে একজোট হওয়ার আহ্বান জানালেও হামাসের নাম উল্লেখ করেনি।

দিল্লির জওহরলাল নেহেরু বিশ্ববিদ্যালয়ের (জেএনইউ) সেন্টার ফর ওয়েস্ট এশিয়া স্টাডিজের প্রাক্তন অধ্যাপক এ কে পাশা মনে করেন ইসরায়েল হামাস যুদ্ধে ভারত যে মনোভাব দেখিয়েছে তা মোদী সরকারের দ্বৈত নীতির প্রতিফলন। অধ্যাপক পাশা বলেন, ইউক্রেন ও রাশিয়ার যুদ্ধে স্বাধীন পররাষ্ট্রনীতি নিয়ে গ্লোবাল সাউথের কন্ঠস্বর হওয়ার প্রচেষ্টা ভারতের ব্যর্থ হয়েছে। গাজায় প্রতিদিন ফিলিস্তিনি, শিশু ও নারীদের হত্যা করা হচ্ছে। এটি বন্ধ করার জন্য যখন জাতিসংঘে একটি প্রস্তাব আসে, তখন ভারত ভোটদান থেকে বিরত ছিল। ভারত কোন মুখে বলবে সে গ্লোবাল সাউথের কণ্ঠস্বর?

অধ্যাপক পাশা আরও বলেন, গত ৭ই অক্টোবর হামাসের হামলার পর প্রধানমন্ত্রী বলেছিলেন, ভারত ইসরায়েলের পাশে রয়েছে। তিনি এটিকে সন্ত্রাসী হামলা বলে আখ্যা দিলেও হামাসের নাম উল্লেখ করেননি।

পাঁচদিন পর যখন ভারতের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের বিবৃতি আসে, তখন তারা দ্বিরাষ্ট্র সমাধানের কথা বলে। সারা বিশ্বে ঢাক বাজিয়ে ভারত গাজায় মানবিক ত্রাণ সামগ্রী পাঠায়। কিন্তু গাজায় মানবিক সহায়তা পৌঁছে দেওয়ার জন্য জাতিসংঘে যুদ্ধবিরতির প্রস্তাব উঠলে ভোট দিতে অসম্মত হয়। মোদী সরকারের এই অবস্থানের পিছনে কারণ কী? এ বিষয়ে অধ্যাপক পাশা বলেন, ওদের নির্বাচনে জিততে হবে। বিজেপি জানে ভারতের জনসাধারণের আবেগ ইসরায়েলের পক্ষে। এটা স্পষ্ট যে জনসাধারণের অনুভূতি ধর্মের ভিত্তিতে বিভক্ত।

কিন্তু আমি মনে করি, মোদী সরকার নির্বাচনে জেতার জন্য ভারতের স্বার্থ ও স্বাধীন পররাষ্ট্রনীতিকে ঝুঁকির মুখে ঠেলে দিয়েছে।

অধ্যাপক পাশার কথায়, এটি মোদী সরকারের গ্লোবাল সাউথের কণ্ঠস্বর হওয়ার প্রচেষ্টায় বাধা তৈরি করেছে এবং উপসাগরীয় ইসলামিক দেশগুলিতেও তার অবস্থানে দীর্ঘমেয়াদী নেতিবাচক প্রভাব ফেলেছে।

গাজায় নেতানিয়াহু সামরিক পদক্ষেপ এখনই থামবে না বরং দীর্ঘদিন চলবে। আরব দেশগুলো খুব বেশিদিন চুপ করে এসব দেখবে না। হয়ত তারা জ্বালানি সরবরাহ বন্ধ করার বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেবে এবং যদি তা হয় তাহলে ভারতও ভীষণভাবে প্রভাবিত হবে।

অধ্যাপক পাশা আরও জানিয়েছেন, কাতারে আটজন ভারতীয়র মৃত্যুদণ্ড ঘোষণা ইসরায়েলের বিষয়ে ভারতের অবস্থানের সঙ্গে সম্পর্কিত। শুধু তাই নয়, আগামী সময়ে উপসাগরীয় দেশগুলিতে কর্মরত ৯০ লাখ ভারতীয়ের ভবিষ্যতের উপরও এর প্রভাব পড়বে।

ভারত যুক্তি দিয়েছিল যে ভারতীয়রা রাশিয়ার তেল থেকে উপকৃত হচ্ছে তাই এর আমদানি বন্ধ হবে না। কিন্তু ইসরায়েলের পাশে দাঁড়ালে আরব দেশের সঙ্গে সুসম্পর্ক বজায় রাখতে পারবে না ভারত। আবার আরব দেশের সঙ্গে সম্পর্কের অবনতি হলে ভারতীয়রা ব্যাপক ক্ষতির সম্মুখীন হবেন।

অন্যদিকে নিরুপমা সুব্রহ্মণ্যম লিখেছেন, জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদে ইসরায়েল হামাস যুদ্ধের প্রস্তাবটি গুরুত্বপূর্ণ ছিল না কারণ এটি বাধ্যতামূলক ছিল না।

তিনি লিখেছেন, জাতিসংঘে ইসরায়েল বিষয়ক এই প্রস্তাবটি কোন দেশ কার পক্ষে রয়েছে তার প্রেক্ষিতে গুরুত্বপূর্ণ ছিল। একটা সংকীর্ণ ভূখন্ডে বসবাসরত লক্ষ লক্ষ অসহায় জনগোষ্ঠীর ওপর ইসরায়েলের আক্রমণের বিষয়ে ভারত কোন দিকে, তা স্পষ্ট ছিল।

ফ্রান্স গাজায় যুদ্ধবিরতি প্রস্তাবের পক্ষে ভোট দিয়েছে। ইউরোপে সবচেয়ে বেশি ইহুদি জনসংখ্যা রয়েছে ফ্রান্সে। ইসরায়েল ও যুক্তরাষ্ট্রের পর তৃতীয় বৃহত্তম ইহুদি জনসংখ্যা রয়েছে ফ্রান্সে। ইউরোপে সবচেয়ে বেশি মুসলিম জনসংখ্যাও রয়েছে ফ্রান্সে। ফ্রান্স ও ইসরায়েলের মধ্যে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক রয়েছে এবং ফরাসি প্রেসিডেন্ট ইমানুয়েল মাকরঁ ইসরায়েলের প্রধানমন্ত্রী নেতানিয়াহুকে তার বন্ধু হিসেবেই মনে করেন। কিন্তু পশ্চিমা দেশগুলোর মতো ভোটদানে বিরত থাকার পরিবর্তে ফ্রান্স এই প্রস্তাবের পক্ষে ভোট দেয়।

জেএনইউতে পশ্চিম এশিয়া বিষয়ক বিশেষজ্ঞ অধ্যাপক অশ্বিনী মহাপাত্র মনে করেন, মধ্যপ্রাচ্যে এখন যা ঘটছে, তা ভারতের জন্য প্রতিদ্বন্দ্বিতা বাড়িয়ে দিয়েছে।

অধ্যাপক মহাপাত্র বলেন, কাতারে আট জন ভারতীয়কে মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হয়েছে। এই বিষয়টি ইসরায়েলের প্রতি ভারতের অবস্থানের উপর নির্ভর করে। অন্যদিকে, ইসরায়েল সম্পর্কে ভারতের অবস্থান উপসাগরীয় ইসলামিক দেশগুলির সঙ্গে তার সম্পর্কে অস্বস্তির কারণ হয়ে দাঁড়াতে পারে।

হামাস ইসরায়েল যুদ্ধের প্রেক্ষিতে মোদী সরকারের পররাষ্ট্রনীতি সম্পর্কে তিনি বলেন, আমি মনে করি ইসরায়েল হামাস যুদ্ধে ভারতের অবস্থান ভুল নয়। ভারত জাতিসংঘে এই প্রস্তাবের বিপক্ষে ছিল না।

ভারতের যুক্তি ছিল, প্রস্তাবে হামাসের সন্ত্রাসী হামলার সমালোচনাও করা উচিত। ভারতের এই দাবি পুরোপুরি ন্যায়সঙ্গত ছিল। সন্ত্রাসবাদকে উপেক্ষা করে ভারত গ্লোবাল সাউথ নিয়ে কথা বলতে পারে না।

ওয়াশিংটন ভিত্তিক থিংক ট্যাঙ্ক দ্য উইলসন সেন্টারের সাউথ এশিয়া ইনস্টিটিউটের পরিচালক মাইকেল কাগলম্যান মনে করেন, গাজায় ইসরায়েলি সামরিক অভিযানকে সন্ত্রাসবাদের বিরুদ্ধে লড়াই হিসেবে দেখছে ভারত।

তিনি বলেন, জাতিসংঘের যুদ্ধবিরতি প্রস্তাবে ভোট দেওয়া থেকে ভারতের বিরত থাকা ইঙ্গিত দেয় যে তারা গাজায় ইসরায়েলি সামরিক অভিযানকে সন্ত্রাসবিরোধী অভিযান হিসেবে দেখছে।

ভারত বিশ্বাস করে যে সন্ত্রাসবাদের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে কোনও যুদ্ধবিরতি হতে পারে না। ভারত ফিলিস্তিনিদের জন্য মানবিক সহায়তা সমর্থন করছে কিন্তু ইসরায়েলের সামরিক পদক্ষেপেরও বিরোধিতা করছে না!

ফ্রান্সের সাবেক প্রধানমন্ত্রী দমিনিক দ্য ভিলপ্যাঁ তার সাম্প্রতিক সাক্ষাৎকারে গাজায় ইসরায়েলি হামলার জন্য পশ্চিমা দেশগুলিকে আক্রমণ করেছেন।

সাম্প্রতিক এক সাক্ষাৎকারে ফ্রান্সের সাবেক এই প্রধানমন্ত্রী বলেন, ইউক্রেনে কী ঘটছে এবং গাজায় কী ঘটছে তা নিয়ে পশ্চিমা দেশগুলির দ্বৈত নীতি প্রকাশ্যে এসেছে। সাম্প্রতিক সপ্তাহগুলোতে আমি মধ্যপ্রাচ্য, আফ্রিকা ও ল্যাটিন আমেরিকা ভ্রমণের সময় উপলব্ধি করেছি, পশ্চিমা দেশের দ্বৈত নীতি সম্পর্কে অনেক অসন্তোষ রয়েছে।ইউক্রেনে যা ঘটছে তা নিয়ে পশ্চিমা দেশগুলি সংবেদনশীলতা এবং মানবতার কথা বলছে, কিন্তু গাজায় ইসরায়েল যা করছে তা ভণ্ডামি।

রাফাহ সীমান্ত পারাপার খুলে যাওয়াসহ আরো যা ঘটছে গাজায়

মিশর : গাজা মিশর সীমান্তে থাকা রাফাহ সীমান্ত পারাপার খুলে যাওয়ার পর এ পর্যন্ত চারশোর বেশি মানুষ গাজা ত্যাগ করেছেন। টানা তিন সপ্তাহ বন্ধ থাকার পর প্রথমবারের মতো খুলেছে রাফাহ সীমান্ত পারাপার।

ফিলিস্তিনি কর্তৃপক্ষ বলছে, গাজা থেকে যারা মিশরে প্রবেশ করেছেন তাদের মধ্যে ৩৩৫জন বিদেশি নাগরিক এবং ৭৬ জন গাজার আহত বাসিন্দা। কর্মকর্তাদের তথ্য অনুযায়ী, এসব বিদেশি নাগরিকদের মধ্যে ব্রিটিশ এবং মার্কিন পাসপোর্টধারীরাও রয়েছেন। যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন বলেছেন, সীমান্ত পারাপার খুলে যাওয়াটা তীব্র এবং জরুরি কূটনৈতিক তৎপরতার ফল। গাজায় ফোন এবং ইন্টারনেট সেবা সম্পূর্ণভাবে বন্ধ রয়েছে বলে জানিয়েছে এই সেবা প্রদানকারী প্রতিষ্ঠান পালটেল। বিবিসি ওয়ার্ল্ড সার্ভিস গাজায় একটি জরুরি রেডিও সেবা চাল করছে। এটি এমডব্লিউ ৬৩৯ কিলোহার্টজে শোনা যাবে। শুক্রবার থেকে স্থানীয় সময় বিকেল তিনটায় প্রতিদিন এটি চলবে।

গত সাতই অক্টোবর ইসরায়েলে হামাসের এমএসএফের ৩০০ ফিলিস্তিনি কর্মী ও তাদের পরিবার রয়েছে। স্বল্প স্বাস্থ্যসেবা সুযোগের মধ্যে ২২ হাজারের বেশি আহত মানুষ রয়েছে গাজায়।

আমাদের ফিলিস্তিনি অনেক সহকর্মী গাজায় থেকে গেছে এবং তারা উপত্যকার হাসপাতালগুলোতে জীবন রক্ষাকারী সেবা দিয়ে যাচ্ছে। যদিও এসব হাসপাতাল এবং স্বাস্থ্য কর্মীদের সবচেয়ে মৌলিক সুরক্ষার বিষয়টিও নিশ্চিত করা হয়নি, এমএসএফ বলেছে।

গাজা থেকে সব সময় যে ধরণের ছবি পাওয়া যাচ্ছে, তাতে সেখানে যা ঘটছে তার চিত্র উঠে আসছে। সেখানকার বেসামরিক মানুষের রোজকার জীবনে এখন যুদ্ধের বিভীষিকা যেন অবশ্যম্ভাবী একটি বিষয় হয়েছে দাঁড়িয়েছে।

কিন্তু এর মাধ্যমে সংঘাতের গভীরতার কিছুটা ধারণা পাওয়া সম্ভব হতে পারে।

গাজার স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয় বলছে, এ পর্যন্ত গাজায় সাড়ে তিন হাজারের বেশি শিশু নিহত হয়েছে।

সৌদির প্রতিরক্ষামন্ত্রী খালিদ বিন সালমান যুক্তরাষ্ট্রের পররাষ্ট্রমন্ত্রী অ্যান্টনি ব্লিঙ্কেনের সাথে সাক্ষাৎ করেছেন।

হামলার পর থেকে গাজায় বিমান হামলা চালিয়ে আসছে ইসরায়েল। হামাসের হামলায় ১৪০০ ইসরায়েলি নিহত এবং ২৩৯জনকে জিম্মি করা হয়েছে। হামাস পরিচালিত গাজার স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয় বলেছে, ইসরায়েলি বিমান হামলা শুরু হওয়ার পর থেকে এ পর্যন্ত আট হাজার ৭০০ মানুষ নিহত হয়েছে।

অস্ট্রেলিয়ার সরকার বলছে, বুধবার রাফাহ সীমান্ত পারাপার খুলে দেয়ার পর অস্ট্রেলিয়ার প্রায় ২০ জন নাগরিক গাজা ত্যাগ করেছেন।

সীমান্ত খুলে দেয়ার আলোচনা চলাকালে দেশটির কনসুলার অফিস গাজায় থাকা অস্ট্রেলিয়ার নাগরিকদের সাথে যোগাযোগ করে জানিয়েছে, সীমান্ত পারাপার দিয়ে মিশরে যাদের প্রবেশ করতে দেয়া হবে সেখানে তালিকায় তাদের নাম রয়েছে।

ফলে তারা যাতে সীমান্ত পারাপারে পৌঁছানোর চেষ্টা করে, সেই বার্তা দেয়া হয় তাদের।

তবে, কতজন অস্ট্রেলিয়ান এই বার্তা পেয়ে সীমান্ত পারাপারে পৌঁছাতে পেরেছে তা এখনো স্পষ্ট নয়।

অস্ট্রেলিয়ার পররাষ্ট্র সম্পর্ক বিষয়ক সহকারী মন্ত্রী টিম ওয়াটস এবিসি নিউজকে বলেন, এখনো গাজায় থাকা ৬৫ জন অস্ট্রেলীয় সম্পর্কে জ্ঞাত রয়েছে সরকার।

আন্তর্জাতিক মানবিক সংস্থা মেডসোস্যঁ ফ্রতিয়ে এমএসএফ জানিয়েছে যে, বুধবার সংস্থাটির ২২ জন সদস্য গাজা ত্যাগ করতে সফল হয়েছে।

এক বিবৃতিতে চিকিৎসা বিষয়ক দাতব্য সংস্থাটি জানায়, তাদের সব বিদেশি কর্মী যারা এর আগে গাজা ত্যাগ করতে পারেনি, তারা বুধবার রাফাহ সীমান্ত পারাপার খুলে দেয়ার পর মিশর সীমান্ত পার করতে সফল হয়েছে।

এতে আরো বলা হয়, বিশেষজ্ঞ একটি মেডিকেল দলসহ আন্তর্জাতিক কর্মীদের একটি নতুন দল গাজায় প্রবেশ করার জন্য প্রস্তুত রয়েছে। পরিস্থিতি ঠিক থাকলে মানবিক এবং চিকিৎসা সহায়তা দিতে তারা গাজায় প্রবেশ করবেন। সংস্থাটি বলছে, প্রায় ২০ লাখ ফিলিস্তিনি এখনো গাজায় গোলাবারুদ নিক্ষেপের মধ্যেই আটকে রয়েছেন। এদের মধ্যে মি. ব্লিঙ্কেনের ইসরায়েল সফরের আগে এই সাক্ষাৎ হলো। সৌদি আরবের ডি ফ্যাক্টো নেতা ও ক্রাউন প্রিন্স মোহাম্মদ বিন সালমানের ভাই খালিদ বিন সালমান বলেন, দুই দেশের মধ্যে ঘনিষ্ঠ এবং কৌশলগত সম্পর্ক আরো মূল্যায়নের পাশাপাশি ওই এলাকার উত্তেজনা প্রশমনের পদক্ষেপর বিষয়ে আলোচনা করতে এই সাক্ষাৎ করেছেন তিনি। মধ্যপ্রাচ্যের এই দেশটি ইসরায়েলের প্রতি পশ্চিমা বিশ্বের কঠোর সমালোচনার পর এই সাক্ষাৎ অনুষ্ঠিত হলো।

যুক্তরাষ্ট্রের অন্যতম মিত্র জর্ডান বুধবার ইসরায়েল থেকে তাদের রাষ্ট্রদূতকে সরিয়ে নিয়েছে। সৌদি আরব ইসরায়েলের সাথে সম্পর্ক স্বাভাবিক করার প্রক্রিয়ায় রয়েছে। কিন্তু দেশটির সাম্প্রতিক সপ্তাহ গুলোতে করা কর্মকাণ্ডের কয়েক দফায় নিন্দা জানিয়েছে তারা। গত সপ্তাহে সৌদি কর্মকর্তারা যুক্তরাষ্ট্রের সেনেটরদের একটি প্রতিনিধিদলকে সতর্ক করে বলে যে, গাজায় কোন ধরণের স্থল অভিযান চালানো হলে তা চরম ক্ষতিকর হতে পারে।

গাজায় নিজেদের অভিযানের বিষয়ে কিছু হালনাগাদ তথ্য তুলে ধরেছে ইসরায়েলের সামরিক বাহিনী আইডিএফ।

এক সংবাদ সম্মেলনে আইডিএফ এর মুখপাত্র ড্যানিয়েল হাগারি বলেন, তাদের স্থল, নৌ ও বিমান বাহিনীর যৌথ অভিযানে অংশ নেয়া বাহিনী জানিয়েছে, সেনারা গাজা উপত্যকার উত্তরাঞ্চলে হামাসের সীমার মধ্যে প্রবেশ করেছে। তিনি বলেন, আইএসএ এবং গোয়েন্দা শাখার তথ্যের উপর ভিত্তি করে আইডিএফ যুদ্ধ বিমানের মাধ্যমে হামাসের ট্যাংক বিধ্বংসী কমান্ডার মুহাম্মাদ আতজারকে উৎখাত করেছে তারা। আলাদা আরেকটি সংবাদ সম্মেলনে ইসরায়েলের ব্রিগেডিয়ার জেনারেল ইতজিক কোহেন বলেন, আইডিএফ বাহিনী গাজা উপত্যকার গভীরে রয়েছে গাজা শহরের প্রবেশমুখে, তিনি বলেন।

গাজা থেকে যে শত শত মানুষ মিশরে প্রবেশ করেছে তার মধ্যে গাজার অসুস্থ অনেক বাসিন্দাও রয়েছে। যাদেরকে সীমান্তের কাছাকাছি থাকা বিভিন্ন হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে।